(ভক্তিমূলক নাটক)

"নট্ট কোম্পানী" কর্ত্তৃক অভিনীত

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি

প্রকাশক—

জেনারেল লাইব্রেরী

১১৫এ, রবীন্দ্রসরণী (আপার চিৎপুর) কলি: ৬

প্রথম প্রকাশ ১৩৪৭

ভূমিকা

ভক্ত রুইদাসের অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনে "পতিতের ভগবান" রচিত। কথিত আছে, কালী নামে কাশীরাজ্যে এক রাণী তৎকালে রাজত্ব করিতেন। মুচির ছেলে রুইদাসের মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণকন্যার এই অনাচারে ব্রাহ্মণ-সমাজে দারুণ বিক্ষোভ আরম্ভ হইল। রাণী তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থের প্রলোভন দিয়া রাজগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের এমনই লীলা যে, পংক্তিভোজনরত প্রত্যেক ব্রাহ্মণই দেখিলেন যে তাঁহার পার্শ্বে স্বর্ণ-উপবীতধারী রুইদাস আহার করিতেছেন। তখন তাঁহারা সমস্বরে এই শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিলেন।

রামভক্ত রুইদাসকে তাঁহার ইষ্টদেব একটি পরশপাথর দিয়াছিলেন। রুইদাস তাহা ভুলেও ব্যবহার করেন নাই। ইতিহাসের পাতায় এ কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

"মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে" এই চিরপরিচিত নীতি যাত্রামোদীর সম্মুখে আমি বহুবার তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। "পতিতের ভগবান" তাহারই উপরে আর একটি সংযোজন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের জাতীয় কলঙ্ক এই অস্পৃশ্যতা যতদিন দূরীভূত না হইবে, ততদিন এ দেশের সমৃদ্ধি সুদূরপরাহত।

নট্ট কোম্পানির কুশলী অভিনেতারা এই নাটকের অভিনয়ে যে অভূতপূর্ব্ব যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা কোনদিন ভুলিবার নয়। রুইদাসের ভূমিকায় সুজিত পাঠক, দেবীর সাজে হরিগোপাল, মালতীর অভিনয়ে চপল, এবং ভজারূপী সূর্য্য দত্ত এবং আরও অনেকে এই উপলক্ষ্যে আর একবার তাঁহাদের অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। "পতিতের ভগবান" এর সাফল্যের জন্য গ্রন্থকারের সঙ্গে এঁরা এবং সুরকার অমিয় ভট্টাচার্য্য সমানই অংশীদার। ইতি—

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে

উৎসর্গ

অশেষ গুণে গুণী, বজ্রকঠোর, কুসুমকোমল,

ভক্তিরসসাগর

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ আই-ও-এফ-এস্

মহোদয়ের করকমলে—

গুণমুগ্ধ গ্রন্থকার

পরিচয়

॥ পুরুষ ॥

দাশরথি	…	…	রামচন্দ্রের ছদ্মরূপ
রামানন্দ	…	…	বৈষ্ণবসন্ন্যাসী
রামদাস কৃষ্ণদাস	…	…	ঐ শিষ্যদ্বয়
দেবদত্ত	…	…	কাশীরাজের শ্যালক
মীনকেতু	…	…	বিদূষক
ভবানন্দ	…	…	কোটাল
ঘনশ্যাম	…	…	পুরোহিত
চন্দ্রসেন	…	…	ঐ পুত্র
অর্জ্জুন	…	…	চর্ম্মকার
ভজা	…	…	রাজবাড়ীর মুচি
মার্ত্তণ্ড	…	…	কারাধ্যক্ষ

॥ স্ত্রী ॥

দেবী	…	…	অর্জ্জুনের ভগ্নী
কালিন্দী	..	…	কাশীর রাণী
লীলাবতী	…	…	কুসীদজীবীর স্ত্রী
মালতী	…	…	দেবদত্তের স্ত্রী

---

১৪১ বি, রবীন্দ্র সরণী (আপার চিৎপুর), কলিকাতা "জেনারেল প্রিন্টিং প্রেস" হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পতিতের ভগবান

সূচনা।

রামানন্দের আশ্রমস্থ মন্দির-সম্মুখ।

গীতকণ্ঠে জনৈক কাঙালীর প্রবেশ।

কাঙালী।— **গীত।**

প্রাণের ঠাকুর দোর খোল গো, পিপাসিত আঁখি।
দেখাও রাঙা চরণ দুটি, দুনয়নে ভরে রাখি।
দেখে দেখে প্রাণ ভরে না,
আঁখিতে মোর জল ধরে না,
যত দেখি, ততই ভাবি, দেখার সাধ রইল বাকি।
কোথায় আমার মা জানকী,
হে রঘুনাথ, তা জান কি ?
যুগল বেশে আবার হেসে দেখা প্রভু দেবে না কি ?

কৃষ্ণদাসের প্রবেশ।

কৃষ্ণদাস। কে তুমি মধ্যাহ্ন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছ ? কি চাও তুমি ?

কাঙালী। একটু প্রসাদ বাবা, ঠাকুরের একটু প্রসাদ। ছোট ভাইটা জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে। বদ্যি আশা ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু আমি আশা ছাড়ি নি। আমার মনে হ'চ্ছে, ঠাকুরের ভোগের

প্রসাদ খেলেই সেরে উঠবে। কিন্তু এ কি হ'ল? সকাল গেল, দুপুর গেল, রাত্রি গভীর হ'য়ে আসছে, তবু কেন বাবাজি দোর খুলছে না?

কৃষ্ণদাস। কি জানি? আমরাও কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। এমন ত কখনও হয় না।

কাঙালী। ডাক ডাক, ঠাকুরকে ডাক।

কৃষ্ণদাস। ডেকে কোন ফল নেই ভাই। দশ বছর ধ'রে দেখে আসছি, গুরু রামানন্দ পলকের মধ্যে ভোগ নিবেদন ক'রে বেরিয়ে এসে আমাদের প্রসাদ দেন। আজ মধ্যাহ্ন থেকে সমগ্র আশ্রম উপবাসী, তবু কেন দোর খুলছে না?

কাঙালী। ওই, ওই খুলেছে। জয় রাম, জয় রাম।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণদাস। একি, গুরুদেবের সদাহাস্য মুখে আজ আষাঢ়ের ঘনঘটা দেখছি। কি অনর্থ হয়েছে কে জানে?

রামানন্দের প্রবেশ।

রামানন্দ। কৃষ্ণদাস,—

কৃষ্ণদাস। কি গুরুদেব? আপনার আজ একি ভাবান্তর? কখনও ত আপনাকে এত বিচলিত হ'তে দেখি নি। কি হয়েছে প্রভু? কার উপর রুষ্ট হয়েছেন? রোষ সংবরণ করুন। গুরু রামানন্দ যার উপর রুষ্ট হয়েছেন, তার সর্ব্বনাশ হবে যে।

রামানন্দ। তোমরা সব অনাহারী, নয়?

কৃষ্ণদাস। ঠাকুরের প্রসাদ না পেলে কে আহার করবে গুরুদেব! আমরা মধ্যাহ্ন থেকে রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা ক'রে আছি, কিন্তু আপনি দোর খোলেন নি, ঠাকুরের প্রসাদও দেন নি।

রামানন্দ। প্রসাদ আজ পাবে না। আর কখনও পাবে কি না সন্দেহ। যাও, সবাইকে নিয়ে আশ্রম ত্যাগ ক'রে চ'লে যাও।

কৃষ্ণদাস। আশ্রম ত্যাগ ক'রে চ'লে যাব!

রামানন্দ। না গেলে অনাহারে মর্‌তে হবে।

কৃষ্ণদাস। কি হয়েছে গুরুদেব?

রামানন্দ। ত্রিশ বছরের মধ্যে যা কখনও হয় নি, তাই হয়েছে ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করেন নি।

কৃষ্ণদাস। গ্রহণ করেন নি!

রামানন্দ। ওই চেয়ে দেখ, ঠাকুর মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন।

কৃষ্ণদাস। তাইত, একি অভাবনীয় ব্যাপার! প্রেমের ঠাকুর, তুমি যে অহেতুক করুণাসিন্ধু। ওজন ক'রে, বিচার ক'রে কখনও তুমি দয়া কর নি। আজ কি অপরাধ করেছি আমরা যে তুমি মুখ ফিরিয়ে ব'সে আছ দয়াময়!

রামানন্দ। সারাদিন আমিও একথা জিজ্ঞাসা করেছি। কোন উত্তর পাই নি। কৃষ্ণদাস, আজ ভোগ রেঁধেছিল কে?

কৃষ্ণদাস। আজ্ঞে আমি।

রামানন্দ। তুমি! পাষণ্ড, ভোগ রাঁধবার আগে জপ-তপ করেছিলে?

কৃষ্ণদাস। করেছিলুম।

রামানন্দ। স্নান করেছিলে, না অস্নাত অবস্থায় ভোগ রন্ধন করেছ?

কৃষ্ণদাস। তটিনীর পবিত্র সলিলে যথারীতি স্নান করেছিলুম প্রভু।

রামানন্দ। রন্ধনের সময় কি চিন্তা করেছিলে নির্ব্বোধ? কোন নারীর মুখ স্মরণ করেছিলে?

কৃষ্ণদাস। না গুরুদেব।

রামানন্দ। কারও উপর প্রতিশোধ নেবার কল্পনা করেছিলে? কোন পদার্থের উপর লোভের সঞ্চার হয়েছিল?

কৃষ্ণদাস। না গুরুদেব, ঠাকুরের ভোগ রন্ধনের সময় আমি শুধু ঠাকুরের কথাই চিন্তা করেছি, আর কোন চিন্তা আমার মনে স্থান পায় নি।

রামানন্দ। তবে কেন ঠাকুর ভোগ গ্রহণ কর্‌লেন না? কেন মুখ ফিরিয়ে উপবাসী হ'য়ে রইলেন? নিশ্চয়ই তোমরা কেউ গুরুতর অপরাধ করেছ, নইলে ত্রিশ বছর যা হয় নি, আজ তা কেন হ'ল? ডাক সব আশ্রমবাসীদের। যদি তারা কেউ অপরাধী না হ'য়ে থাকে, তাহ'লে অপরাধী আমি রামানন্দ। তাই যদি হয়, আমি এ ঘৃণিত জীবন আর রাখব না। জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে আমি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব।

রামদাসের প্রবেশ।

রামদাস। একি শুনছি গুরুদেব? ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করেন নি?

রামানন্দ। না।

কৃষ্ণদাস। ওই দেখ রামদাস, প্রেমের ঠাকুর রঘুনাথ মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন।

রামদাস। ভোগ নেবে না ঠাকুর? গুরু রামানন্দের ভোগ আর নেবে না তুমি? বল, বল হে জানকীবল্লভ, কার কি অপরাধ, কে তুষানলে প্রবেশ কর্‌লে তুমি তুষ্ট হবে? যদি আমরা সবাই অপরাধী হ'য়ে থাকি, আমরা তোমার পায়ে বুকের রক্ত ঢেলে দেব; গুরুদেবকে তুমি ক্ষমা কর ঠাকুর।

রামানন্দ। কারও অপরাধ নয়, সব আমারই অপরাধ। চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর, আমি এর প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব।

রামদাস। না গুরুদেব, আপনি নিষ্কলুষ, প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়, আমরাই কর্‌ব ; প্রাণ দিতে হয়, আমরাই দেব। আপনার কোন দোষ নেই।

কৃষ্ণদাস। রামদাস, আজ কার উপর ভিক্ষার ভার ছিল ?

রামদাস। আমার উপর।

রামানন্দ। যথারীতি ভিক্ষা করেছিলে ?

কৃষ্ণদাস। কথা বল্‌ছ না যে ? কাঁপছ কেন ?

রামানন্দ। বল, ভিক্ষায় কোন ত্রুটি হয় নি ?

রামদাস। হয়েছিল প্রভু। আমি বুঝতে পারি নি। এখন মনে হ'চ্ছে—

রামানন্দ। কি করেছ তাই বল।

রামদাস। গুরুদেব, আপনি ব'লে দিয়েছিলেন—কোন বাড়ী থেকে অর্দ্ধ মুষ্টির বেশী ভিক্ষা যেন না নিই। কোন লোভী ব্যবসায়ীর দান যেন না গ্রহণ করি। আমি কোনদিন এ আদেশ অমান্য করি নি।

রামানন্দ। তবে ?

রামদাস। আজ সকাল থেকেই আকাশে দুর্য্যোগের ঘনঘটা, মুষল ধারে শিলাবৃষ্টি হচ্ছিল। দুর্গম পথে জনমানবের চিহ্নও ছিল না। তবু আমি ভিক্ষা কর্‌তে বেরিয়েছিলুম।

রামানন্দ। বেশ করেছিলে। তারপর কি ?

রামদাস। এক মহিলা তাঁর প্রাসাদের তোরণে দাঁড়িয়ে বোধ হয় আমাকেই লক্ষ্য কর্‌ছিলেন। আমি দেখেছি, যখনই আমি ভিক্ষা কর্‌তে যাই, তিনি ঠিক ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকেন।

কৃষ্ণদাস। কে সে মহিলা ?

রামদাস। বিখ্যাত কুসীদজীবী একাদশী বণিকের স্ত্রী।

রামানন্দ। কি বলেছে সে নারী ?

রামদাস। প্রত্যহ তিনি আমায় অনুরোধ করেন,—"বাবা, আর তুমি কষ্ট ক'রো না ; সব ভিক্ষা আমার বাড়ী থেকেই নিয়ে যাও।

কৃষ্ণদাস। তুমি নাও নি তো ?

রামদাস। কথনও নিই নি। কিন্তু আজ মনে হ'ল, এই দুর্য্যোগের মধ্যে হয়ত সবাই দোর বন্ধ ক'রে ব'সে আছে, হয়ত নিষ্ফল চেষ্টায় ভোগের বেলা ব'য়ে যাবে। তার উপর মহিলার সেই আকুল প্রার্থনা, সেই ভক্তিবিনম্র নিবেদন আমায় মুগ্ধ করেছিল। আমি আর ভিক্ষার জন্য অগ্রসর হই নি। ত্রিশ কুনকে চাল আমি সেই মহিলার হাত থেকে গ্রহণ করেছি।

কৃষ্ণদাস। গ্রহণ করেছ ?

রামানন্দ। তাই ঠাকুর ভোগ নিলেন না। পাষণ্ড, গুরুদ্রোহি, এত স্পর্দ্ধা তোমার যে গুরুর আদেশ অমান্য ক'রে তুমি একই গৃহ থেকে ত্রিশ কুনকে চাল নিয়ে এসেছ ? তাও কুসীদজীবীর ঘর থেকে ? আর তা'রই অন্ন আমার ঠাকুরকে নিবেদন করতে হয়েছে ? তোমার জন্য আমার ঠাকুর উপবাসী, আশ্রমের অধিবাসীরা উপবাসী, তোমারই জন্য প্রেমের ঠাকুর মুখ ফিরিয়ে ব'সে আছেন। কি কর্‌ব আমি তোমায় পাষণ্ড ?

রামদাস। যদি অনুমতি করেন, আমি এখনি আবার ভিক্ষায় বের হব।

রামানন্দ। তোমার মত মহাপাপীর ভিক্ষায় আর ঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত হবে না। তুমি আশ্রমে বাস করবার অযোগ্য। বেরিয়ে যাও আশ্রম থেকে।

রামদাস। গুরুদেব, দোহাই গুরুদেব, আমায় আশ্রম থেকে বিতাড়িত

করবেন না। রঘুনাথকে না দেখে আমি একদিনও জীবনধারণ করতে পারব না।

রামানন্দ। তোমার ও পশুর জীবন ধারণ না করাই ভাল।

রামদাস। পশুর জীবন! তাই বটে; গুরুদ্রোহীর জীবন পশুর জীবন বই কি!

কৃষ্ণদাস। গুরুদেব, ভাই রামদাসকে ক্ষমা করুন। ও শিশুর মত সরল, নিজের অপরাধ বুঝতে পারে নি। রামদাস আশ্রমে থেকে চ'লে গেলে আশ্রমে আর ফুল ফুটবে না, পাখী আর গাইবে না, নদী আর কলতানে বইবে না।

রামানন্দ। ওর সঙ্গে তুমিও ইচ্ছা করলে বেরিয়ে যেতে পার।

রামদাস। গুরুদেব, আর কখনও আমি এ অন্যায় করব না। আমায় ক্ষমা করুন গুরুদেব। অনুমতি দিন, আবার আমি ভিক্ষা ক'রে নিয়ে আসি। (পদধারণ)

রামানন্দ। দূর হ'য়ে যাও আশ্রম থেকে। (পদাঘাত) তুমি জন্মে ব্রাহ্মণ, আচারে চামার। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি, মৃত্যুর পরে তুমি চামারের ঘরে জন্মগ্রহণ করবে।

রামদাস, কৃষ্ণদাস। গুরুদেব, দোহাই গুরুদেব।

রামদাস। চামারের ঘরে কেন গুরু, আমায় বরং এই অভিশাপ দিন, আমি যেন কৃমিকীট হ'য়ে জন্মাই; শুধু এইটুকু বর দিন, আমি যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার রঘুনাথকে না ভুলে যাই।

রামানন্দ। তাই হবে। যত কুনকে চাল তুমি ওই কুসীদজীবীর ঘর থেকে গ্রহণ করেছ, তত বছর তুমি তাকে পেয়েও পাবে না; তারপরই হবে তোমার দেবদর্শন।

রামদাস। এ আপনার অভিশাপ নয় গুরুদেব, আশীর্ব্বাদ। আপনার

আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে আমি এই মুহূর্ত্তেই আশ্রম ত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছি। জয় রঘুনাথ, জয় রঘুনাথ,—(প্রস্থানোদ্যোগ)

কৃষ্ণদাস। রামদাস, তুমি যেও না রামদাস। আমরা সবাই গুরুর পায়ে ধ'রে তোমার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব।

রামদাস। না কৃষ্ণদাস, গুরুদেব বলেছেন, পরজন্মে ত্রিশ বছর পূর্ণ হ'লে আমি রঘুনাথের দর্শন পাব। সেদিন যত শীঘ্র আসে ততই ভাল। শুধু আশ্রম নয়, আমি এই দেহটাই ত্যাগ করব। বিদায়, গুরুদেব, বিদায়। জয় রঘুনাথ, জয় রঘুনাথ।

[পদধূলি লইয়া প্রস্থান

কৃষ্ণদাস। গুরুদেব !

রামানন্দ। নিজের হাতে বুকের পাঁজর খুলে দিলুম। মুখ ফেরাও ঠাকুর, প্রসন্ন হও। রামায় রামচন্দ্রায়, রামভদ্রায় বেধসে, রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলাবতী। ও ঠাকুর, ও বাবাজি, শীগ্‌গির এস। রামদাস ঠাকুর নদীতে ঝাঁপ দিলে যে !

কৃষ্ণদাস। সে কি ! গুরুদেব,—

রামানন্দ। এই স্বাভাবিক। যাও কৃষ্ণদাস, হতভাগ্য যদি জীবিত থাকে, তাকে উদ্ধার ক'রে স্বগৃহে পাঠিয়ে দাও। আর যদি ম'রে গিয়ে থাকে, আশ্রমে এনে সৎকার কর।

কৃষ্ণদাস। রক্ষা কর রঘুনাথ, রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

রামানন্দ। তুমি কে ?

লীলাবতী। আমি কুসীদজীবী ধনকুবের একাদশী বণিকের স্ত্রী। আমারই হাত থেকে রামদাস ঠাকুর আজ ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাই আপনি তাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

রামানন্দ। মানুষের বুকের রক্ত নিংড়ে যে অর্থ তোমার স্বামী সঞ্চয় ক'রে গেছেন, সে অর্থ দেবপূজায় লাগে না।

লীলাবতী। কেন ঠাকুর, আমি কুসীদজীবীর স্ত্রী ব'লে আমার কি দেবপূজায় অধিকার নেই? আপনি জানেন না, যে ত্রিশ কুনকে চাল আমি রামদাসকে দিয়েছি, সে আমার স্বামীর উপার্জ্জিত নয়। আমি আশ্রমবাসীদের ভিক্ষা দেব ব'লে নিজে ভিক্ষা ক'রে এ চাল সংগ্রহ করেছি। যে অবস্থায় এই সরল শিশু সন্ন্যাসীর ভিক্ষার ঝুলি আমি পূর্ণ ক'রে দিয়েছি, সে অবস্থা দেখলে বাঘিনীর চোখেও জল আস্‌ত, আমি ত মানুষ। আর যে অবস্থায় আমার হাত থেকে সে ভিক্ষা নিয়েছে, সে অবস্থায় পড়্‌লে আপনিও তাই কর্‌তেন।

রামানন্দ। এ তুমি কি বল্‌ছ মা?

লীলাবতী। হায় হায়, মহাপাপী আমি, আমিই হলুম তাঁর মৃত্যুর কারণ? এ প্রাণ আর আমি রাখব না। তোমার শিষ্যকে তুমি হত্যা করেছ ঘাতক, আমাকেও হত্যা কর। সে আমায় মা ব'লে ডেকেছিল, তাকে দেখে আমি আমার মৃতপুত্রের শোক ভুলেছিলুম। তাই সে ভিক্ষায় বেরুলে আমি নির্নিমেষে চেয়ে থাকতুম। তুমি আমায় পুত্রহীন করেছ জল্লাদ, দয়া ক'রে আমাকেও হত্যা কর। (পদতলে পতন)

রামানন্দ। যাও মা, গৃহে যাও। আমি নির্ব্বোধ, তোমার চেয়েও আমি ভক্তিহীন। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেবার জন্য যে ভিক্ষা করে, তার অন্ন কেন ঠাকুর নিলেন না? বোধহয় আমারই কোন গুরুতর অপরাধ হয়েছে। আমারই জন্য একটা নিষ্পাপ জীবন অকালে বিনষ্ট হ'য়ে গেল। এ

পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। আমি মূর্খ, আমি মহাপাপী। যাও মা, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি, পরজন্মে তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করবে, তোমার এই কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান পরজন্মেও তোমায় মা ব'লে ডাকবে। আর যাঁর ভোগের জন্য অতুল ঐশ্বর্য্য থাকতেও তুমি ভিক্ষা করেছ, পর জন্মেই তুমি তাঁর দর্শন পাবে মা।

লীলাবতী। পাব? পরজন্মে আমি রঘুনাথকে পাব? তবে এই নিকৃষ্ট জীবনের আজই অবসান হ'ক। জয় রঘুনাথ, জয় রঘুনাথ!

[প্রস্থান।

রামানন্দ। শোন মা, শোন। যাক্, সবাই যাক্। বেঁচে থাকবে শুধু যমের অরুচি এই ভুশুণ্ডি কাক। অহমিকার অন্ধকার দূর কর ঠাকুর। মুখ ফেরাও, প্রসন্ন হও। অপরাধ ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

———

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেবদত্ত। এ সংসার ভোগের খনি। এখান থেকে যে যত মণি তুলতে পারে, সেই তত বুদ্ধিমান। মূর্খ তারা, যারা ভোগের থালা সম্মুখে রেখে প্রাণটাকে অনশনে শুকিয়ে মারে। তবে এও সত্য যে, সংসারে আমার ভগ্নীর মত মূর্খ না থাকলে আমার মত বুদ্ধিমানের পশার জম্‌ত না। দিদি আমার তীর্থে তীর্থে গুরু অন্বেষণ ক'রে ফিরছেন। ঠাকুরের ইচ্ছায় যদি আর না ফেরেন তবে ত গোল মিটেই গেল। ফিরলেও শ্রীরামচন্দ্র তাকে গজভুক্ত কপিথ ক'রে ছেড়ে দেবে। সব তোমার ইচ্ছা ঠাকুর; তুমিই সার, আর সব মিথ্যে।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।— **গীত।**

বঁধু, বেশী খাওয়া সর্ব্বনাশা, বদহজমের আছে ভয়।
যত পার খাও না ফল, গাছ খাওয়া ত ভালো নয়।
বামন হ'যে আকাশ পানে
লাফ দিয়ে যে মর্‌বে প্রাণে,
এইত সবে গজালো পা, হামাগুড়ির এই সময়।
কাঁচা পেটে খেয়ো না ঘি,
যা তা পেটে সয় নাকি?
ততটুকুই ভালো বঁধু, উদরে যা রয় সয়।

দেবদত্ত। অপূর্ব্ব সঙ্গীত! চমৎকার নাচ! দূর-দূর, বেরিয়ে যা।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

দেবদত্ত। পিপীলিকার পালক গজিয়েছে।

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। আমায় স্মরণ করেছেন মহামাত্য?

দেবদত্ত। হ্যাঁ বন্ধু। তুমিই ত মহামান্য পুররক্ষক চন্দ্রসেন। যুদ্ধ করতে জান

চন্দ্রসেন। কেন জানব না? সেবার যখন প্রজাবিদ্রোহ হয়েছিল, তখন আমারই অস্ত্রে এক হাজার বিদ্রোহীর মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। (তরবারি নিষ্কাসন

দেবদত্ত। তরবারি বার করলে যে? আমার মাথাও নেবে নাকি?

চন্দ্রসেন। কি যে আপনি বলেন? (তরবারি কোষবদ্ধ করিল)

দেবদত্ত। এমন বীরপুরুষ তুমি, আর রাজা কি না তোমাকেই বন্দী ক'রে হত্যার আদেশ দিলেন!

চন্দ্রসেন। অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক! আমার একমাত্র অপরাধ, যারা আমার হাতে প্রাণ দিয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল আমাদেরই সৈনিক।

দেবদত্ত। তাতে আর হয়েছে কি? পাঁচটা শত্রুর মাথা নিতে গেলে দু-একটা নিজের মাথাও যাবে বই কি।

চন্দ্রসেন। তারই জন্যে পাপিষ্ঠ রাজা আমাকেই হত্যার আদে দিলে। আমার তখন হাত বাঁধা ছিল, নইলে আমি রাজাকেই হত্যা করতুম। (তরবারি নিষ্কাসন)

দেবদত্ত। তরবারিটা রাখ না, দেখে ভয় হ'চ্ছে।

চন্দ্রসেন। না, ভয়ের কি আছে? (তরবারি কোষবদ্ধ করিল)

দেবদত্ত। তাহ'লে রাজা তোমাকে হত্যাই করলেন?

চন্দ্রসেন। করত যদি রাণী বাধা না দিত। রাণীর কথায় রাজা আমাকে ক্ষমা ক'র ফেল্‌লে।

দেবদত্ত। ছি-ছি-ছি, এর চেয়ে যে মরাই ভাল ছিল।

চন্দ্রসেন। কি রকম?

দেবদত্ত। বীরপুরুষকে ক্ষমা করা আর জীবন্তে দগ্ধ করা এক কথা। শাস্ত্রে বলেছে, এর চেয়ে অপমান আর হ'তে পারে না।

চন্দ্রসেন। তাহ'লে রাণী আমার অপমান করলে? আমি যে ভেবেছি আমার উপকার করেছে।

দেবদত্ত। একথা আমাকে বলেছ বলেছ, আর কাউকে ব'লো না। তাহ'লে তারা বল্‌বে তুমি একটি প্রকাণ্ড গর্দ্দভ।

চন্দ্রসেন। কি, এই কথা বল্‌বে চন্দ্রসেনকে? (তরবারি নিষ্কাসন)

দেবদত্ত। বল্‌বে কি? বল্‌ছে।

চন্দ্রসেন। কে বল্‌ছে?

দেবদত্ত। সবাই বল্‌ছে। হরকান্তর পিসী, গঙ্গাগোবিন্দের মেসো, গোরক্ষনাথের শ্বশুর—আর কত নাম করব? তুমি বন্ধুলোক, তোমার এ নিন্দায় আমার বুকটা ফেটে যায়। যদিও মহারাণী আমার দিদি, তবু তাঁর এ ব্যবহার আমার অসহ্য। একে ত তোমায় অপমান করেছে, তার উপর রাজ্যের লোককে ডেকে ডেকে বলেছে,—চন্দ্রসেন একটা দু'পেয়ে জানোয়ার।

চন্দ্রসেন। (বীরদর্পে তরবারি কোষবদ্ধ করিল) আপনি বলেন কি মহামাত্য? আমার যে মাথায় আগুন জ্ব'লে উঠছে।

দেবদত্ত। আমার আগেই উঠেছে। তুমি যদি এর প্রতিশোধ না

নাও, আমিই নেব। দিদির মুখ চেয়ে আমি বন্ধুর অপমান সহ্য কর্‌ব না।

চন্দ্রসেন। কি করতে পারি, সেই কথাটা বলুন।

দেবদত্ত। শোন চন্দ্রসেন, মহারাণী সদ্‌গুরুর অন্বেষণে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ক'রে সম্প্রতি বৃন্দাবনে এসেছেন। তুমি গিয়ে তার সদ্‌গুরু হও।

চন্দ্রসেন। কি যা-তা বল্‌ছেন? সদ্‌গুরু হ'লেই প্রতিশোধ নেওয়া হ'য়ে গেল? আমি তাকে হত্যা কর্‌ব। (তরবারি নিষ্কাসন)

দেবদত্ত। আমিও ত তাই বল্‌ছি।

চন্দ্রসেন। কই বল্‌ছেন?

দেবদত্ত। তরবারি দিয়ে হবে না বন্ধু, ছুরি সঙ্গে নাও।

চন্দ্রসেন। (তরবারি কোষবদ্ধ করিল) তারপর কি?

দেবদত্ত। তারপর যা কর্‌তে হবে, তোমার শিষ্যই ব'লে দেবে।

চন্দ্রসেন। শিষ্যটা কে?

দেবদত্ত। যথাসময়ে তাকে দেখতে পাবে। আজই তোমরা যাত্রা কর। এই দু'হাজার টাকা নাও। যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়, আরও তিন হাজার পাবে। শুধু তাই নয়, তুমিই হবে এ রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ।

চন্দ্রসেন। আপনি রহস্য কচ্ছেন না ত?

দেবদত্ত। না বন্ধু। তুমি অগ্রসর হও। রাজ্যটা যদি হাতে আসে, তোমার পিতা হবেন মন্ত্রী, আর তুমি হবে সৈন্যাধ্যক্ষ। জানই ত আমি বিষয়-বিরাগী লোক। রাজ্যের একটা সুব্যবস্থা ক'রে তোমাদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে আমি হিমালয়ে চ'লে যাব।

চন্দ্রসেন। আচ্ছা, তাহ'লে আমি আসি।

দেবদত্ত। খুব পণ্ডিতি ভাষায় কথা বল্‌বে। মনে রেখো—তুমি

ভক্তচূড়ামণি প্রেমানন্দ। হঠাৎ তরবারি বের ক'রে ব'সো না যেন। তাহ'লে তুমি ত যাবেই, আমারও মাথা মাটিতে গড়াগড়ি যাবে।

চন্দ্রসেন। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমি যদি তাকে নিকেশ করতে না পারি, তাহ'লে বৃথাই আমার নাম চন্দ্রসেন।

[তরবারি নিষ্কাসন করতঃ প্রস্থান।

দেবদত্ত। সংসারে আমি ছাড়া দেখছি সবাই পণ্ডিত।

মালতীর প্রবেশ।

মালতী। হ্যাঁ গা, দিদির কোন খবর পেয়েছ? কোথায় তিনি?

দেবদত্ত শ্রীবৃন্দাবনে।

মালতী। ফিরে আস্‌বেন কবে?

দেবদত্ত কেন বল দেখি? দিদির বিরহে কি তুমি খুব কাতর হয়েছ?

মালতী। কাতর হব কেন? তা ব'লে তাঁর বাড়ীতে তিনি আস্‌বেন না?

দেবদত্ত। না আসাই ভাল মালতি! এ দুঃখের অগ্নিকুণ্ডে আবার মানুষ বাস করে? চারিদিকে মায়ার বন্ধন, চারিদিকে কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভন, ঊর্দ্ধে নিম্নে সম্মুখে পশ্চাতে শুধু হিংসার বঞ্চনা, মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা, স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বান্ধবের গঞ্জনা আর অস্ত্রের ঝঞ্জনা।

মালতী। ভণ্ডামি রাখ, বাড়ী যাবে কবে, তাই বল।

দেবদত্ত। বাড়ী যাব!

মালতী। চোখ কপালে তুল্‌লে যে? ঘরের ছেলে ঘরে যাবে না?

দেবদত্ত। এখন কি বাইরে আছি?

মালতী। বাইরে নয়ত কি? এসেছিলুম মহারাজের অসুখের খবর

পেয়ে। মহারাজ স্বর্গে চ'লে গেলেন, দিদি রাজ্যভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। আর আমাদের এখানে কি প্রয়োজন? কুটুম্বের বাড়ী তিন-রাত্রি থাকতে নেই; আর আমরা তিন বছর থেকে গেলুম। আর কেন? দিদিকে খবর দিয়ে নিয়ে এস। তারপর চল আমরা আমাদের ঘরে চ'লে যাই।

দেবদত্ত। ঘরে গিয়ে খাব কোন্ চুলোর ছাই?

মালতী। যে চুলোর ছাই আগে খেতুম, তাই খাব।

দেবদত্ত। সেখানে ত দাসদাসী নেই, চকমিলান বাড়ী নেই, হাতী-শালে হাতী ডাকে না, ঘোড়াশালে ঘোড়ায় চিঁহি করে না। সে তালপুকুর হেজে মজে গেছে, সেখানে আর ঘটী ডোবে না।

মালতী। নাই ডুবুক, তবু সে আমাদের নিজের ঘর।

দেবদত্ত। পরের ঘরকে যে নিজের ঘর ক'রে নিতে পারে, সেই ত মানুষ। মনে কর, এ বাড়ী আমাদের, এ রাজ্য-ঐশ্বর্য্য, লোক-লস্কর সব আমাদের।

মালতী। তার অর্থ?

দেবদত্ত। অর্থ অতি পরিষ্কার। খুব সম্ভব দিদি আর এই মায়াময় সংসারে ফিরে আস্‌বে না। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরজরেণুতেই হয়ত তাঁর শ্রীদেহ এতদিনে লীন হ'য়ে গেছে।

মালতী। বল কি তুমি?

দেবদত্ত। সবই ঠাকুরের লীলা। অতএব ইচ্ছা না থাকলেও এ রাজত্বের বিষ সব আমাকেই কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ কর্‌তে হবে। উপায় নেই, কোন উপায় নেই। ওফ্—

মালতী। উপায় আমি করব। আমি নিজে গিয়ে তাঁকে ধ'রে নিয়ে আস্‌ব।

দেবদত্ত। অমন কাজ ক'রো না প্রিয়ে। মুক্তির স্বাদ যে পেয়েছে, আর তাকে অসার সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ ক'রো না। সব পাপের ক্ষমা আছে, কিন্তু এ পাপের ক্ষমা নেই।

মালতী। তুমি মনে করেছ, ছলে বলে কৌশলে দিদির রাজ্যটা হাত ক'রে দিনের পর দিন এমনি ক'রে প্রজাদের রক্তশোষণ করবে, কারণে অকারণে মানী লোকদের অসম্মান করবে আর কথায় কথায় যার তার মাথা নেবে? তা আমি হ'তে দেব না। যাঁর রাজ্য তিনি এসে শাসন করুন। তিনি না আসেন, তাঁর আপন জনের অভাব নেই, তাদের প্রাপ্য সম্পদ্ আমরা কেন ভোগ করব? তোমার কি নরকের ভয় নেই?'

দেবদত্ত। না বিধুমুখি। নরকের ভয় করবে গরীব দুঃখীরা। ধনীরা নরকে গেলে যমদূতেরা তাঁদের অভিবাদন করে। সারা জীবন ধ'রে যতই তুমি পাপ কর না, সবই পড়বে ঢাকা, যদি দেখাও টাকা।

মালতী। থামো। যেমন তুমি, তেমনি তোমার কোটাল ভবানন্দ। গরীব চাষীগুলোকে ধ'রে এনে কশাঘাত করতে কে হুকুম দিয়েছে?

দেবদত্ত। আমি।

মালতী। কেন?

দেবদত্ত। কারণ মাঝে মাঝে চাবুক না খেলে তারা খাজনার কথা ভুলে যায়।

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। হ'ল না মহামাত্য। অর্জ্জুন চামার আপনার কথা গ্রাহ্যই করলে না।

মালতী। কি কথা কোটাল মশাই?

ভবানন্দ। অর্জ্জুনের একটা বোন আছে। মহামাত্য অর্জ্জুনকে ডেকে ব'লে দিয়েছিলেন মেয়েটাকে রাজবাড়ীর মুচি ভজার সঙ্গে বিয়ে দিতে। মেয়ের বাপ রাজী ছিল। কিন্তু তার ভাই অর্জ্জুন মহামাত্যের কথা আমলই দিলে না। ভজাকে সে বিয়ের আসর থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিয়েছে।

দেবদত্ত। তাকে ধ'রে নিয়ে এস।

ভবানন্দ। ধ'রে কি মশাই? আমি তাকে বেঁধে এনেছি।

মালতী। তা আনবেন বই কি? এসব কাজে আপনি চিরদিনই তৎপর। ভাল কাজে ত আপনার টিকিও দেখতে পাই না কোটাল মশায়? চামারপল্লীতে যখন আগুন লেগেছিল, তখন ত আপনাকে এক ঘটী জল নিয়েও ছুটে যেতে দেখি নি। বিসূচিকায় যখন চাষীদের পল্লী উজোড় হ'য়ে যাচ্ছিল, তখন ত আপনার আর আপনার মহামাত্যের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় নি।

দেবদত্ত। সব তাঁর ইচ্ছা।

ভবানন্দ। তিনি যা করান, আমরা তাই করি।

মালতী। থামুন। রাণী তীর্থে গেছেন, আর আপনারা মনে করেছেন—এ রাজ্যের প্রতি মৃত্তিকাকণায় আপনাদেরই অধিকার। মনে করেছেন—এ সুখনিশি আর ভোর হবে না। তা নয় কোটাল মশায়! এ ধর্ম্মের রাজ্য, ধর্ম্মই একে রক্ষা করবে। এখনও সাবধান। রাণী ফিরে এসে যদি দেখেন, তাঁর প্রজাদের চাবুক দিয়ে আপনারা শাসন কচ্ছেন, তাহ'লে আপনাদের চাকরি ত যাবেই, মাথা গেলেও বিস্মিত হব না।

দেবদত্ত। সে শুভদিনের আশায় তুমি সাগ্রহে অপেক্ষা করতে থাক। কিন্তু দয়া ক'রে রাজনীতির মধ্যে মাথা গলাতে এস না।

মালতী। তোমাদের রাজনীতি নিয়ে তোমরা উচ্ছন্ন যাও।

দেবদত্ত। উচ্ছন্ন যখন যাব, তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাব।

ভবানন্দ। হেঃ-হেঃহেঃ !

মালতী। হাসবেন পরে। আগে ওই চাষীগুলোকে ছেড়ে দিয়ে আসুন। দুরন্ত বাঘ ঘুমিয়ে আছে, তাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলবেন না। তাদের যা ভাবছেন, তারা তা নয় ; একথা এখনও যদি না বোঝেন, মৃত্যু দিয়েই বুঝতে হবে।

[প্রস্থান।

ভবানন্দ। আপনার সামনে আপনার স্ত্রী আমায় অপমান করলে, আর আপনি কিছুই বললেন না ?

দেবদত্ত। তোমাকে ত সবাই অপমান করে। ক'জনের মুখ চেপে ধরব ? কি রকম অপদার্থ নগরকোটাল তুমি ? একটা চামারকে বশে আনতে পারলে না ?

ভবানন্দ। আমি ত তাকে বেধে এনেছি, এইবার আপনি ভাল ক'রে বশে আনুন না, দেখি কেমন আপনি মহামাত্য।

শৃঙ্খলিত অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। এসব কি মহামাত্য ? কার গরু চুরি করেছি আমি, কার পাকা ধানে মই দিয়েছি যে এমনি ক'রে আমায় বেঁধে নিয়ে আসে ? বলি, আমি কি খাজনা বাকি রেখেছি, না—কারও বউ-ঝিকে দেখে শিস্ দিয়েছি ? কি বলেছে এই লোকটা শুনি।

ভবানন্দ। চোপরাও অসভ্য।

অর্জ্জুন। অসভ্য তুমি, অসভ্য তোমার মনিব। রাজ্যটা অরাজক পেয়েছ, না ? মনে করেছ চামারদের গায়ে গণ্ডারের চামড়া !

দেবদত্ত। তোর বড় বাড় বেড়েছে দেখছি। কি বলেছিলুম তোর বাপকে ?

অর্জ্জুন। কি বলেছিলেন ?

দেবদত্ত। তোর বোনটাকে আমাদের রাজবাড়ীর মুচি ভজার সঙ্গে বিয়ে দিতে বলেছিলুম, জানিস তুই ?

অর্জ্জুন। কেন জানব না ?

দেবদত্ত। বিয়ে দিস নি কেন ?

অর্জ্জুন। দিই নি কে বল্লে ? এই ত সেদিন তার বিয়ে হ'য়ে গেছে।

দেবদত্ত। কার সঙ্গে ?

অর্জ্জুন। রুইদাসের সঙ্গে।

দেবদত্ত। রুইদাসটা কে ?

ভবানন্দ। দেখেন নি ? বাদামতলায় ব'সে জুতো সেলাই করে আর মাঝে মাঝে রাম রাম ব'লে চেঁচিয়ে ওঠে।

দেবদত্ত। সে ত শুনেছি পাগল। তুই ব্যাটা বোনটাকে একটা পাগলের গলায় ঝুলিয়ে দিলি ?

অর্জ্জুন। সে ঝুলতে চাইলে, আমিও ঝুলিয়ে দিয়ে দায় সারলুম। মেয়ে ত নয় যে বাছাবাছি করব। বোন বাঁচুক বা মরুক, কি বায় আসে ? ঠিক বলি নি ? আপনার বোন যদি তীর্থে গিয়ে মরে, আপনি কি তার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবেন ? বরং আপদ্ গেছে ব'লে ধেই ধেই ক'রে নাচবেন ?

ভবানন্দ। চাবুকের ঘায়ে তোকে ঠাণ্ডা ক'রে দেব। মহামাত্যের সঙ্গে রহস্য, ব্যাটা !

অর্জ্জুন। ভাল কথাটা রহস্য হ'ল ? হয় হ'ক।

দেবদত্ত। এতবড় বুকের পাটা তোর কি ক'রে হ'ল আমি তাই ভাবছি। রুইদাসের অবস্থা কি ভজার চেয়ে ভাল?

অর্জ্জুন। মোটেই নয়। এক বেলা খায়, আর এক বেলা পেটে কিল মেরে প'ড়ে থাকে। তাই কি বিয়ে করতে চায়? যত খোসামোদ করি, ততই রাম রাম করে। শেষকালে দেবী মালাটা গলিয়ে দিলে, আর যায় কোথা? বিয়ে করতেই হ'ল।

ভবানন্দ। মহামাত্য যার সঙ্গে বিয়ে দিতে বলেছেন, তাকে অগ্রাহ্য করতে সাহস হ'ল তোর?

অর্জ্জুন। কেন হবে না কোটালমশায়? আমার পাঁঠা আমি ল্যাজের দিকে কাটব, মহামাত্যের তাতে কি? আর তুমিই বা অত তরপাচ্ছ কেন? তোমার বোনের বিয়েতে আমি ত কথা বল্‌তে যাই নি। একটা তোতলা, তাড়িখোর, বয়সের গাছ পাথর নেই, তার সঙ্গে বিয়ে দেব আমার ওই ফুটফুটে বোনকে? থাক্‌লই বা টাকা। টাকা ত তোমারও আছে। কই, কেউ ত সজ্ঞানে তোমার ছায়াও মাড়ায় না।

দেবদত্ত। চোপরাও বাচাল। আমার রাজ্যে বাস ক'রে আমার আদেশ অমান্য করার শাস্তি—

অর্জ্জুন। রাজ্যটা যে আপনার নয়, সে কথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। আমরা চামার, আপনারা ক্ষত্রিয়। আমাদের মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্যে আপনাদের এত মাথাব্যথা কেন? এত দয়া ত ভাল নয় মহামাত্য। রূপ দেখে এতই যখন ভাল লেগেছিল, নিজে বর সেজে তাকে চাইতে পারেন নি? জাতও চাই, রূপও চাই?

দেবদত্ত। ভবানন্দ, হতভাগার মাথাটা উড়িয়ে দাও।

মীনকেতুর প্রবেশ।

মীনকেতু। আবার কার মাথার উপর নজর দিলে বাপু? কত মাথা

দুর্ভিক্ষ মহামারীতে শেষ হ'য়ে গেল, একটা মাথা রাখতে পারলে না। যম যাদের ফেলে রেখে গেছে, তাদের মাথা নিতে দশটা হাত বার করেছ ? এত আবদার ত ভাল নয়।

ভবানন্দ। তুমি বিদূষক ঠাকুর এর মধ্যে মাথা গলাতে এলে কেন ?

মীনকেতু। তুমি নগরকোটাল রাজবাড়ীতে এসে দাপাদাপি ক'চ্ছ কেন ? তোমাদের জ্বালায় কি এ রাজ্যে মানুষ বাস করতে পারবে না ? যাকে তাকে ধ'রে আনলেই হ'ল ?

দেবদত্ত। বেরিয়ে যাও বাচাল।

মীনকেতু। তুমি বেরিয়ে যাও। কুটুম্ব মানুষ, এলে খেলে ফুরিয়ে গেল। এবার ঘরে চ'লে যাও। ঘর-দোর না থাকে, গাছতলায় গিয়ে বাস কর। কিসের জন্যে এখানে শেকড় গেড়ে বসেছ ? দেশটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিলে !

অর্জ্জুন। মনে করেছে রাণী আর ফিরবেন না। আর উনি রাজা হ'য়ে বসবেন।

মীনকেতু। সে গুড়ে বালি। আমার গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে আমার রাজার রাজ্য আমি যাকে তাকে ভোগ করতে দেব না। সে রাণীর ভাইই হ'ক আর রাজার সম্বন্ধীই হ'ক।

অর্জ্জুন। পায়ের ধূলো দাও ঠাকুর, পায়ের ধূলো দাও।

মীনকেতু। যা যা, পায়ের ধূলো নেই। ব্যাটারা খালি পায়ের ধূলো নিতেই শিখেছে। পঞ্চাশ ঘর চামার আছিস তোরা। ঝাড়ে তোদের বাঁশ নেই ? ঘরে তোদের ছেঁড়া জুতো নেই ? কব্জিতে জোর নেই শুয়ার ব্যাটারা ? যারা তোদের কারণে অকারণে বেঁধে এনে চাবুক মারে, তোদের মেয়েদের দেখে শিস্ দেয়, তাদের মাথাগুলো ভেঙ্গে দিতে পারিস না ? (বাঁধন খুলিয়া দিলেন)

দেবদত্ত। মীনকেতু!

ভবানন্দ। এসব রাজদ্রোহ আমরা সইব না।

মীনকেতু। কে রাজা রে? রাজাটা কে? মেয়েটা যে কথা শুনলে না, নইলে তীর্থ তীর্থ ক'রে পাগল হ'য়ে ছুটে যায়? আসুক একবার, আমি তারও মাথা ভাঙ্গব, তোমাদেরও মাথা ভাঙ্গব।

দেবদত্ত। ভবানন্দ, দাঁড়িয়ে দেখছ কি? এই বৃদ্ধকে বন্দী কর, আর এই ছোটলোকটার শিরশ্ছেদ কর।

মালতীর প্রবেশ।

মালতী। খবরদার! যে এদের গায়ে হাত তুলবে, তারই একদিন কি আমারই একদিন। যাও বাবা, চ'লে যাও।

দেবদত্ত। মালতি!

মালতী। তোমার মরণ ঘনিয়েছে। মন্দিরে গিয়ে দেখ, রাজবাড়ীর বিগ্রহ নেই।

সকলে। বিগ্রহ নেই!

অর্জ্জুন। থাকবে না, থাকবে না। ও ত জানা কথা। যে ঘরে রাবণ আছে, সে ঘরে রাম থাকতে পারে না, থাকবে এমনি সব কতকগুলো রাক্ষস।

[প্রস্থান।

মীনকেতু। আমাদের মাথা নিতে চেয়েছিলে; এবার নিজের মাথা থাকে কি না দেখ।

[প্রস্থান।

দেবদত্ত। হাঁ ক'রে রইলে কেন?

ভবানন্দ। আপনি নিজেও ত হাঁ কচ্ছেন।

দেবদত্ত। দাঁড়িয়ে তর্ক কর্‌বে, না চোরের সন্ধান কর্‌বে? রাণী ফিরে এলে যে কাঁধে মাথা থাকবে না।

ভবানন্দ। কিচ্ছু ভাববেন না আপনি। আমার দৃষ্টি এড়িয়ে রামচোর দু'দিনও লুকিয়ে থাকতে পারবে না। মহারাণী ফেরবার আগেই ঠাকুর আবার তার জায়গায় ফিরে আসবেন।

[প্রস্থান।

মালতী। এর পরেও কি তুমি এখানে থাকতে চাও?

দেবদত্ত। সেইরূপই ইচ্ছা।

মালতী। বুঝতে পাচ্ছ না, দেবতা তোমার উপর রুষ্ট হয়েছেন?

দেবদত্ত। দেবতাকে ঘরের ভাত বেশী ক'রে খেতে বল।

মালতী। দিদি এসে যখন দেখবেন, তাঁর বিগ্রহ ঘর ছেড়ে চ'লে গেছে, তখন যে তিনি বুক কেটে ম'রে যাবেন।

দেবদত্ত। ম'রে যায়, ঘটা ক'রে শ্রাদ্ধ করব। বোনের জন্য ভাই আর কি করতে পারে? তাই ব'লে ননদের শোকে তুমি যেন আগে থেকে বুক ফেটে ম'রো না প্রিয়ে। কারণ এ জিনিষ হারালে আর মিলবে না। তবে তোমার ভয় নেই। কুকুর হারাতে পারে, কিন্তু ঠাকুর হারায় না।

[প্রস্থান।

মালতী। আচ্ছা, দেখি কতদূর তুমি উঠতে পার। তুমি যেমন বুনো ওল, আমিও তেমনি বাঘা তেঁতুল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বাদামতলা

কাঁধে বোঁচকা ও খুরপাই লইয়া রুইদাসের প্রবেশ।
তাহার হাতে ছোট একটি ছবি।

রুইদাস। এ কি করলে ঠাকুর ছিলুম একা, মনের আনন্দে জুতো সেলাই কর্‌তুম আর তোমার নাম কর্‌তুম। আজ আবার একটা বউ জুটিয়ে দিলে ঠাকুর? এ ত আমি চাই নি, তবে কেন আমার সাধনার পথে এমনি ক'রে কাঁটা ছড়িয়ে দিলে?

দেবী নিঃশব্দে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল।

রুইদাস। বুঝেছি নিষ্ঠুর, ছোটলোকের ডাক তোমার ভাল লাগছে না। কত ডেকেছি, কত কেঁদেছি, তবু তুমি দেখা দিলে না। আমি ডাকলে পাছে তোমার জাত যায়, তাই আমায় ডাক ভুলিয়ে দিতে চাও? দেখা দেবে না, ডাকতেও দেবে না? তবে কি হবে এ জীবন রেখে? আমি এই খুরপাইয়ে মাথা খুঁড়ে মর্‌ব।

(খুরপাইয়ে মাথা খুঁড়িবার উপক্রম)

দেবী। (রুইদাসকে ধরিল) আর ত তুমি মর্‌তে পার না। তোমার প্রাণটা ত এখন আর একা তোমার নয়, আমারও।

রুইদাস। আমার প্রাণ তোমারও?

দেবী। হ্যাঁ গো; শোন নি স্ত্রী'কে বলে অর্দ্ধাঙ্গিনী?

রুইদাস। কি আংগিনি বল্‌লে?

দেবী। অর্দ্ধাঙ্গিনী।

রুইদাস। তা—অর্থটা কি হ'ল ?

দেবী। তাও জান না চুলোর ছাই ? স্ত্রী হ'চ্ছে আধখানা, আর স্বামী আধখানা। এই দুই আধখানা নিয়ে একটা পুরো মানুষ।

রুইদাস। আমি কি তাহ'লে এতদিন আধখানা ছিলুম ?

দেবী। তাইত তোমার ডাকে তোমার প্রেমের ঠাকুর রঘুনাথ সাড়া দেয় নি। আর তুমি মনে করেছ—সে বড় নিষ্ঠুর, এ জন্মেও আর আসবে না। তাই তুমি জলে ডুবতে গেছ, আগুনে ঝাঁপ দিতে চেয়েছ, খুরপাইয়ে মাথা ঠুকেছ।

রুইদাস। তু—তুমি দেখেছ ?

দেবী। আমি দেখেছি, আর একজনও দেখে দেখে কত কেঁদেছে।

রুইদাস। কে ?

দেবী। তোমার রঘুনাথ।

রুইদাস। এ তুমি ঠিক বলছ ? রঘুনাথ কেঁদেছে আমার জন্যে ? এই তুচ্ছ ছোটলোকের প্রাণটার জন্যে তাঁর চোখে জল ঝরেছে ? না না, তাহ'লে আমি আর জলে ডুববো না, আর আগুনে ঝাঁপ দেব না। কিন্তু তুমি এ কি করলে দেবি ?

দেবী। কি করলুম ?

রুইদাস। শেষকালে তুমি আমার গলায় মালা দিলে ?

দেবী। বড় বেমানান হয়েছে, না গো ? আর সে কথা ব'লে লাভ কি ? যে ঢিল ছুঁড়ে দিয়েছি, আর তা ফিরবে না।

রুইদাস। তুমি ত শুনেছি লেখাপড়া শিখেছ। আমি যে লেখাপড়া জানি না।

দেবী। জুতো সেলাই করতে ত লেখাপড়া লাগে না।

রুইদাস। আমার যে কিছুই নেই দেবি।

দেবী। কেন, তোমাব রঘুনাথ আছেন।

রুইদাস। টাকাকড়ি নেই যে।

দেবী। টাকাকড়ি যদি আমি চাইতুম, তাহ'লে ত ভজার ঘরেই যেতুম।

রুইদাস। কেন গেলে না? তার অনেক আছে, তোমাকে গহনা দিয়ে সে ভরিয়ে দিত। কত খেতে, কত পরতে। আমার কি আছে দেবি? দিনে দু জোড়া জুতো সেলাই করি। এক জোড়া বেচে ঠাকুরের ভোগের জন্যে দিয়ে আসি, আর এক জোড়া বেচে একটা পেট কোন রকমে চ'লে যায়। তোমাকে খাওয়াব কি দেবি?

দেবী। আমাকে তোমার খাওয়াতে হবে না। আমিও জুতো সেলাই করতে জানি। তুমি দু জোড়া জুতো বানাও, আমি চার জোড়া বানাব। আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে দুজনে মিলে রঘুনাথকে ডাকব।

রুইদাস। তুমি ডাকবে? সত্যি বলছ, তুমি ডাকবে?

দেবী। ডাকব ব'লেই ত তোমার ঘরে এলুম। কতদিন তোমাকে খুরপাইয়ে মাথা ঠুকতে দেখেছি। সাত বছর ধ'রে তুমি এই বাদাম-তলায় রোদবৃষ্টি মাথায় ক'রে জুতো সেলাই ক'চ্ছ। কতলোক তোমায় ঠকিয়ে গেছে, কিন্তু তুমি কাউকে ঠকাও নি; তোমারি তৈরী জুতো দিয়ে কতজনে তোমায় জুতোপেটা করেছে, তবু তুমি মাথা তোল নি। এত দুঃখ পেয়েও তুমি তোমার ইষ্টদেবকে ভোল নি। তবু কেন তুমি তার দেখা পেলে না জানি না। বোধহয় তোমার একার ডাকে হবে না। এস, দু'জনে মিলে ডাকি, দেখি সে কেমন বাপের ব্যাটা।

রুইদাস। আসবে? রঘুনাথ আসবে?

দেবী। নিশ্চয়ই আসবে।

রুইদাস। দেবি, তোমার মুখে এ কিসের আলো? তোমাকে দেখে কেন মনটা আশায় ভ'রে উঠছে? মনে হ'চ্ছে আমার ঠাকুর আর বেশী দূরে নেই। জয় রঘুনাথ! জয় রঘুনাথ!

দেবী।—

গীত।

নীল নবীন জলদকান্তি রাঘব গুণধাম,
হে সীতাপতি, অগতির গতি, জনগণ-অভিরাম।
প্রেমপারাবার করুণাপাথার, গাহিছে ধরণী জয়,
আরো দুঃখ দাও, কিছু নাহি চাই, কর মোরে তোমাময়;
মূরতি তোমার ব্যাপ্ত নিখিলে,
শশিতারকায় জলদে সলিলে,
দাও ত্রিনয়ন দেখিতে দয়াল, রামময় ধরাধাম।

[প্রস্থান।

রুইদাস। জয় রঘুনাথ, জয় রঘুনাথ। একি! প্রাণের মধ্যে যেন আনন্দের জোয়ার ব'য়ে যাচ্ছে! এত বাঁশী বাজাচ্ছে কে? আকাশ বাতাস গাছপালা সবাই যেন এক সুরে গান ধরেছে, জয় রঘুনাথ, জয় রঘুনাথ!

দাশরথির প্রবেশ।

দাশরথি। মুচি ভাই,—

রুইদাস। কে তুমি? এত কালো, তবু এত সুন্দর! তুমি কে?

দাশরথি। আমি দাশু; ভাল নাম দাশরথি ধনুকধারী। আমার জুতোটা একটু সেলাই ক'রে দেবে ভাই? ছুটে আসতে আসতে ছিঁড়ে গেছে। এই নাও, বেশী নয়, এক্ষুনি হ'য়ে যাবে।

রুইদাস। দাও। হ্যাঁ ভাই দাও, তোমার জুতোয় এ কিসের গন্ধ?

দাশরথি। কাঁচা চামড়া কি না, চামসে গন্ধ লেগে আছে।

রুইদাস। চামসে গন্ধ নয়। কেমন যেন একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ।

দাশরথি। শুঁকছ কেন? জুতো আবার কেউ শোঁকে?

রুইদাস। শুঁকে ত সাধ মিটছে না। আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে জুতোটা বুকে ক'রে রাখি।

দাশরথি। এই জন্যেই সবাই তোমাকে পাগল বলে।

রুইদাস। তুমি আমাকে চেন?

দাশরথি। কেন চিনব না? তোমার ছেলেবেলা থেকে আমি তোমায় দেখে আসছি।

রুইদাস। সে কি! তোমার বয়স কত?

দাশরথি। তা বিশ পঞ্চাশ হবে।

রুইদাস। পাগল তাহ'লে আমি একা নই; তুমি দেখছি আমার চেয়েও পাগল। কার ছেলে তুমি?

দাশরথি। আমার বাবার নাম অযোধ্যানাথ ধনুকধারী।

রুইদাস। তুমি ত মনে হ'চ্ছে ভদ্রলোকের ছেলে। লেখাপড়া শিখেছ? আচ্ছা ভাই দাশু, তুমি বল ত ভাই, বউ যা বল্‌লে, সে কি সত্যি? আমার মত ছোটলোককে রঘুনাথ কি সত্যি দেখা দেবে?

দাশরথি। কেন দেবে না? ঠাকুর যে সবারই ঠাকুর। তার কাছে ছোটলোক ভদ্রলোক নেই। গুহক চণ্ডালের নাম শোন নি? সে ছিল তোমার রঘুনাথের বন্ধু। তাকে রঘুনাথ কোল দিয়েছিল।

রুইদাস। চণ্ডাল বন্ধু! এই কথা পুঁথিতে লিখেছে? তুমি পড়েছ?

দাশরথি। শুধু পড়েছি? আমি নিজের চোখে দেখেছি।

রুইদাস। হেঃ-হেঃ-হেঃ!

দাশরথি। শাস্ত্রের কথা শোন নি ?

"মু চ হ'য়ে শুচি হয় যদি রাম ভজে,
শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি রামে ত্যজে।"

রুইদাস। ব্যস্, ব্যস্! তবে আমিই বা তাকে পাব না কেন? শুঁইরাম চণ্ডাল যখন তার বন্ধু—

দাশরথি। শুঁইরাম নয়, গুহক চণ্ডাল।

রুইদাস। হ'য়ে গেল, আজ সব পরিষ্কার হ'য়ে গেল। (আনন্দে নাচিয়া উঠিল) এ্যাদ্দিন ত একথা কেউ বলে নি,—"মুচি হ'য়ে—" কি হয় বল্‌লে ?

দাশরথি। "মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি রাম ভজে—"

রুইদাস। ব্যস্, ব্যস্! আর আমি কাকে ভয় করি? শুঁইরাম যখন তাকে পেয়েছে, তখন আমিও তাকে পেয়ে গেছি। (দাশরথিকে জড়াইয়া ধরিল)

দাশরথি। তা ব'লে আমাকে জড়িয়ে ধর্‌ছ কেন ?

রুইদাস। ভুল হ'য়ে গেছে ভাই। মাথাটা কেমন গোলমাল হ'য়ে গেল! তাইত, তোমাকে ছুঁয়ে ফেল্‌লুম! কাউকে ব'লো না ভাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। (দাশরথির পায়ে মাথা রাখিল)

দাশরথি।—

গীত।

ও ভাই, করিস্ না তুই ভয়,
সহিষ্ণুতার অসি দিয়ে দুঃখে করিস্ জয়।
দুঃখহরণ নেই আকাশে,
আছে সে তোর কাছে কাছে,
শীতের বাঁধন শেষ হ'ল ভাই, বসন্ত আর দূরে নয়।

যার তরে তুই পাগলপারা,
সেও যে ভাই কেঁদে সারা,
কর্ম্মভোগ শেষ হ'লে ভাই, দেখবি জগৎ রামময়।

রুইদাস। এই নাও জুতো।

দাশরথি। কড়ি ত নেই ভাই। কড়ির বদলে এই পুতুলটি নাও। আমি চল্লুম, আবার আসব। মনে থাকে যেন, মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি রাম ভজে।

[প্রস্থান।

রুইদাস। কে গো তুমি? তুমিই কি আমার ছবির ঠাকুর? (ছবি মিলাইয়া দেখিল) ঠিক ঠিক, অবিকল মিলে যাচ্ছে। হ্যাঁ গা, তুমি কি পাথরের পুতুল না জ্যান্ত ঠাকুর? কোথায় ছিলে এতদিন? আমি যে কত তোমায় ডেকেছি, একবারও ত আস নি। কত রাত জেগে তোমার এ মুর্ত্তি আমি ধ্যান করেছি ঠাকুর। নিজের গুণে এসেছ যদি, আর যেন চ'লে যেও না। (বুকে চাপিয়া ধরিল)

ঘনশ্যামের প্রবেশ।

ঘনশ্যাম। কই রে রুইদাস, আমার প্রণামী কই? (বোঁচকার মধ্যে পুতুল রাখিয়া দিল, ছবি রাখিল বুকের মধ্যে)

রুইদাস। প্রণামী!

ঘনশ্যাম। চোখ ছানাবড়া করলি যে! ছোটলোকদের বিয়ে হ'লে রাজপুরোহিতকে প্রণামী দিতে হয়, জানিস নে?

রুইদাস। কই, শুনি নি ত।

ঘনশ্যাম। না শুনে থাকিস, এইবার শোন্। নে, টাকা বার কর্।

রুইদাস। টাকা কোথায় পাব দেবতা?

ঘনশ্যাম। কোথায় পাবি, তা আমি কি জানি? আমরা সব ঠিক ক'রে দিলুম ভজার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে হবে। তুই ব্যাটা উল্লুক মাঝখান থেকে মেয়েটাকে ছোঁ মেরে নিলি কি ব'লে?

রুইদাস। আমি চাই নি দেবতা। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, অর্জ্জুন আমায় ধ'রে নিয়ে গেল। কি সব বল্লে, আমি বুঝতে পারলুম না। আর তার বোন—দেবী ছুটে এসে আমার গলায় মালা পরিয়ে দিলে।

ঘনশ্যাম। সে মালা পরিয়ে দিলে, আর তুই হারামজাদা অমনি আহ্লাদে গ'লে গেলি! আবার নাম রাখা হয়েছে 'দেবী।' ছোট-লোকের বড্ড বাড় বেড়েছে। দে শুয়ার, টাকা দে। প্রণামী দশ টাকা, আর তার দক্ষিণা দু টাকা; এই হল গিয়ে পনর টাকা। তার উপর অর্ঘ্য এক টাকা, এই আঠার টাকা এক্ষুনি ফেল্ বল্‌ছি।

রুইদাস। এত টাকা আমি কখনও একসঙ্গে দেখি নি দেবতা। আমি বরং এক জোড়া জুতো পান খেতে দিচ্ছি।

ঘনশ্যাম। পান খেতে জুতো! দেবতা ব্রাহ্মণের সঙ্গে ইয়াবকি! ছোটলোক, চামার,— (খড়ম দ্বারা আঘাত করিল)

রুইদাস। অলেহ্য কথা যদি ব'লে থাকি, পায়ে ধ'রে মাপ চাইছি। (পদ ধারণ)

ঘনশ্যাম। আবার ছুঁয়ে দিলি ব্যাটা চামার? তোর দফা আজ রফা করব। (প্রহার)

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। কি হ'ল ঠাকুর মশায়, কি হ'ল?

ঘনশ্যাম। মার ভবানন্দ, আমি আর পাচ্ছি নে। তুমি ব্যাটাকে নিদ্দম মার।

ভবানন্দ। কি করেছে ?

ঘনশ্যাম। না করেছে কি ? কথার মধ্যে বলেছি,—বিয়ে কর্‌লি, তা বামুনকে অর্ঘ্য দিলি নে ? অমনি ব্যাটা লাফিয়ে উঠে কি বল্‌লে জান ?

ভবানন্দ। কি বল্‌লে ?

ঘনশ্যাম। ব্যাটা বলে, জুতো দিচ্ছি, পান খেয়ো।

ভবানন্দ। কি, গো-ব্রাহ্মণের সঙ্গে মস্করা !

ঘনশ্যাম। তুমিই বা কি ছাই বল্‌লে ?

রুইদাস। দোহাই দেবতা ; লেখাপড়া জানি নে, কি বল্‌তে কি বলেছি। মাপ করুন।

ঘনশ্যাম। কখ্‌খনো মাপ কর্‌ব না। তোর জুতো নিয়ে তুই উচ্ছন্ন যা। (লাথি মারিয়া বোচকার জিনিষ ছড়াইয়া দিল ; বিগ্রহ বাহির হইয়া পড়িল) একি !

ভবানন্দ। রাজবাড়ীর বিগ্রহ ! বিগ্রহ তাহ'লে তুই চুরি করেছিস্‌ ?

রুইদাস। না কোটাল মশাই, না।

ভবানন্দ। না ? এ বিগ্রহ তবে তোর ?

রুইদাস। আমার নয় কোটাল মশাই। দাশু আমায় দিয়ে গেল।

ঘনশ্যাম। দাশুটা কে ?

রুইদাস। সে একটি ছেলে,—মেঘের মত তার রং, মুক্তোর মত দাঁত, ছোট ছোট দুখানি পা, দেখ্‌লে মনে হয় জন্ম জন্ম বুকে ক'রে রাখি।

ভবানন্দ। আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছ শূয়ার ? ঠাকুরের গহনা কই ?

রুইদাস। গয়না দেখি নি।

ভবানন্দ। এইবার দেখ্‌বি। চল্‌ রাজবাড়ী, আজ তোর বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব।

রুইদাস। গাল দিচ্ছেন কেন কোটাল মশাই? মাইরি বল্‌ছি, চুরি আমি করি নি। কত রাত জেগে জেগে এই মূর্ত্তিই আমি ধ্যান করেছি।

ভবানন্দ। তাইত বিগ্রহ আপনি তোর কাছে হেঁটে এসেছে। ব্যাটা মিথ্যাবাদি, চোর,— (পদাঘাত)

রুইদাস। হা রঘুনাথ, শেষকালে আমায় চোর ব'লে ধরিয়ে দিলে? মার, আরও মার। বিয়ে ক'রে বোধহয় তাঁর কাছে দোষ করেছি, তারই এই শাস্তি।

ঘনশ্যাম। বাঁধো ব্যাটাকে; মারতে মারতে নিয়ে চল। একে চুরি, তার উপর ছেঁড়া জুতোর মধ্যে বিগ্রহ ঢেকে রাখা!

ভবানন্দ। (রুইদাসকে শৃঙ্খলিত করিল) চল্‌ ব্যাটা, আজ তোর গর্দ্দান নেব, তবে আমার নাম ভবানন্দ।

রুইদাস। রঘুনাথ, এ কি তোমার পরীক্ষা! দয়াল ঠাকুর, আমি চোর? আমি চোর? উঃ, রঘুনাথ,—

[ভবানন্দ রুইদাসকে লইয়া চ'লিয়া গেল।

ঘনশ্যাম। ওঠ ঠাকুর, ওঠ। কি রকম দেবতা তুমি ঠাকুর? আমি তোমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছি, আর একটা চামার তোমায় চুরি ক'রে নিয়ে এল? ধিক্‌ তোমাকে। (বিগ্রহ তু'লিয়া লইল) একি! এ বিগ্রহ না এক দুরন্ত পাখী, কেবলি উড়ে যেতে চাইছে। এই চুপ্‌, চুপ্‌, খবরদার।

গীতকণ্ঠে উদাসীর প্রবেশ।

উদাসী।— **গীত।**

সবার হাতে সব কি মানায়, ভাবলে হবে কি?
সকল জীবের পেটে কি সয়, খাঁটি গাওয়া ঘি?

সারাজীবন চিনলি টাকা,
মাথাটা তোর গোবর মাখা,
কুকুর নিয়ে খেল গে বোকা, ঠাকুর নিয়ে মসিস্ নি।

ঘনশ্যাম। কে তুই?

উদাসী। আমি রুইদাসের ভাই কাৎলা দাস।

[বিগ্রহ কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান।

ঘনশ্যাম। এই—এই, যাঃ, চোরের উপর বাটপাড়ি ক'রে নিয়ে গেল! এখন আমি কার মাথা খাই, কাকে খড়মপেটা করি? ব্যাটা ভেল্কীবাজ, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

রামানন্দের প্রবেশ।

রামানন্দ। এই, শোন, তাকে দেখেছ?

ঘনশ্যাম। কেন দেখ্‌ব না? রোজ তিন বেলা দেখছি।

রামানন্দ। কোথায় সে? বল ব্রাহ্মণ, কোথায় আমার সে হারা-নিধি? আজ ত্রিশ বছর সে আমাকে ছেড়ে চ'লে এসেছে। শুধু পাথরের পুতুল একটা প'ড়ে আছে। ডাকলে আর সাড়া দেয় না, ভোগ দিলে আর মুখে তোলে না। বল, বল, কোথায় সে?

ঘনশ্যাম। বেঁধে-ছেঁদে রাজবাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখ গে যাও।

রামানন্দ। বেধেছ, ব্যাটাকে বেঁধেছ? বেশ করেছ। ও বড় খেলোয়াড়; এই আছে, এই নেই। এ-ই পাশে ব'সে গান গাইছে, একটু পরেই দেখবে মেঘের কোলে ব'সে মুখ বাড়িয়ে হাস্‌ছে। আমিও বেঁধেছিলুম—জানলে? —খুব শক্ত ডোরে বেঁধেছিলুম। হঠাৎ একদিন মাথাটা বিগড়ে গেল—শুধু শুধু একটা ছেলেকে শাপ দিয়ে ফেল্‌লুম। সে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ম'রে গেল। শ্মশান থেকে ফিরে এসে দেখি, ঠাকুরের বুক ফেটে দুখানা হ'য়ে গেছে।

ঘনশ্যাম। আর সেই ফাটা পথ দিয়ে আসল ঠাকুর বেরিয়ে চ'লে গেছে। তোমার মাথা দিয়ে যে ভাবে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, হঠাৎ এক সময় ফটাস্ ক'রে ফেটে না যায়।

রামানন্দ। রামদাসকে চেন ?

ঘনশ্যাম। খুব চিনি, রামের দাস ত ? তাকে না চেনে কে ?

রামানন্দ। কোথায় তার ঘর ?

ঘনশ্যাম। গাছে গাছেই তার ঘর।

রামানন্দ। এতদিনে বোধহয় তার ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। আমি তাকে বলেছিলুম ত্রিশ বছর পূর্ণ হ'লে রঘুনাথকে সে পাবে। রামদাসেব কাছে কাছেই সে আছে। বল, কোথায় রামদাস, কোথায় রামদাস ?

ঘনশ্যাম। বল্‌লুম ত, এক ছড়া কলা নিয়ে গিয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাক, একটা ছেড়ে দুশো রামদাস নেমে আস্‌বে।

রামানন্দ। বল ঠাকুর, সত্যি ক'রে বল। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। (পদধারণ)

ঘনশ্যাম। যাঃ-যাঃ পাগলা, পাগলের সঙ্গে মশকরা করার সময় আমার নেই।

[প্রস্থান।

রামানন্দ। সত্যই কি আমি পাগল হ'য়েছি ঠাকুর ? না না, আমি পাগল হব না ; পাগল হ'লে তোমাকে যে চিনতে পার্‌ব না। কোথায় তুমি ঠাকুব, কোথায় তুমি ?

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ গৃহ।

কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। সদ্‌গুরুর অন্বেষণে প্রয়াগ গয়া হরিদ্বার মথুরা কত তীর্থ ঘুরলুম, কোথাও সদ্‌গুরুর সন্ধান পেলুম না। কেউ চোর, কেউ লোভী, কেউ চরিত্রহীন। এতদিনে কি কূল পেলুম ঠাকুর? আর তীর্থে তীর্থে ছুটতে পারি না। এ ছোটাছুটির অবসান কর ঠাকুর।

দাশরথির প্রবেশ।

দাশরথি। ভাল আছ রাণী-মাসি?

কালিন্দী। কে তুমি আমায় রাণীমাসি ব'লে ডাক্‌ছ?

দাশরথি। চিনতেই পারলে না? আমি যে তোমার ভিটে বাড়ীর প্রজা গো। আমাকে না খাইয়ে তুমি ত জলগ্রহণ কর্‌তে না।

কালিন্দী। আমার ত মনে পড়ছে না বাবা। কার ছেলে তুমি?

দাশরথি। আমার বাপ ছিল অযোধ্যানাথ ধনুকধারী।

কালিন্দী। কে অযোধ্যানাথ? কিছুই ত মনে নেই। তোমার নাম কি বাবা?

দাশরথি। আমার নাম দাশু।

কালিন্দী। কোন্ দাশু ?

দাশরথি। (ভ্যাঙাইয়া) কোন্ দাশু ? বিখ্যাত ধনুকধারী দাশরথিকে তুমি চেন না ? আগে ত চিন্‌তে। উঠতে বস্‌তে খেতে শুতে এই দাশরথি ধনুকধারীকে না হ'লে তোমার চল্‌ত না। তীর্থে তীর্থে ঘুরে খুব উন্নতি হয়েছে ত ? চল, বাড়ী চল।

কালিন্দী। বাড়ী যাব ! কার বাড়ী ? কিসের বাড়ী ? কি আছে সেখানে ?

দাশরথি। সবই আছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না মাসি। ঠাকুর বনে নেই, ঠাকুর আছে মনে।

কালিন্দী। কই, মনেব মধ্যে ত তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। কত উপবাস কর্‌লুম, কত তীর্থে পূজো দিলুম, কত বৈষ্ণব সেবা কর্‌লুম, তবু ত তাঁর দয়া হ'ল না। পণ্ডিতেরা বল্‌লেন, সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা না নিলে তাঁর দেখা মিলবে না। হরিদ্বারে এক জগদ্‌বরেণ্য সাধুর শরণ নিলুম। সঙ্গে যা ছিল, চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে গেল। গয়াধামে এক পরম বৈষ্ণবের আশ্রয় নিলুম, সে আমার রূপ দেখে ভুলে গেল। মথুরায় এক প্রেমাবতার গোস্বামীর কছে দীক্ষা নিতে গেলুম,—পরে দেখা গেল সে এক পলাতক বন্দী।

দাশরথি। তাই বুঝি শেষকালে এই বাবাজিকে ধরেছ মাসি ? বেশ করেছ। চমৎকার বাবাজি। এমন বাবাজি হয় না।

কালিন্দী। এতদিনে ঠাকুর সদ্‌গুরু মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে মন্ত্র তিনি দেবেন, তা জপ করলে তিনদিনে ঠাকুর দর্শন দেবেন।

দাশরথি। তিনদিন লাগবে না মাসি, একদিনেই ঠাকুর বাপ্ বাপ্ ব'লে এসে গড়িয়ে পড়বে। এ বাবাজিকে আমি চিনি। অনেক

লোককে উনি ঠাকুরদর্শন করিয়েছেন,—যদিও নিজে তার ছায়াও দেখেন নি।

কালিন্দী। কি বল্‌ছ তুমি বালক ?

দাশরথি। আরে দূর বেটি ভেমো গয়লানি। গুরু তোর ঘরের পাশে ব'সে আছে, আর তুই দড়ি হাতে গুরু খুঁজতে এলি এই বৃন্দাবনে! তোর হ'য়ে গেল।

কালিন্দী। বালক!

দাশরথি।—　　　　　**গীত।**

(তোর) আশার গাছে ধর্‌বে না ফল, যতই ঢালিস জল,
ওমা, সকলি নিষ্ফল!
দেবতা ত নয় বনে মাগো, দেবতা থাকে মনে,
কেন মা তুই ঘুরে মরিস্ গয়ায় বৃন্দাবনে ?
কাছেই ছিল, খুঁজিস্ যারে,
দেখলি না মা অহঙ্কারে,
দেখ্‌গে যা তুই আপন ঘরে ফুটে আছ নীলকমল।

[প্রস্থান।

কালিন্দী। কার ছেলে কি ব'লে গেল কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। কে অযোধ্যানাথ, মনে ত পড়্‌ছে না। বল্‌লে—ঘরে নীলকমল ফুটে আছে। এরই বা অর্থ কি ? নাঃ, আর ভাবতে পারি না, যা হয় হ'ক ; দীক্ষা না নিয়ে আর আমি ঘরে যাব না। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য! কেবলি মনে হ'চ্ছে, ঘর থেকে আমার ঠাকুর আমায় ডাকছেন। ওই আবার পাখীরা যেন তাঁরই ডাক বহন ক'রে এনেছে, বাতাস যেন তাঁরই বার্ত্তা নিয়ে এসেছে। তুমিই ত আমায় ঘরছাড়া করেছ ঠাকুর, আবার ঘরে টান্‌ছ কেন ?

গীতকণ্ঠে মুকুন্দ ও সাধুবেশী চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

মুকুন্দ।— **গীত।**

দীনের বন্ধু করুণাসিন্ধু,
জানকী-জীবন রাম,
দশানন-শাসন রিপুদল-নাশন
নবদূর্ব্বাদল শ্যাম।
ভকতিবিহীন আমি হে রঘুকুলস্বামি,
ভবনদে দেহ পদ-তরণী,
দুরিত-দুঃখ-ভরা তপ্ত এ বসুন্ধরা,
দুর্য্যোগে তুমি শুধু শরণি।
ডাকিতে শকতি নাই, নিজগুণে দাও ঠাঁই,
পতিত-পাবন তব নাম,
আমি অন্ত্যজন বলে ফিরায়ে দিও না ছলে,
তুমি যে দয়াল গুণধাম।

চন্দ্রসেন। যাও বৎস, সাবধানে দ্বার রক্ষা কর। দেখো, যেন কেউ ঐ পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ না করে।

মুকুন্দ। কার যেন নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছি প্রভু। কে যেন আড়ালে ওৎ পেতে ব'সে আছে।

চন্দ্রসেন। ও তোমার মনের ভ্রম।

মুকুন্দ। তাই হবে। মোদ্দা, আপনি একটু সাবধানে দীক্ষা দেবেন।
[প্রস্থান।

চন্দ্রসেন। হে রঘুনাথ, হে জানকীবল্লভ, তুমিই সার, আর সবই মিথ্যা!

নেপথ্যে দাশরথি। যা বলেছ।

চন্দ্রসেন। কে কথা বল্‌লে? এখানে কি কেউ এসেছিল?

কালিন্দী। এসেছিল একটি পাগল ছেলে।

চন্দ্রসেন। কথা ভাল নয়, কথা ভাল নয়, এ সব মন্ত্রতন্ত্রের কাজ অতি সঙ্গোপনে সন্তর্পণে সম্পাদন করতে হয়। বুঝলে মা কালিন্দি? যে মন্ত্র তোমায় সম্প্রদান করব, তার তেজে রঘুকুলগৌরব জানকীজীবন শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সশরীরে তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হবে। কিন্তু মন্ত্র যদি আর কারও কর্ণে প্রবেশ করে, তাহ'লেই এর ক্রিয়া পরিপূর্ণ ভাবে প্রনষ্ট হ'য়ে যাবে। অতএব খুব সাবধানে তোমাকে আমি দীক্ষা প্রদান করবার জন্য এই নির্জ্জন মন্দিরে [illegible]য়ন করেছি।

কালিন্দী। এ কার মন্দি[illegible] সাধু

চন্দ্রসেন। সব শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের। এই মন্দিরে সাধনা ক'রেই আমি সিদ্ধিলাভ করেছি মা। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে যাবার পথে এই মন্দিরে একদিন অবস্থান করেছিলেন। তারপর থেকে এখানে যে-কেউ সাধনা করেছে, সেই সিদ্ধিলাভ করেছে। আজ তোমার পালা। দু'হাজার আর তিন হাজার।

কালিন্দী। সে আবার কি?

চন্দ্রসেন। ও তুমি বুঝবে না মা, ও তুমি বুঝবে না। এ সব ভীষণ ভয়ঙ্কর জটিল গুহ্য তত্ত্ব।

কালিন্দী। কেন আমার মনের সংশয় দূর হ'চ্ছে না? আকাশ বাতাস পশু পাখী কেন আমায় ঘরে ফিরে যেতে ডাকছে?

চন্দ্রসেন। ডাকবে ডাকবে। সিদ্ধিলাভের দিন যত এগিয়ে আসবে, ততই ঘর পেছন থেকে ডাকবে। দুই আর তিনে পাঁচ।

কালিন্দী। পাঁচ কি?

চন্দ্রসেন। পাঁচবার ভয় দেখাবে, তারপর সব ঠাণ্ডা। জান মা কালিন্দি? আমার সিদ্ধি লাভের দিন আমি স্পষ্ট দেখলুম, আমার

বাড়ী নিজে আমার সামনে চ'লে এসেছে। দুইয়ে তিনে পাঁচ, আঙুল ফুলে কলাগাছ। ওসব কুভাবনা মনের কোণেও স্থান দিও না। তাহ'লেই সর্ব্বনাশ।

কালিন্দী। বলুন সাধু, সত্যিই কি আমি রঘুনাথকে পাব?

চন্দ্রসেন। তিন দিনের মধ্যেই পাবে। দেখ না কি করি আমি।

নেপথ্যে দাশরথি। সাধু, সাবধান।

চন্দ্রসেন। ছেলেটা এখনো যায় নি। আচ্ছা, ব'সো। দীক্ষাটা আগে হ'য়ে যাক। নাও মা, এই ফুল নাও। পেছন ফিরে নতজানু হ'য়ে ব'সো; আমি কানে মন্ত্র দান ক'চ্ছি।

কালিন্দী। মনের চাঞ্চল্য দূর কর ঠাকুর। অভাগিনীকে দয়া কর। (নতজানু হইয়া পিছন ফিরিয়া বসিল)

চন্দ্রসেন। ওঁ রামায় নমঃ।

কালিন্দী। ওঁ রামায় নমঃ।

চন্দ্রসেন। ওঁ রামায় নমঃ। (ছুরি বাহির করিল)

কালিন্দী। ওঁ রামায় নমঃ।

চন্দ্রসেন। ওঁ—(কালিন্দীর পৃষ্ঠে ছুরি মারার উপক্রম)

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। রামায় নমঃ। (চন্দ্রসেনকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া ফেলিয়া দিল এবং পিঠে চাপিয়া বসিল)

চন্দ্রসেন। আঃ—এই, এই,—

কালিন্দী। এ কি! কে তুমি পাষণ্ড? কেন সাধুকে আক্রমণ করলে?

অর্জ্জুন। সাধুই বটে রাণিমা। দেখুন ত সাধুর হাতে ওটা কি?

কালিন্দী। এ কি! ছুরি!

অর্জ্জুন। ছুরি হাতে না থাকলে মন্ত্র দেবে কি ক'রে?

কালিন্দী। তাইত, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? এ কি অভাবনীয় ব্যাপার! সিদ্ধ পুরুষের হাতে মারণাস্ত্র! কেন? কেন? কাকে হত্যা করবার জন্য আপনি অস্ত্র তুলেছিলেন সাধু?

অর্জ্জুন। আপনাকে রাণিমা, আপনাকে। মুখ তোল সাধু। বল, কেন করেছিলে এ হত্যার আয়োজন?

চন্দ্রসেন। দুই আর তিনে পাঁচ। (কম্পন)

কালিন্দী। দীক্ষা দেবার নাম ক'রে তুমি আমায় হত্যা করতে চেয়েছিলে? কেন সাধু, কি করেছি আমি তোমার? আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নি। ধর্ম্মের আবরণে মনের মধ্যে এমন পশুত্ব লুকিয়ে রেখেছ? ছি-ছি-ছি, এর পরে কোন শিষ্য আর গুরুকে গুরু ব'লে ডাকবে না। কি কব্‌ব আমি তোমাকে?

অর্জ্জুন। পাখা নিয়ে আসুন, বাতাস করুন। সাধুকে কি দুর্ব্বাক্য বল্‌তে আছে? নরকে যেতে হবে যে! একে সাধু, তার উপর সিদ্ধপুরুষ, তার উপর নামটি আবাব প্রেমানন্দ পরমহংস। চল, ওঠ সিদ্ধপুরুষ, ওঠ, তোমার জন্যে চিতাব কাঠ সংগ্রহ ক'রে বেখেছি, মহাশয়ন করবে চল।

(পরচুল ধরিয়া টা'নিতেই চন্দ্রসেনের পলায়ন)

কালিন্দী। একি! সাধুর ছদ্মবেশে কে এ আমায় দীক্ষা দিতে এসেছিল? কে এই সন্ন্যাসী?

অর্জ্জুন। ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে মনে হ'চ্ছে, আপনারই কোন কর্ম্মচা'রী।

কালিন্দী। আমার কর্ম্মচারী! এ তুমি কি বল্‌ছ? আমাকে হত্যা ক'রে তার কি লাভ?

অর্জ্জুন। লাভ দুই আর তিনে পাঁচ।

কালিন্দী। তার অর্থ?

অর্জ্জুন। অর্থ—ঘুষ, দু হাজার আর তিন হাজার।

কালিন্দী। আমার মৃত্যুর পণ পাঁচ হাজার! কে দেবে এত টাকা?

অর্জ্জুন। আপনার মৃত্যুতে যার স্বার্থ, সেই দেবে রাণিমা।

কালিন্দী। কার স্বার্থ

অর্জ্জুন। আপনার ভাই দেবদত্তের।

কালিন্দী। দেবদত্তের! এ তুমি কি বল্‌ছ যুবক? সে যে আমার ভাই।

অর্জ্জুন। সে আপনার ভাই, কিন্তু আপনি তার কেউ নন। তার কাছে ভগ্নীর চেয়ে বড় আত্মীয় কাশীর সিংহাসন।

কালিন্দী। তাই বুঝি হবে। মহারাজের মৃত্যুর পর সেই আমাকে সদ্‌গুরু অন্বেষণ কর্‌তে তীর্থে পাঠিয়ে দিলে। মালতীর মত ছিল না, দেবদত্তই আমার তীর্থভ্রমণের জন্য পাগল হ'য়ে উঠলো। সে কি এই জন্য? ওঃ—এ দুঃখ যে ব'লে বোঝাবার নয়। এই ভাইয়ের জন্য আমি যে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারতুম। কিন্তু তুমি কে আমার পরম বান্ধব? কোথা থেকে আসছ তুমি? ভাই যার মৃত্যু চায়, তুমি তাকে রক্ষা কর্‌লে কেন নির্ব্বোধ?

অর্জ্জুন। নির্ব্বোধ ব'লেই রক্ষা করলুম। মহারাণি, আমরা চির-নাবালক ছোটজাত, যার নুন খাই, তার গুণও গাই। আপনি যে আমাদের পরলোকগত মহারাজের রাণী, সেই মহারাজ—যাঁর কাছে ছোট লোক ব'লে আমরা কখনও অবহেলা পাই নি, গরীব ব'লে কোনদিন পিঠ পেতে পদাঘাত নিই নি।

কালিন্দী। তুমি আমাদের প্রজা? কি নাম তোমার বাবা?

অর্জ্জুন। আমার নাম অর্জ্জুন।

কালিন্দী। অর্জ্জুনের মতই তুমি দিগ্বিজয়ী হও। কিন্তু এখানে তুমি এলে কি ক'রে ?

অর্জ্জুন। আপনার সন্ধানেই বৃন্দাবনে এসেছিলুম। রাজপথে দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম, এমন সময় একটা পাগল ছেলে আমায় পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে এই দিকে তাড়িয়ে নিয়ে এল।

কালিন্দী। কেন আমার সন্ধানে এসেছ বাবা ?

অর্জ্জুন। চলুন মহারাণি, আপনি ঘরে ফিরে চলুন। আপনার লক্ষ লক্ষ প্রজার সম্মিলিত অনুরোধ আমি বহন ক'রে এনেছি। অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীদের হাতে আমাদের বলির পশুর মত সমর্পণ ক'রে কেন আপনি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করছেন ? প্রজাপালন কি আপনার ধর্ম্ম নয় ?

কালিন্দী। কে তোমাদের নির্য্যাতন করছে অর্জ্জুন ?

অর্জ্জুন। আপনাকে হত্যা করতে যে এই মহাপুরুষকে পাঠিয়েছিল, আপনার সেই কীর্ত্তিমান ভাই। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে নগরকোটাল ভবানন্দ। মহারাণি, তিন বছর আপনি রাজধানীতে নেই; এই তিন বছরে মহামারী আর দুর্ভিক্ষে আপনার হাজার হাজার প্রজা উজোর হ'য়ে গেছে।

কালিন্দী। তুমি বলছ কি ?

অর্জ্জুন। রাজশক্তি এক দানা শস্য, এক ফোঁটা ঔষধ দিয়েও সাহায্য করে নি। এও আমরা সয়েছি। কিন্তু আমাদের ঘরের মেয়েরা আমাদেরই পুকুরঘাটে কাজ করতে পারে না, তাহ'লেই মহামাত্যের চর পেছনে দাঁড়িয়ে শিষ দেবে, এ অত্যাচার আমরা আর সইব না। হয় আপনি নিজে ফিরে গিয়ে রাজ্যরশ্মি হাতে তুলে নিন, না হয় আমাদেরই আদেশ দিন, আমরা দেখে নিই, তাদের দেহ লোহা দিয়ে গড়া না পাথর

গালিয়ে ঢালাই করা। আপনি আমাদের রাণী, ইচ্ছা হয় আপনি আমাদের মাথাগুলো কেটে নিন, কিন্তু আপনার ভাই কে ?

কালিন্দী। কেউ নয় অর্জ্জুন, কেউ নয়। চল, আমি যাব, নিজের হাতে রাজ্যভার গ্রহণ করব। আজ থেকে দেবদত্ত রাজ্যের কেউ নয়। তুমি ছুটতে ছুটতে যাও। আমি পেছনে আসছি। বিদূষক ঠাকুরকে বল, দেবদত্তকে যেন রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করে দেন। যদি সে না যায়, আমি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেব।

অর্জ্জুন। এইত মা, এইত আমাদের মা। মনের জ্বালায় দুর্ব্বাক্য বলেছি ; ক্ষমা কর মা। (নতজানু হইল)

কালিন্দী। ওঠ বাবা, দোষী তোমরা নও, আমি। আমাকেই তোমরা ক্ষমা কর।

অর্জ্জুন। ছুঁয়ে দিলে মা ? আমি যে চামারের ছেলে।

কালিন্দী। না,—আমার ছেলে।

অর্জ্জুন। তাই ভাল মা, তাই ভাল। আমরা তোমার প্রজা নই, তোমার সন্তান।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ—মন্দির-প্রাঙ্গণ।

গীতকণ্ঠে পূজারিণীগণের প্রবেশ।

পূজারিণীগণ।— গীত।

কবে খুলবে তুমি দোর?
আশায় আশায় দিন গেল যে জানকী-চিতচোর।
কোথায় ছিল তোমার ধনু, কোথায় ছিল শর,
কোন্ পথে কে করলে চুরি তোমায় রঘুবর?
কি দোষ পেয়ে গেলে চ'লে,
ভাসিয়ে সবায় নয়নজলে,
তোমাহারা দুঃখনিশি কবে হবে ভোর?

দেবদত্ত। যা-যাঃ! দিন নেই, রাত নেই, কেবল এক কথা,—রামের বিগ্রহ নেই। আমি মরছি গহনার শোকে, আর এরা ঠাকুর ঠাকুর ক'রেই অস্থির। ঠাকুর নেই ত নেই, তাতে হয়েছে কি? আমি ত আছি, আবার কাকে চাই?

১মা পূজারিণী। প্রভু, দুধের অভাব ঘোলে মেটে না।

[পূজারিণীগণের প্রস্থান।

দেবদত্ত। একটা পাথরের পুতুল, তার জন্যে সমগ্র রাজপুরীটা হাহাকার ক'চ্ছে। অথচ আমার জন্যে কারও মাথাব্যথা নেই। দাসদাসীগুলোকে ধমক দিলে আড়ালে গিয়ে হাসে, নর্ত্তকীগুলোকে ডাকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঘসে, আর ওই মীনকেতু—ব্যাটাকে যদি দক্ষিণে যেতে বলি, সে সোজা উত্তরে যাবে। আচ্ছা, আমিও দেবদত্ত। কারও দেনা আমি রাখ্‌ব না, সবার সব দেনা আমি কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করব।

ভজার প্রবেশ।

ভজা। ম-ম-মহামান্ত্য,—

দেবদত্ত। মহামান্ত্য কি রে ব্যাটা? মহামাত্য বল্।

ভজা। হ-হ-হ'য়ে গেল মহামান্ত্য।

দেবদত্ত। কি হ'য়ে গেল?

ভজা। রু-রুইদাসকে বেঁধে নিয়ে আসছে।

দেবদত্ত। কোন্ রুইদাস?

ভজা। আ-আমার কনেকে যে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমি ওর দ-দ-দফা রফা করব, তবে আমার নাম ভ-ভ-ভজহরি চর্ম্মকার। ও আমার ক-কনেকে বিয়ে করেছে, আমি ওর মা-মা—

দেবদত্ত। মাকে বিয়ে করবি?

ভজা। দুর, তা কেন? আমি ওর মা-মাথা নেব।

দেবদত্ত। যা যা, গলায় দড়ি দিগে যা। বিয়ে করতে গিয়ে মার খেয়ে ফিরে এলি, তোর লজ্জা করে না?

ভজা। ল-লজ্জা আবার কি? বি-বিয়েতে অমন হয়। এর আগে ও পাড়ার ছে-ছেলেরা এক ছো-ছোকরার সঙ্গে বিয়ে দি-দিয়ে দিয়েছিল,—

দেবদত্ত। আর এবারে কনে লাথি মেরে দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে।

ভজা। লা-লাথি মেরেছে কে বল্লে? চ চড় মারলেই লাথি মারা হ'ল?

দেবদত্ত। তোকে সে চড় মারলে, আর তুই তার মাথাটা উড়িয়ে দিতে পারলি না?

ভজা। পা—পারব কি ক'রে মশায়? ছো-ছোঁড়াগুলো চারদিক থেকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল এক ছো-ছোকরা মা-মাথায় গোবরজল ঢেলে

দিলে, আর অ-অর্জ্জুন শূয়ার এসে আমায় ঘা ঘাড় ধ'রে রাস্তায় নামিয়ে দিলে।

দেবদত্ত। বেরিয়ে যা হতভাগা তাড়িখোর। যার তার কাছে মার খেয়ে এসে আবার আমার কাছে বর্ণনা দিতে এসেছে। তারা যখন তোকে কনে দিলে না, তুই ভবানন্দকে খবর দিতে পারিস নি ?

ভজা। ভ-ভ-ভবানন্দকে খবর দিলে সেই গিয়ে তাকে বি-বিয়ে কর্‌ত, আর আমার কপালে যে কলা, সেই কলা জুট্‌ত।

দেবদত্ত। বামুনের ছেলে বিয়ে কর্‌ত তোর ওই চামারণীকে ?

ভজা। রে-রেখে দিন মশায়। তার রূ-রূপ দেখলে কত বা-বামুনের ছেলে কাৎ হ'য়ে যায়। পা-পার্‌লে আপনিই কি ছাড়েন ?

দেবদত্ত। বেরিয়ে যা অসভ্য।

ভজা। বে-বেরিয়ে ত যাব। এখন আমি ক-করব কি তাই বলুন। রু-রুইদাসকে ত বেঁধে নিয়ে আসছে কোটালের পো।

দেবদত্ত। কেন ?

ভজা। কে-কেন আবার ? আ-আমার কনেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ব'লে। আ-আপনি ত তার গর্দ্দান নিয়ে ব'সে আছেন। এ-এইবার যদি আমি তা-তাকে জোর ক'রে নিয়ে আসি, তাহ'লে কেমন হয় ?

দেবদত্ত। পারবি ? যা, নিয়ে আয়। একেবারে আমার প্রমোদ-কাননে এনে তালাবন্ধ ক'রে রাখবি। আমি কথা দিচ্ছি, সময় হ'লে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তার সঙ্গে তোর বিবাহ দেব। সে তোকে অপমান করেছে, তুই তার প্রতিশোধ নে। যা, এখনি চ'লে যা। কিন্তু তোকে যদি আবার প্রহার করে ?

ভজা। তা-তাহ'লে আমি তাকে স-সংহার করব। ছুঁ-ছুঁড়ীকে আমি

হিড় হিড় ক'রে যদি টে-টেনে নিয়ে আসতে না পারি ত আ-আমার নাম ভ-ভ-ভ—

মীনকেতুর প্রবেশ।

মীনকেতু। থাক্ থাক্, বৃথা চেষ্টা ক'রো না, মুখ চিরে যাবে।

ভজা। কেন আপনি য-য-যখন তখন আমাকে উপ—উপ—

মীনকেতু। উপকার করি? তোমার উপকার কবব না ত করব কার?

ভজা। উ-উপকার কে বল্‌লে? আপনি আমাকে উ-উপহাস করেন কি জন্যে শুনি?

মীনকেতু। কি উপহাস কবেছি তোতলারাম?

ভজা। আবার তো তোৎলারাম? বল্‌ছি আমার তো-তোৎলামি সেরে গেছে, তবু খালি তো-তো-তো—

মীনকেতু। বিয়ে কব্‌তে গিয়ে ক'বার তো-তো করেছিলে? তাই শুনেই বুঝি কনে লাথি মেরে দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে?

দেবদত্ত। কেন বাজে কথা বল্‌ছ? লাথি মারে নি, মেরেছে জুতো।

ভজা। সে যে আরও খারাপ হ'ল মশায়। আ-আপনারা শু-শুধু শুধু এমনি ক'রে আমার খো-খো—

মীনকেতু। খোষামোদ—

ভজা। খোষামোদ কে বল্‌লে? বল্‌ছি, এ-এমনি ক'রে আমার খো-খোয়ার কব্‌লে আমি এখ্‌খুনি বি-বিচ্ছিরি ব্যাপার ক'রে ফেল্‌ব।

মীনকেতু। বিশ্রী ব্যাপার ত সেখানেই ক'রে এসেছ, আবার এখানে কেন বাবা তোতলারাম?

ভজা। ফের তো-তো—

মীনকেতু। তো তো রাখ। তোমার বাপু তিয়াত্তর বছর বয়স, ওই ছুঁড়ীটাকে বিয়ে কর্‌তে গিয়েছিলে কেন ?

ভজা। যাব না ? একে আমার ঘ-ঘর খালি, তার উপর জু-জু—

দেবদত্ত। জুতো খাবার ইচ্ছে হয়েছিল।

ভজা। এ-এই কথা বল্‌লুম ? আ-আপনারা সবাই স-সমান। আমি ফে-ফের যাব ; ও বিয়ে কর্‌বে না, ওর বা-বা-বাবা বিয়ে কর্‌বে।

[প্রস্থান।

মীনকেতু। হ্যাঁ হে বাপু, এই মূর্খটাকে এমনি ক'রে ক্ষেপিয়ে তুলেছ কেন ? ও অর্জ্জুনের বোনকে বিয়ে করুক কি দুর্য্যোধনের নাতনীকে বিয়ে করুক, তাতে তোমার কি লাভ ?

দেবদত্ত। বিয়ে না করলেই বা তোমার কি লাভ ? সব কথার মধ্যে তোমার যে নাক গলাতেই হবে, এমন ত কোন লেখাপড়া নেই।

মীনকেতু। তোমার সেই বন্ধুটিকে কোথায় পাঠিয়েছ,—চন্দ্রসেন ? তাকে ত অনেক দিন দেখতে পাচ্ছি না।

দেবদত্ত। সে ম'রে গেছে।

মীনকেতু। আপদ গেছে। কিন্তু তার বউটি ত বিধবা হয় নি।

দেবদত্ত। আজকাল বউয়েরা বিধবা হওয়া পছন্দ করে না।

মীনকেতু। আসল ব্যাপারখানা কি বল ত। তোমার মুখে যে আজকাল হাসি ধরে না দেখছি। রাণীমার কোন অমঙ্গল হয় নি ত ? গুপ্তচর পাঠিয়ে তাকে বিষ খাইয়ে মার নি ত ?

দেবদত্ত। আমার বোনকে বিষ খাওয়াব আমি !

মীনকেতু। তোমার পক্ষে সবই সম্ভব।

দেবদত্ত। যা বলেছ।

মীনকেতু। তুমি যাবে কবে তাই বল।

দেবদত্ত। তুমি মর্‌বে কবে, তাই বল।

বন্দী রুইদাস সহ ভবানন্দের প্রবেশ।

রুইদাস। আর মেরো না কোটাল মশাই। সত্যি বল্‌ছি আমি চুরি করি নি।

ভবানন্দ। ফের মিথ্যে কথা ? (গলাধাক্কা)

(রুইদাস ছিটকাইয়া দেবদত্তের পায়ে পড়িল)

রুইদাস। দোহাই মহামাত্য, আমার কোন দোষ নেই। আমি চুরি করি নি।

মীনকেতু। কিসের চুরি কোটাল ?

ভবানন্দ। বিগ্রহ চুরি ঠাকুর। এই লোকটা রাজবাড়ীর বিগ্রহ চুরি করেছে।

দেবদত্ত। বল কি ভবানন্দ ? এত স্পর্দ্ধা একটা ছোটলোকের যে রাজবাড়ীর বিগ্রহ চুরি করে ?

মীনকেতু। কি নাম বাপু তোমার ?

রুইদাস। আমার নাম রুইদাস।

মীনকেতু। পাগল রুইদাস ? তুমিই বাদামতলায় ব'সে জুতো সেলাই কর আর রামনাম গান কর ?

রুইদাস। আজ্ঞে আমিই সেই।

মীনকেতু। এ তুমি করেছ কি ভবানন্দ ? এ উন্মাদ খেতে দিলে খায় না, মজুরি না দিলে চায় না, একে তুমি বেঁধে এনেছ চুরির দায়ে ? ছেড়ে দাও বল্‌ছি, ছেড়ে দাও ; নইলে মহাপ্রলয় হবে।

দেবদত্ত। হ'ক মহাপ্রলয়, তবু চোরকে আমি ক্ষমা করব না

রুইদাস। চুরি আমি করি নি মহামাত্য। দাশু আমার হাতে ঠাকুর তুলে দিয়ে পালিয়ে গেছে।

ভবানন্দ। কে তোর দাশু ?

রুইদাস। আমি তাকে চিনি না ; তার বাপের নাম অযোধ্যানাথ।

দেবদত্ত। কোথায় তার বাড়ী ? বেঁধে নিয়ে এস ভবানন্দ।

ভবানন্দ। আপনি কি পাগল হয়েছেন ? এ সব আষাঢ়ে গল্প আমি বিশ্বাস করি না। এ সব মিথ্যা।

রুইদাস। মিথ্যা কাকে বলে আমি জানি না। মিথ্যা আমি কখন বলি নি। রাজবাড়ীর ঠাকুর কে চুরি করেছে আমি জানি না। বিশ্বাস করুন মহামাত্য, আমি পথের মানুষ, পথেই থাকি ; রাজবাড়ীর খবর রাখি না। এখানে টাকার ঝন্‌ঝনানি, ক্ষমতার লড়াই, লোভের লক্ লক্ জিভ ! আমার সন্ন্যিসী রঘুনাথ এ বাড়ীর ত্রিসীমানায়ও থাকতে পারে না। তাই বুঝি সে মন্দির ছেড়ে পালিয়ে গেছে, কেউ চুরি করে নি। ওগো, তোমাদের ঠাকুর কেউ চুরি করে নি। তোমরাই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ।

ভবানন্দ। বটে রে শূয়ার ? চোরের বড় গলা !

(কশাঘাতের উদ্যোগ)

মীনকেতু। থামো। যার তার পিঠে চাবুক মারলেই হ'ল ?

দেবদত্ত। তুমি স'রে যাও ঠাকুর।

মালতীর প্রবেশ।

মালতী। তুমি দূর হ'য়ে যাও মহাপুরুষ।

দেবদত্ত। মালতি,—

মালতী। বেরিয়ে এস। মহামাত্য হবার যোগ্য তুমি নও। একটা

উন্মাদ, নিজের মজুরি যে বুঝে নিতে জানে না, সে করেছে রাজবাড়ীর বিগ্রহ চুরি! ওকে ছেড়ে দিয়ে ওই অপদার্থ কোটালটাকে বন্দী কর।

ভবানন্দ। কেন আপনি আমাকে—

মালতী। চুপ্। বিগ্রহ যদি চুরি হ'য়ে থাকে, সে আপনিই চুরি করেছেন। ঠাকুরের গায়ে বহুমূল্য অলঙ্কার ছিল, তারই লোভে আপনি তাকে সরিয়ে নিয়েছেন।

ভবানন্দ। বিগ্রহটা যে ওর হাতে পাওয়া গেছে, তা কি আপনি শুনতে পান নি?

মালতী। আপনি মিথ্যা কথা বল্‌ছেন।

রুইদাস। না না, মিথ্যা নয়। ঠাকুর আমার কাছেই ছিল। দাশু আমায় দিয়েছিল।

ভবানন্দ। দাশু দিয়েছিল, দাশু? (কশাঘাত)

মীনকেতু। আঃ—

রুইদাস। মার, আরও মার; তবু আমায় এ বাড়ী থেকে বাইরে নিয়ে চল। এখানে আমার নিঃশ্বাস আটকে আসছে। আমি যেদিকে তাকাচ্ছি, সেদিকে শুধু টাকাই দেখতে পাচ্ছি। ঐ থামগুলো সোনা দিয়ে গড়া, মানুষগুলো সোনারূপোর পাত দিয়ে মুড়ে দেওয়া,—একি নরক! আমার রঘুনাথ কই? দোর খোল ঠাকুর, দোর খোল। বাইরে যে তোমায় দেখতে পাচ্ছি না; মন্দিরেও কি তুমি নেই ঠাকুর? (অগ্রসর হইল)

ভবানন্দ। স'রে যা ব্যাটা, মন্দির স্পর্শ করিস্ নি বল্‌ছি।

রুইদাস। ঠাকুরের জাত যাবে, না? দাশু যে বলেছে, আমার রঘুনাথ গুঁইরাম চণ্ডালকে কোল দিয়েছিল। সে কি মিছে কথা বলেছে? না না, কখ্‌খনো নয়। আমি জেনেছি, তাঁতী জোলা, কেওড়া, বাগ্‌দী, ম্যাথর, চামার—সবাই একজনেরই ছিষ্টি—সবাই তাকে ডাকতে পারে,

সবাই তাকে পুজো কর্‌তে পারে, তাতে তার জাত যায় না। তোমরা আমাদের বুঝিয়েছিলে যে ছোটলোকের ভোগ সে নেয় না। দাশু বলেছে,—তোমরা মিছে কথা বলেছ, আমাদের দেওয়া ভোগও সে আদর ক'রে নেয়। আর আমি কাকে ভয় করি? দাশু বলেছে,—"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি রাম ভজে।"

মালতী। আর "শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি রাম ত্যজে।"

রুইদাস। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এ কথাও দাশু বলেছে।

মালতী। এরা পৈতেধারী বামুন হ'লেও অশুচি। এদের ছায়া তুমি মাড়িও না। স্নান কর্‌তে হবে।

রুইদাস। তাই কি হয় নাকি গো? মানুষের ছায়া মাড়িয়ে মানুষের কি চান কর্‌তে হয়? সবাই যে তার সন্তান। সন্তানকে ঘেন্না ক'রে বাপকে কি পাওয়া যায়?

মীনকেতু। শুনতে পাচ্ছ দেবদত্ত?

দেবদত্ত পাচ্ছি।

মালতী না, পাচ্ছ না। যেমন বধির তুমি, তেমনি বধির তোমার এই বন্ধুটি।

ভবানন্দ এসব কি মহামাত্য? আমি আপনার চাবুক সইতে পারি, কিন্তু আপনার স্ত্রীর চোখরাঙানি সইব কেন?

মীনকেতু। না সইতে পার, দয়া ক'রে বেরিয়ে যাও। পথ খোলাই আছে।

দেবদত্ত। বিগ্রহ কোথায়?

ঘনশ্যামের প্রবেশ।

ঘনশ্যাম। নিয়ে গেল দেবদত্ত, বিগ্রহ ছিনিয়ে নিয়ে গেল

ভবানন্দ। কে?

ঘনশ্যাম। সে এক বাবাজি। আমি শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে বিগ্রহ নিয়ে আসছিলুম,—হঠাৎ পেছন থেকে মাথায় দিলে বাড়ি, আর চোখে দিলে লঙ্কার গুঁড়ো। তারপর হাত থেকে বিগ্রহ নিয়ে সটান লম্বা। আমি চোর চোর ব'লে পেছনে তাড়া করলুম, আর একটা তেলেভাজা কুকুর এসে আমার পায়ে কামড়ে দিলে।

মীনকেতু। এইবার ছুটে গিয়ে সেই কুকুরটাকে তুমি কামড়ে এস।

ঘনশ্যাম। ভাল হবে না মীনকেতু।

দেবদত্ত। লোকটাকে আপনি চিনতে পারলেন না?

ঘনশ্যাম। চেনবার আগেই পালিয়ে গেল যে। আমি বল্লুম,—"কে তুই?" বল্লে,—আমি রুইদাসের ভাই কাৎলাদাস।

দেবদত্ত। রুইদাস,—

রুইদাস। আমার ত কোন ভাই নেই।

ভবানন্দ। নিশ্চয়ই আছে।

রুইদাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে আছে। তোমরা সবাই আমার ভাই, তোমরা সবাই আমার ভাই। সবাই এক বাপের ব্যাটা। কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়, "মুচি হ'য়ে শুচি হয়—

ভবানন্দ। বিগ্রহ কোথায়? (কশাঘাত)

মীনকেতু ও মালতী। কোটাল!

ঘনশ্যাম। মার ব্যাটাকে। ব্যাটা চামড়ার ঝুলির মধ্যে বিগ্রহ লুকিয়ে রেখেছিল। শান্তিস্বস্ত্যয়ন করতে হবে, অভিষেক করতে হবে। তার আগে ব্যাটাকে আর একবার খড়মপেটা—

(খড়মের বাড়ি মারার উদ্যোগ)

মালতী। (খড়ম কাড়িয়া লইল) বেরিয়ে যান আপনি।

ঘনশ্যাম। তা ত যেতেই হবে, তা ত যেতেই হবে। একে ছোট-লোকের স্পর্শ, তার উপর খাণ্ডারণী নারীর চোপা দর্শন, বরুণার জলে ডুবে না মর্‌লে এ পাপ যাবে না। জয় রাম, সীতারাম,—

[প্রস্থান।

দেবদত্ত। ভবানন্দ, বিগ্রহ এর বাড়ীতেই আছে। আজই নিয়ে আসা চাই। অস্পৃশ্য চামার কর্‌বে বিগ্রহের পূজো, এ অসহ্য। যে ঘরে বিগ্রহ লুকিয়ে রেখেছে, সে ঘরে আগুন ধরিয়ে দাও। আর ছোটলোক চামারকে কারাগারে নিক্ষেপ কর।

মীনকেতু। বজ্রপাত হবে দেবদত্ত।

দেবদত্ত। হ'ক।

মালতী। মৃত্যু তোমার শিয়রে।

দেবদত্ত। তুমি পাশে থাকলে মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। পাঠিয়ে দাও কারাগারে।

রুইদাস। তাই ভাল, তাই ভাল। ক'দিন নিরালায় ব'সে তাকে ডাকতে পাই নি। দেবী এসে ভাবনার বোঝা মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে। কারাগারে টাকার খেলা নেই, সোনা-রূপোর ঝল্‌কানি নেই, জুতো সেলাই নেই, হাটবাজার নেই; শুধু আমি আর রঘুনাথ, রঘুনাথ আর আমি। বেশ হবে; চল চল, জয় রঘুনাথ, জয় রঘুনাথ।

[ভবানন্দ সহ প্রস্থান।

মীনকেতু। অনেক দূর উঠেছ দেবদত্ত, পতনের জন্যে প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান।

মালতী। বিগ্রহের জন্যে তুমি ত বড় পাগল হ'য়ে উঠেছ দেখছি।

দেবদত্ত। হব না? বিগ্রহ নেই,—সব অন্ধকার, সব অন্ধকার!

মালতী। থামো। তোমাকে আমি চিনি। এত ভক্ত ত তুমি

নও। তবে কেন এই নির্দ্দোষ লোকটাকে কারারুদ্ধ কর্‌লে? দিদি এলে যে তোমার কাঁধে মাথা থাকবে না।

দেবদত্ত। নাই থাক্‌। এতকাল তোমার মাথা দিয়ে কাজ চালিয়েছি, এরপরও তাই হবে।

মালতী। বাজে কথা রাখ। যাকে ভক্তি কর না, তারই বিগ্রহের জন্য এই নিরীহ লোকটাকে সত্যিই তুমি কারারুদ্ধ কর্‌বে? কেন?

দেবদত্ত। বোঝ ত সবই, আর কেন লজ্জা দাও? ভক্তি আমার না থাকতে পারে, তাই ব'লে বামুন-ক্ষত্রিয়ের কাজ চামারকে ত কর্‌তে দিতে পারি না। অতএব রুইদাস মর্‌বে, এবং দেবীর আবার বিবাহ হবে।

[প্রস্থান।

মালতী দিদিরই বা কি বিবেচনা! সব গুরুগুলো কি তীর্থে গিয়ে জমা হয়েছে? দেশে কি গুরু নেই? দূর দূর, মেয়েছেলের বুদ্ধিই এমনি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রুইদাসের কুটির।

ঘর ঝাড় দিতে দিতে দেবীর প্রবেশ।

দেবী। বাব্বা, ঘরটাকে কি ক'রে রেখেছিল বল দেখি। এখানে হাঁড়ী, ওখানে চামড়া, সেখানে পোড়া কাঠ। যত সাফ করি, ততই আবর্জ্জনা বেরিয়ে পড়ে। এ সব কি পুরুষের কাজ? ধুতি দেখেছ?

যেন ছাতির কাপড়! কতদিন ধোয় নি কে জানে? যাই, কাপড়খানা ক্ষার দিয়ে কেচে দিই গে। সব ত দেখছি, কিন্তু ঠাকুর কই? রঘুনাথের জন্যে এত যে পাগল, তার ঘরে রঘুনাথের একখানা পটও ত দেখতে পাচ্ছি না। আহা, বোধহয় পয়সা জোটে নি। দাদা এলে বল্‌ব, হাট থেকে ভাল দেখে একটি পাথরের ঠাকুর নিয়ে আস্‌তে।

উদাসীর প্রবেশ।

উদাসী। তুমিই কি রুইদাসের বউ?

দেবী। হ্যাঁ, আপনি কে?

উদাসী। আমি তোমার দেওর গো। তোমার সোয়ামী আমার মাসতুত ভাই। সে অবশ্য আমায় চেনে না।

দেবী। তাই নাকি? কই, তোমাকে ত আর দেখি নি।

উদাসী। আমি ত তোমায় রোজ দেখেছি।

দেবী। কোথায় তোমাদের ঘর?

উদাসী। সন্ন্যাসীর আবার ঘর কি? যখন যেখানে থাকি, সেখানেই ঘর। আমায় দেখে কি তোমার ভয় ক'চ্ছে ভাজ?

দেবী। না ভাই! ভয় কেন করবে? আপন জনকে কি কেউ ভয় করে?

উদাসী। তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। রঘুনাথ রঘুনাথ ক'রে দাদার জ্ঞান-বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। বাদামতলায় ব'সে জুতো সেলাই ক'চ্ছে ত ক'চ্ছেই; সন্ধ্যে উৎরে যায়, তবু খাবার কথা মনে থাকে না। কতদিন আমি এসে দেখেছি, শুধু রঘুনাথ রঘুনাথ ব'লে কাঁদছে, আর ঘরময় ভাত ছড়িয়ে আছে। দীঘির জলে মেঘের ছায়া পড়্‌লে কখনও কখনও রঘুনাথ বলে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

দেবী। আর ঝাঁপ দেবে না। তাঁর রঘুনাথ বিশ্বময় ছড়িয়ে আছেন, আমি তাঁকে এই ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখ্‌ব।

উদাসী। পার্‌বে ভাজ, পারবে? তাহ'লে এই নাও পাথরের ঠাকুর। এর মধ্যে তুমি প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর। (বিগ্রহ দিল)

দেবী। ওমা, এ কে গো? এ যে আমার সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিলে? এমন মূর্ত্তি ত কখনও দেখি নি। সর্ব্বাঙ্গে কি অপরূপ সৌন্দর্য্য, চোখ দুটিতে কি অপার করুণা, মুখে কি ভুবনভোলানো হাসি! কে গো তুমি? তুমিই কি আমার স্বামীর জীবন-দেবতা? তুমিই কি করেছিলে সমুদ্রে সেতুবন্ধন, তুমিই কি পাষাণী অহল্যাকে উদ্ধার করেছিলে? তোমারি নাম জপ ক'রে রত্নাকর দস্যু কি মহর্ষি হয়েছিল? চামারের মেয়ে আমি, কি পুণ্য করেছি যে তুমি এসেছ আজ আমার কাছে? কিছু যে নেই আমার। কি ভোগ দেব তোমাকে?

উদাসী।— **গীত।**

মন-তুলসী অশ্রু-কুসুম অঞ্জলি দে ভাই,
ভক্তি-ভোগের চেয়ে বড় আর কোন ভোগ নাই।
নাই বা দিলি মোণ্ডা মিঠাই, নাই বা জলুক বাতি,
নাই বা হ'ল ধূপের ধোঁয়ায় সুরভিত দিবারাতি;
মন্ত্র তন্ত্র দূর হ'য়ে যাক্, ভক্তি ভরে ডাক্ শুধু ডাক্,
ভয় কি, তোদের রঘুমণি তোদের থেকে দূরে নাই।

দেবী। কোথায় রাখব তোমায় ঠাকুর? কি দিয়ে পূজো কর্‌ব তোমায়? তুমি যে রাজরাজেশ্বর, চামারের ঘরে দীনদুঃখীর ঘরে কেন এলে তুমি? তোমার মান যাবে না? তোমার জাত যাবে না?

উদাসী। না গো, না। মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি রাম ভজে।

[প্রস্থান।

দেবী। ঠিক ঠিক ; আমারই ভুল। কতবার তুমি সংসারী জীবকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছ যে "সবার উপরে মানুষ সত্য, তারা তবু বোঝে নি। এস ঠাকুর, এস এই মুচির ঘরে। হে রাজরাজেশ্বর, সোনার সিংহাসন আমাদের নেই। দুঃখীর ঘরে এসেছ যদি, মাটিতেই ব'সো ঠাকুর। ফুটো চাল দিয়ে মাথায় যদি জল পড়ে, মনে ক'রো সে আমাদের চোখের জল ; ভোগ যদি কোনদিন না দিতে পারি, মনে করো রাজাধিরাজ, তোমার প্রজাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক উপবাসী।

(বিগ্রহ মাটিতে রক্ষা করিল)

ভজার প্রবেশ

ভজা। দে-দে-দে—

দেবী। কি দেব ?

ভজা। দে-দেবার কথা কে বল্‌ছে ? বল্‌ছি দে-দেবি,—

দেবী। আবার নামও বল্‌ছ যে ? ভিখিরী ভিক্ষে চাইবে বাইরে থেকে ; ঘরেই বা ঢুকবে কেন, আর নাম ধ'রেই বা ডাকবে কেন ?

ভজা। ভি-ভিখিরী কোন্ ব্যাটা ? যা-যা নয় তাই বল্‌ছ যে ? আমি যদি রে-রেগে যাই, একেবারে মা—মা—

দেবী। মাটিচাপা দেবে ? তুমি কোন্ বৃক্ষ থেকে নেমে এলে ?

ভজা। বি-বিক্ষ থেকে নামবো কেন ? তুমি আমায় চি-চিনতে পাচ্ছ না ?

দেবী। কেন পারব না ? তুমিই ত ত্রেতাযুগের কালনেমি

ভজা। তো-তো-তোমার মাথা। আমি হচ্ছি ভ-ভ—

দেবী।

ভজা। ম-মস্করা ক'রো না বল্‌ছি। রাগ হ'লে আমার জ্ঞা-জ্ঞা—

দেবী। গাঁজা খেতে ইচ্ছে করে।

ভজা। ফে-ফের মস্করা? আ-আমি তোমার ঠা-ঠা—

দেবী। ঠাকুরদাদা।

ভজা। ধ্যেৎ—ছুঁড়ী কি ব-ব্বলে? আমি ভ-ভজা।

দেবী। তাইত বটে। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি।

ভজা। হিঃ-হিঃ-হিঃ!

দেবী। এখানে কি মনে ক'রে? মিন্সে ত ঘরে নেই।

ভজা। মি-মিন্সে উচ্ছন্ন যাক্।

দেবী। শুনে বড় খুশী হলুম।

ভজা। তো-তোমার কি রকম আক্কেল? আ-আমি রাজবাড়ীর জু-জুতো সেলাই করি, কা-কা-কাশীরাজ্যে হেন লোক নেই, যে আমায় খা-খাতির না করে। ক-কত মান, কত যশ, ক-কত টাকা, কত বড় বাড়ী,—সেই আমি তো-তোমাকে বিয়ে করতে গেলুম, আর তু-তুমি আমাকে অপ-অপমান ক'রে এই হা-হাভাতে শূয়ারকে বিয়ে কর্‌লে?

দেবী। যা ভুল করেছি, সে আর ব'লে কি হবে? এখন চোখের জলে বালিশ—বালিশ ত নেই, ইট ভিজে যায়।

ভজা। এ শূয়ার তোমাকে খে-খেতে দিতে পাচ্ছে?

দেবী। কই আর পাচ্ছে। আজ তিনদিন পেটে কিচ্ছু পড়ে নি।

ভজা। তি-তিন দিন!

দেবী। আরও ক'দিন যায় কে জানে? দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। ওই দেখ চালের ফুটো দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। তুমি আপনার লোক, তোমার কাছে মিছে বল্‌ব না। ভেবেছিলুম, পেটে নাই বা খেলুম—প্রাণভরে ভাল ত বাসবে।

ভজা। তাও বাসে না?

দেবী। নাঃ, মিন্সে আর একজনকে নিয়ে আত্মহারা!

ভজা। ম-মরুক গে ব্যাটা ভূত। দে-দেবি,—

দেবী। কি ঠাকুর্দ্দা?—

ভজা। যা-যা-তা বল্ছ কেন? চ-চল আমার ঘরে।

দেবী। তাহ'লে সোয়ামীর ঘর করবে কে?

ভজা। আরে দূর, সো-সোয়ামী। সে আর আ-আস্‌বে না।

দেবী। কেন?

ভজা। তুমি শো-শোন নি? তাকে রা-রাজবাড়ীতে বেঁধে নিয়ে গেছে।

দেবী। বেঁধে নিয়ে গেছে? কেন? কেন? কি করেছে সে?

ভজা। রাজবাড়ীর ঠা-ঠাকুর চুরি করেছে।

দেবী। কি, ঠাকুর চুরি করেছে? কাজ ক'রে যে মজুরি চাইতে জানে না, মার্‌লে যে কথা কয় না, সে করেছে চুরি?

ভজা। যে-যেতে দাও না। যা শত্রু পরে পরে। তাকে কা-কা-কারাগারে নিয়ে গেছে।

দেবী। কি, কারাগারে নিয়ে গেছে? এ দেশে কি মানুষ নেই? কোথাকার কে কোটাল আর মহামাত্য, তাদের ভয়ে কি রাজ্যশুদ্ধ সবাই মুখ বুজে থাকবে? বিদূষক ঠাকুরও কি কিছু বল্‌লে না?

ভজা। ব-বল্‌বে আবার কি? চো-চোরের সাজা হবে না?

দেবী। বেরিয়ে যাও বল্‌ছি।

ভজা। বে-বেরিয়ে যাব কেন? আ-আমি তোমায় নি-নিয়ে যাব। এ বিয়ে বি-বিয়েই নয়; আমি তোমায় ফে-ফের বিয়ে করব।

দেবী। তোমার জন্যেই ত আমি এতদিন তপস্যা ক'চ্ছি। বেরিয়ে যাও গাঁজাখোর।

ভজা। গাঁ-গাঁজাখোর বলিস্ নি বল্‌ছি! গাঁ-গাঁজা আবার মানুষে খায়! আমি খাই তাড়ি। চ-চ'লে আয় বল্‌ছি।

দেবী। তুমি বেরিয়ে যাও বুড়ো, নইলে আজ তোমারই একদিন, কি আমার একদিন।

ভজা। তবে রে চু-চুলোমুখি, তোকে আমি—

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। ও দিকে যেও না তোতলারাম। কেন এসেছ গরীবের ঘরে?

দেবী। হতভাগা আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে। বলে, ফের বিয়ে কর্‌ব।

অর্জ্জুন। তাই নাকি? (পৃষ্ঠে চপেটাঘাত)

ভজা। ওরে বাবারে, এমন বিয়ে কে-কেউ করে না রে বাবা। তো তোকে আমি শূ-শূলে চড়াব, তবে আমার নাম ভ-ভ—

দেবী। ভগীরথ।

ভজা। ফা-ফাজলামো করিস নি। তোর ভা-ভাতার আজই মর্‌বে। তো-তোকে আমি ব-বন্ধশাপ দিচ্ছি, তুই যখন সাধা লক্ষ্মী পা পায়ে ঠেললি, তখন তুই ম-মহামান্যের সে-সেবাদাসী হবি।

অর্জ্জুন। চ'লে আয় ব্যাটা তাড়িখোর, তোকে পুকুরের জলে ডুবিয়ে মার্‌ব। (ঘাড়ে ধরিয়া ধাক্কা দিতে লাগিল)

ভজা। এই, এই, ভা-ভাল হবে না বল্‌ছি। আমি রা-রাজার লোক। তো-তোদের আমি—

[অর্জ্জুন ভজাকে ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া গেল।

দেবী। লোকটাকে মেরে ফেল্‌বে না ত? দাদা, দাদা, ছেড়ে দাও দাদা।

রামানন্দের প্রবেশ।

রামানন্দ। জয় রঘুনাথ, জয়—এ কার বিগ্রহ ?

দেবী। শ্রীরামচন্দ্রের।

রামানন্দ। এইত সেই! কি আশ্চর্য্য! এ মূর্ত্তি এখানে এল কি ক'রে ?

দেবী। এক সাধু এই মাত্র দিয়ে গেল।

রামানন্দ। নব দূর্ব্বাদলশ্যাম, অধরে মধুর হাসি, দুনয়নে করুণার প্রস্রবণ, শ্রীকরকমলে বরাভয়; মরি মরি, এইত আমার ধ্যানের মূর্ত্তি! ত্রিশ বছর তুমি আমার ঘর ছেড়ে পথে পথে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ফিরেছ রঘুনাথ। কই, তোমার ভিক্ষার ঝুলি ত মণিমুক্তায় ভরে ওঠে নি। তোমার বনচারীর দীনবেশ ত ঘোচে নি; কবে চতুর্দ্দশ বৎসর শেষ হ'য়ে গেছে, তবু তোমার অঙ্গে ত রাজবেশ উঠ্‌ল না ?

দেবী। কে আপনি সন্ন্যাসি ?

রামানন্দ। ত্রিশ বছর চোখের জলে রাজপথ অভিষিক্ত কর্‌লুম, তবু কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না ? কার কাছে এসেছ ? এরা কি আমার চেয়ে তোমায় বেশী আদর কর্‌বে ? চল, ঘরে চল।

(বিগ্রহ লইবার উদ্যোগ)

দেবী। না না, এ ঠাকুর আমার।

রামানন্দ। না না আমার, আমার উপর অভিমান ক'রে চ'লে এসেছে। আমি ওকে আজই নিয়ে যাব।

দেবী। চলে যাবে ঠাকুর ? যাবেই যদি, এক পলকের জন্যে এলে কেন ? পথ ভুলে এসেছিলে, না ? চামারের ভোগে পেট ভর্‌বে না, কেমন ? চামারের ফুলে চামড়ার গন্ধ, নয় ? যাও ভদ্রলোকের ঠাকুর, ভদ্র-লোকের ঘরে চ'লে যাও।

গীত।

মোদের ছায়ার কলুষ পরশে জাত যায় যদি প্রিয়,
কাছে আসিও না হে গুণধাম, দূর হ'তে দেখা দিও।
চরণ-কুসুমে ব্যথা যদি বাজে, আসিবার কাজ নাই,
কণ্ঠের বীণা বাজাইয়া শুধু বলো, "আমি ভুলি নাই";
তোমাব চরণ চাহিয়া রাখিব মালিকা গাঁথিয়া,
জীবনে না হ'ক, মবণেব পর সে মালা তুলিয়া নিও।

রামানন্দ। (বিগ্রহ তুলিতে গিয়া) এ কি! উঠবে না ঠাকুর? পাপের ভোগ কি এখনও শেষ হয় নি? থাক তবে, এইখানেই থাক।

দেবী। এত দয়া তোমার ঠাকুর? কি এমন পুণ্য করেছি আমি যে তুমি আমার ঘর ছেড়ে যেতে চাইছ না?

রামানন্দ। ভাগ্যবতী তুমি মা। এ তোমারই ঠাকুর; আর কেউ ওকে নিয়ে যেতে পারবে না।

দেবী। কিন্তু আমি ত মন্ত্রতন্ত্র জানি না ঠাকুর। আমার স্বামী "রঘুনাথ রঘুনাথ" ব'লে কাঁদে, আমি শুধু ওই মন্ত্রই জানি।

রামানন্দ। ওতেই হবে মা, ওই তোমার মন্ত্র। বিগ্রহের মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর। দুর্ভাগা আমি, তাঁকে পেয়েও হারিয়েছি। তোমাদের ঘরে হয়ত আবার তাঁকে দেখতে পাব। (প্রস্থানোদ্যোগ) রামদাসকে দেখেছ, রামদাস?

দেবী। কে রামদাস?

রামানন্দ। তোমাদের এই মুচির ঘরেই সে জন্মেছে। আজ সে ত্রিশ বছরের যুবক। গৌরবর্ণ দেহ, আকর্ণবিশ্রান্ত চোখ, দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, মুখে রাম নাম, বুকে অফুরন্ত প্রেম—

দেবী। আমার স্বামীর কথা বল্‌ছেন?

রামানন্দ। তোমার স্বামী! কি নাম তার? রামদাস?

দেবী। না না, তার নাম—কি যে বলি? ওই যে গো, মাছের নাম দাস।

রামানন্দ। রুইদাস? না না, আমি রামদাসকে খুঁজছি। কেউ কি জানে না তার সন্ধান? কিন্তু তাকে আমার চাই। তার কাছে অপরাধ স্বীকার না কর্‌লে ঠাকুরকে আর পাব না। কোথায় রামদাস, কোথায় রামদাস?

[প্রস্থান।

দেবী। মুখ ফেরাও ঠাকুর। দেখি, যদি বাগানে দুটো ফুল পাই।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। দেবি,—

দেবী। লোকটাকে মেরে ফেল নি ত দাদা?

অর্জ্জুন। ওই ছুঁচোকে মার্‌ব আমি! হাতে গন্ধ হবে যে। কিন্তু এ কি শুনছি দেবি? রুইদাস চুরির দায়ে বন্দী!

দেবী। তাইত শুনছি দাদা। এখন উপায়?

অর্জ্জুন। তুই সাবধানে থাকিস বোন, আমি চল্‌লুম; মাথা ভাঙ্গব দেবদত্তের।

দেবী। না দাদা, গোঁয়ারতুমি ক'রো না; তোমাকে তারা খুন কর্‌বে।

অর্জ্জুন। খুন ক'রেই ত রেখেছে, আর বেশী কি কর্‌বে? তুই ভাবিস্ নি বোন। আমি রাণীমাকে আনতে গিয়েছিলুম। রাণীমা আসছেন।

দেবী। কবে আস্‌বে দাদা রাণীমা?

অর্জ্জুন। এত দেরী হ'চ্ছে কেন বুঝতে পাচ্ছি না। যাক, আমি চল্‌লুম, তুই সাবধানে থা'কিস্ বোন। আমি দেখব কেমন সে মহামাত্য কিন্তু তোকে একা রেখে যেতেও ত ভরসা হ'চ্ছে না।

দেবী। কেন তাঁকে চোর ব'লে ধ'রে নিয়ে গেল দাদা? তারা ত জানে, এ পাগল, এঁর কোন অপর ধ নেই।

অর্জ্জুন। অপরাধ তার নয় দিদি, অপরাধ তোর।

দেবী। আমার!

অর্জ্জুন। ছোটলোক চামারের ঘরে জন্মেছিস, কেন তোর দেহে রূপ ধরে না? এত রূপ নিয়ে এলি যদি, কেন তুই তা একটা পাগলের পায়ে বিলিয়ে দিলি? চিরদিন ছোটলোকদের রূপসী মেয়েরা রূপযৌবন দিয়ে ভদ্রলোকদের সেবা করেছে; ওদেরই অনুগত একটা রাস্তার লোকের সঙ্গে নামমাত্র একটা বিবাহের আবরণ দিয়ে ব্যভিচারে গা ঢেলে দিয়েছে।

দেবী। চুপ কর দাদা, এ আর আমি শুনতে পাচ্ছি না।

অর্জ্জুন। একি! ঘরের কোণে ও পুতুল কার?

দেবী। কার তা জানি না; একটা লোক দিয়ে গেল।

অর্জ্জুন। সে দিয়ে গেল, আর তুই আদর ক'রে রেখে দিলি? হতভাগি, এই ত রাজবাড়ীর ঠাকুর।

দেবী। অ্যাঁ, রাজবাড়ীর ঠাকুর!

অর্জ্জুন। ফেলে দে, ওরে, ফেলে দে।

দেবী। না দাদা, এ ফেলে দেবার জিনিষ নয়।

অর্জ্জুন। তুই না পারিস, আমি ফেলে দেব।

দেবী। না দাদা, নিও না দাদা। দোহাই তোমার।

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। এই যে, চোরাই মাল লুকিয়ে ফেলতে পার নি দেখছি। এই ত আমাদের ঠাকুর। গায়ে যে বহুমূল্য অলঙ্কার ছিল, কোথায় সে সব?

দেবী। জানি না।

ভবানন্দ। জান না? সে ব্যাটা করেছে ঠাকুব চুরি, আব তুই হারামজাদি—

অর্জ্জুন। চুপ্। ভদ্রলোকের ছেলে ভদ্রভাবে কথা কও।

ভবানন্দ। ব্যাটা চামার আমায় ভদ্রতা শেখাচ্ছে।

অর্জ্জুন। চামার হ'লেও আমরা তোমাদের মত ছোটলোক নই। কেন এসেছ তুমি পরের ঘরে? বেরিয়ে যাও বল্‌ছি। নইলে আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

ভবানন্দ। যাচ্ছি যাচ্ছি, থাক তোমরা ঘরে ব'সে। আমি এ ঘরে আগুন ধরিয়ে দেব, চোরের ত প্রাণ যাবেই, চোরের বাড়ীর চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখ্‌ব না। (বিগ্রহ তুলিয়া লইবার উপক্রম)

দেবী। নিও না; নিও না; এ তোমাদের ঠাকুর নয়।

ভবানন্দ। স'রে যা চামারণি,—(গলাধাক্কা দিয়া দূর করিয়া দিল, দেবী ছিটকাইয়া পড়িল)

অর্জ্জুন। তবে রে ভদ্রলোকের নিকুচি করেছে। (সজোরে ভবানন্দের হাত ধরিল) বল—বল, কি করেছি আমরা তোমাদের? জগতের সব সুখ তোমরাই ভোগ কর্‌বে, আর আমাদের কি মান-সম্ভ্রম নিয়েও কুঁড়ে ঘরে বাস কর্‌তে দেবে না! আমাদের পিঠগুলো কি তোমাদের লাথি মারবার জন্যে তৈরী হয়েছিল? আমাদের মেয়েগুলো দেখতে সুশ্রী হ'লে সে কি আমাদের অপরাধ? বল্ মহামাত্যের পা চাটা কুকুর, এ পৃথিবীর মাটি কি আমাদের নয়? চামার কামার তাঁতী ম্যাথরের দল কি বানের জলে ভেসে এসেছে?

ভবানন্দ। হাত ছেড়ে দে ছোটলোকের বাচ্ছা।

অর্জ্জুন। তোকে আমি যমের বাড়ী পাঠাব। (মুষ্ট্যাঘাত; ভবানন্দও তরবারি বাহির করিয়া আঘাত করিল। দেবী নিষ্ফল বাধা দিতে লাগিল)

দেবী। দাদা, স'রে যাও দাদা। কোটাল মশাই, আর মেরো না কোটাল মশাই। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। (পদধারণ)

ভবানন্দ। দূর, দূর ইতরের জাত।

[পদাঘাত করিয়া বিগ্রহ লইয়া প্রস্থান।

(আহত দেবী ও অর্জ্জুনের পতন)

দেবী। কেন এ পশুটার সঙ্গে লাগতে গেলে দাদা। ইস্, এযে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ঝর্‌ছে !

অর্জ্জুন। ঝরুক। আমাদের আবার রক্ত ! ওদের ভগবান বুঝি আমাদের নয়। তা যদি হ'ত, আমাদের এত দুঃখেও কি তাঁর আসন টল্‌ত না ? ঠাকুরের নাম আর করিস নে দেবি। আমাদের ঠাকুর নেই।

দেবী। অমন কথা ব'লো না দাদা, তোমার বোনাই শুনলে বুক ফেটে মরবে।

অর্জ্জুন। এই মানুষটা সারাজীবন দুঃখ সয়েছে, তবু ঠাকুরের নাম ভোলে নি। তারই যখন এত লাঞ্ছনা, তখন ঠাকুর নেই, আমাদের ঠাকুর নেই।

দেবী। দাদা,—

অর্জ্জুন। আমায় ধর দেবি, আমায় তুলে ধর। আমি একবার জাত-ভাইদের ঘরে ঘরে গিয়ে বল্‌ব, কোটাল তোমাদের ঘরের মেয়েকে অপমান করেছে, মহামাত্য তোমাদের রুইদাসকে কারাগারে ঠেলে দিয়েছে; তোমাদের এই নির্য্যাতনের প্রতিশোধ নিতে কোন ঠাকুর-দেবতা একখানা হাত তুলবে না। তোমরা যদি মানুষ হও, নিজের হাতে এর শোধ তুলবে এস। চল্ দিদি, চল্।

[দেবীর সাহায্যে প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কারাগার।

বন্দী রুইদাসের প্রবেশ।

রুইদাস। এত যে ডাক্‌ছি, তবু ত একবার এল না। আর কবে আস্‌বে রঘুনাথ? পা আর চল্‌তে চাইছে না, চোখে আর ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছি না। দেখ ঠাকুর, কত মেরেছে, ক'দিন কিছু খেতেও দেয় নি, এ কি তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না? দাশু যে বলেছে, তোমার কাছে জাত নেই। তবে আমায় দেখা দিচ্ছ না কেন? ভয় নেই তোমার; আমি তোমায় ছোঁব না, দূর থেকে শুধু দেখ্‌ব।

মার্ত্তণ্ডের প্রবেশ।

মার্ত্তণ্ড। কি দেখ্‌বি রে ব্যাটা চামার! রঘুনাথ এসে তোর সাম্‌নে তীর-ধনুক নিয়ে দাঁড়াবে, না?

রুইদাস। সেই আশায়ই তো বেঁচে আছি ভাই।

মার্ত্তণ্ড। বাঁচতে তোকে দেব না রে শূয়ার। তুই যদি এখনও নাকখৎ দিয়ে ঠাকুর-দেবতার নাম না ছাড়িস্, তাহ'লে তোকে সোজা যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

রুইদাস। যমের বাড়ীতে কি সে আছে? তবে তাই পাঠিয়ে দাও, তাই পাঠিয়ে দাও।

মার্ত্তণ্ড। আরে হতভাগা, ঠাকুর-দেবতার পুজো করব আমরা— বামুন-ক্ষত্রিয়ের জাত। তুই শূয়ার চামার—তোর ছায়া স্বপ্নে দেখ্‌লে

চান কর্‌তে হয়, তুই কেন ঠাকুর পুজো কর্‌বি? ক'দিন ধ'রে এ অনাচার কচ্ছিস?

রুইদাস। ছেলেবেলা থেকে। এক সন্ন্যিসী এই একখানা ছবি দিয়ে গেছল; একে আমি বুকে ক'রে রাখতুম, আর ফুল দিয়ে প্রণাম কর্‌তুম।

মার্ত্তণ্ড। রাজবাড়ীর বাগানের ভাল ভাল ফুল তাহ'লে তুই ব্যাটাই চুরি করেছিস এতদিন?

রুইদাস। না ভাই, না। সত্যি বল্‌ছি, কারও বাগানের ফুল আমি চুরি করি নি। যে ফুল কেউ ছোঁয় না, তাই আমি ঠাকুরকে আঁজলা ভ'রে দিয়েছি। বাদামতলার কাছে পুকুরধারে কত ঘেঁটুফুল ফোটে, তুলে এনে ঠাকুরকে যখন দিতুম, ঠাকুরের মুখখানা খুশীতে ভ'রে উঠ্‌ত।

মার্ত্তণ্ড। বলিস্ কি রে ব্যাটা চামার? তুই ঘেঁটু ফুল ঠাকুরকে নিবেদন করেছিস? গেল—গেল, হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে গেল! ঘেঁটুফুলে ঠাকুর পূজো! দে শূয়ার, ছবি দে, আর তোকে পুজো কব্‌তে হবে না। (ছবি কাড়িয়া লইল)

রুইদাস। নিও না, দোহাই তোমার। আমি ছেলেবেলা থেকে ওই ছবি বুকে ক'রে রেখেছি। ওই আমার জ্ঞাতি-কুটুম্ব, ওই আমার বাপ-মা, ওই আমার সাতরাজার ধন মানিক। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার ঠাকুর কেড়ে নিও না।

মার্ত্তণ্ড। তোর ঠাকুরের সঙ্গে তুই ব্যাটাও রসাতলে যা। (ছবি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল)

রুইদাস। কি কর্‌লে পাষণ্ড, কি কর্‌লে তুমি?

মার্ত্তণ্ড। আমি পাষণ্ড রে ব্যাটা? চামার হ'য়ে তুই ঠাকুরের ছবি বুকে ক'রে রেখেছিস, আর পাষণ্ড হ'লুম আমি! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? (পুনঃ পুনঃ পদাঘাত)

রুইদাস। হা রঘুনাথ, হা রঘুনাথ—

মার্ত্তণ্ড। আবার ঠাকুরের নাম করে? তোর মাথাটাই আমি কেটে ফেল্‌ব। (তরবারি বাহির করিল)

মীনকেতুর প্রবেশ।

মীনকেতু। থাক্ বাবা তালপাৎ সিং, বীরত্ব অনেক দেখিয়েছ, এবার ক্ষান্ত হও। লোকটা খাবি খাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না? আর এক ঘা দিলেই ম'রে যাবে।

মার্ত্তণ্ড। মরুক, ওর মরাই ভাল।

মীনকেতু। কেন বাপধন, ও বেঁচে থাকলে, তোমার কি কিছু ভাগে কম পড়্‌বে? তাহ'লে আমার মাথাটা নামিয়ে দাও; আমার ভাগটি তুমি নাও।

মার্ত্তণ্ড। কেন বাজে কথা বল্‌ছ ঠাকুর?

মীনকেতু। কাজের কথা যে খুঁজে পাচ্ছি না বাবা। শুধু শুধু লোকটাকে মার্‌ছ কেন? তোমার নতুন মনিব দেবদত্তের মুখের গ্রাস ও কেড়ে নিয়েছে, তার না হয় রাগ হ'তে পারে, কিন্তু তোমার রাগের কারণটা কি?

মার্ত্তণ্ড। তুমি কিচ্ছু বোঝ না।

মীনকেতু। বুঝিয়ে দে না বাবা।

মার্ত্তণ্ড। জান তুমি, লোকটা চামার হ'য়ে ঠাকুর পূজো করে?

মীনকেতু। কি সর্ব্বনাশ!

মার্ত্তণ্ড। তাও কি দিয়ে পুজো করে জান? ঘেঁটুফুল দিয়ে।

মীনকেতু। সে যে আরও সাংঘাতিক!

মার্ত্তণ্ড। ওই দেখ ঠাকুর, ব্যাটা রামচন্দ্রের একটা ছবি বুকে ক'রে রেখেছিল।

মীনকেতু। তুমি ছিঁড়ে ফেলেছ ত? বেশ করেছ। এখন ঘরের ছেলে ঘরে যাও। রাত্রিবেলা ভাল ক'রে ঘরের দোর বন্ধ ক'রে শুয়ো। হনুমান এখনও মরে নি। তুমি তার মনিবের ছবি ছিঁড়েছ, সে হয়ত তোমার মাথাটা ছিঁড়ে নেবে।

রুইদাস। হা রঘুনাথ, হা রঘুনাথ—

মার্ত্তণ্ড। আবার ঠাকুরের নাম? ব্যাটাকে আমি— (তরবারি উত্তোলন করিল, মীনকেতু তাহা কাড়িয়া নিলেন) তুমি ঠাকুর এখানে ঢুকলে কি ব'লে? মহারাজের হুকুম নিয়েছ?

মীনকেতু। তোর মহারাজের মাথায় আমি ঝাড়ু মারি।

মার্ত্তণ্ড। এতবড় কথা বল্‌ছ তুমি?

মীনকেতু। এর চেয়ে বড় কথা মুখে আসে না, নইলে তাও বল্‌তুম।

মার্ত্তণ্ড। ধড়ে প্রাণ থাকবে না ঠাকুর।

মীনকেতু। যায় প্রাণ, ভিক্ষে মেগে খাব।

মার্ত্তণ্ড। পিঁপড়ের পালক গজিয়েছে, না? মাথাটা নামিয়ে দেব।

মালতীর প্রবেশ।

মালতী। নামাও ত, দেখি তোমার নিজের মাথাটা কোথায় থাকে।

মার্ত্তণ্ড। আজ্ঞে আপনি—মহারাণি?

মালতী। কে বলেছে আমি মহারাণী? তোমার মনিব বুঝি? কবে তাঁর রাজ্যাভিষেক? মনে মনে খুব লঙ্কাভাগ ক'রে ব'সে আছ তোমরা। মনে করেছ মহারাণী আর ফিরবেন না?

মার্ত্তণ্ড। কি ক'রে ফিরবেন? তিনি ত স্বর্গে।

মালতী ও মীনকেতু। } স্বর্গে!

মালতী। এর অর্থ কি ঠাকুর? মহারাণী নেই?

মীনকেতু। আছে মা, আছে। না থাকলে এ পাপচক্র চূর্ণ করবে কে? যদি এদের হাতে তার কোন অমঙ্গল হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এ পাপের ভরা আমি মাঝ দরিয়ার ডুবিয়ে দেব। রাজ্যটাকে উড়িয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেব; তবু এ মানুষনামধারী পশুগুলোকে আমি ভোগ করতে দেব না।

মালতী। আপনি দিলেও আমি দেব না। আমি মুছে ফেলব সিঁথির সিঁদুর, তবু অপরের সম্পদ চুরি ক'রে রাণী হব না।

মীনকেতু। সুখী হও মা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান।

মালতী। ওঠ বাবা, ওঠ, খাদ্য এনেছি, গ্রহণ কর।

মার্ত্তণ্ড। আপনি বলেন কি মহারাণি?

মালতী। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি। আবার আমায় মহারাণী বললে তোমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেব, তারপর আমার যা হয় হবে।

মার্ত্তণ্ড। যে আজ্ঞে, তাহ'লে আমি মহারাজের কাছে খবর পাঠাই, আপনি তৈরী হ'য়ে থাকুন। নমস্কার।

[প্রস্থান।

মালতী। ওঠ বাবা রুইদাস।

রুইদাস। কে তুমি? তুমিই কি আমার রঘুনাথ? এতদিনে কি তুমি এলে ঠাকুর? আমি যে চোখে ঝাপসা দেখছি। তোমার পা দুখানি আমার মাথায় তুলে দাও।

মালতী। আমি রঘুনাথ নই বাবা। তোমাকে যে বন্দী করেছে, আমি তারই হতভাগিনী স্ত্রী।

রুইদাস। কেন এসেছ মা? তোমার স্বামী জানতে পারলে তোমাকেও হয়ত কারাগারে ঠেলে দেবে। হয়ত আমারই মত খাদ্য দেবে না, জল দেবে না, ঠাকুরের নাম করলে দিন রাত চাবুক মারবে।

মালতী। তোমার গায়ে ত শক্তি আছে বাবা। কেন প'ড়ে প'ড়ে এমনি ক'রে মার খেয়েছ, ওর মাথাটা মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ করতে পার নি?

রুইদাস। তাই কি পারি গো? আমি চামার, সে বামুন। সে আমাকে মেরেছে ব'লে আমি কি তার গায়ে হাত তুলতে পারি? তাহ'লে আমার ঠাকুর কাছে এসেও মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাবে।

মালতী। খাদ্য এনেছি, খাও বাবা।

রুইদাস। তুমি ফিরে যাও মা; তাকে না পেলে এ প্রাণ আর আমি রাখ্‌ব না। যমরাজ কাছেই এসেছে, আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মুচি হ'য়ে জন্মেছি ব'লে বুঝি তার দেখা পেলুম না। দেখি, পরজন্মে যদি দেখা পাই। তুমি যাও মা, তুমি যাও।

মালতী। না রুইদাস, তুমি খাও, আমি এখনি তোমায় মুক্ত ক'রে নিয়ে যাব। দেখি কার সাধ্য আমায় বাধা দেয়।

রুইদাস। এই মুক্তি আমি নেব না মা। মুক্তি যদি দিতে চাও, গলাটা টিপে ধর। আঃ— (অবসন্ন হইয়া পড়িয়া গেল)

মালতী। রুইদাস, রুইদাস, কি সর্ব্বনাশ, এ যে মৃত্যু আসন্ন দেখছি। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে এরা এমনি ক'রে মেরে ফেললে? রুইদাস,—

রুইদাস। বড় পিপাসা মা, বড় পিপাসা —

মালতী। ভয় কি বাবা? আমি জল নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

রুইদাস। পিপাসা মেটালে না দয়াময়? চামার ব'লে দূরে সরিয়ে

রাখলে? আচ্ছা, আবার আস্‌ব আমি, এ দেহটাকে বদ্‌লে নিয়ে আস্‌ব। তখন আমায় পায়ে ঠেলো না রঘুনাথ।

গীতকণ্ঠে দাশরথির প্রবেশ।

দাশরথি।— গীত।

পাগল ভোলা ডুবিস না রে অকূল দরিয়ায়!
নাই রে দেরী, বাজ্‌ল ভেরী, আসছে সে তোর সোনার নায়!

রুইদাস। অঁ্যা! কি বল্‌ছ?

দাশরথি।— পূর্ব্বগীতাংশ।

ঢাল্‌লি যত তুই আঁখিতে তপ্ত অশ্রুজল,
ডাক্‌লি যত, হয়নি যে ভাই, একটুও নিষ্ফল;

রুইদাস। সত্য?

দাশরথি — পূর্ব্বগীতাংশ।

ফল ধরেছে আশার গাছে, এল সে তোর বুকের কাছে,
কাঁদিস না আর, ভাবিস না রে, আস্‌ছে তরী কিনারায়!

রুইদাস। দাশু! তুমি এসেছ?

দাশরথি। হাঁ৷ ভাই।

রুইদাস। তুমি যে বলেছিলে দাশু, 'মুচি হ'য়ে শুচি হয়, যদি রাম ভজে', এরা ত তা বল্‌ছে না দাশু। এরা বল্‌ছে, আমি রঘুনাথের নাম ক'রে তাকে অশুচি করেছি।

দাশরথি। অশুচি নয়, আ'রও পবিত্র করেছ।

রুইদাস। কিন্তু আমি যে ঘেঁটুফুল দিয়ে তার পূজো করেছি।

দাশরথি। বেশ করেছ। তোমার দেওয়া ঘেঁটুফুল এদের পদ্মফুলের চেয়ে অনেক ভাল। এই দেখ, আমিও ঘেঁটুফুলের মালা পরেছি।

রুইদাস। দাশু, দেখ দাশু, ছেলেবেলা থেকে যে ছবি আমি বুকে ক'রে রেখেছিলুম, রক্ষী তা ছিঁড়ে ফেলেছে।

দাশরথি। ফেলুক; তোমাকে যে পুতুল দিয়েছিলুম, সেটা ত তোমার ঘরেই আছে।

রুইদাস। এরা যে বল্‌ছে সে রাজবাড়ীর ঠাকুর? তুমি তাকে চুরি করেছ? তুমি চোর?

দাশরথি। না ভাই, চুরি আমি করি নি।

রুইদাস। তবে ওরা আমায় বেঁধে আনলে কেন?

দাশরথি। ওরা যে ভদ্রলোক; ওদের ব্যবহারে 'কেন'র উত্তর থাকে না। দুঃখ ক'রো না; অধর্ম্মের ভেরী বেশীদিন বাজে না। তুমি খাও ভাই।

রুইদাস। তাকে না পেলে আমি খাব না।

দাশরথি। তাকে তুমি পেয়ে গেছ। তোমার কাছে আস্‌বে ব'লে অনেক আগেই সে যাত্রা করেছে। এক সাধু পথ জুড়ে শুয়ে আছে, তাকে ডিঙ্গিয়ে ত আস্‌তে পারে না। পথ ছেড়ে দিলেই ছুটে তোমার কাছে আস্‌বে।

রুইদাস। তুমি জান?

দাশরথি। জানি ব'লেই ত বল্‌ছি। তুমি খাও। ম'রে গেলে তাকে দেখবে কি ক'রে?

রুইদাস। দাশু, তোমার মুখে এ কি জ্যোতি! তোমার গায়ে এ কিসের গন্ধ! তুমি কে? তুমি কে?

দাশরথি। আমি তোমার ভাই। (মুখে খাদ্য তুলিয়া দিল)

রুইদাস। এই কি অমৃত! আমার মনে হ'চ্ছে দাশু, আমি আজ মত্ত হাতীর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে পারি। আর এ কি আনন্দ! এ কি আলো!

দাশরথি। আমি এখন আসি ভাই। ওই মার্ত্তণ্ড ব্যাটা আস্‌ছে।

[প্রস্থান।

রুইদাস। এস রঘুনাথ, তুমি এস, তুমি এস।

মার্ত্তণ্ডের প্রবেশ।

মার্ত্তণ্ড। এই যে এসেছি। চ'লে আয় ব্যাটা চামার, আজ তোর মুণ্ডপাত হবে।

রুইদাস। রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে,
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।

একি! এ আমি কি বল্‌লুম? এ কোন্ ভাষা!

মার্ত্তণ্ড। এ তোর মরণের ভাষা। এখনি মজাটা টের পাবি। চল্।

[রুইদাসকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

দাশরথির প্রবেশ।

দাশরথি। কাণ্ডটা দেখ দেখি। মন্দির শূন্য দেখে চুপি চুপি আসনের উপর গিয়ে একটুখানি বসেছি, আর কোথা থেকে এই বিদূষক মড়া গিয়ে উঁকি মার্‌লে? মালতী ঠাকরুণ আসনের সামনে দিব্বি সন্দেশের ভোগ দিয়েছে, তাই কি খেতে দিলে? একটা সন্দেশ কোন রকমে গালে ফেলে দিয়ে পালাতে হ'ল। (ঠোঁট চাটিতে লাগিল)

মীনকেতুর প্রবেশ।

মীনকেতু। এই ছেলেটা, এই,—

দাশরথি। আমাকে বল্‌ছেন ?

মীনকেতু। নয় ত কি ওই কুকুরটাকে বল্‌ছি ?

দাশরথি। আমার ত তাই মনে হ'চ্ছে।

মীনকেতু। মনে হ'চ্ছে ?

দাশরথি। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার মত ভদ্রলোকেরা ত কুকুরের সঙ্গেই কারবার করে, ঠাকুরের সঙ্গে ত করে না।

মীনকেতু। ভারী বাচাল হয়েছিস্ দেখছি।

দাশরথি। হয়েছি বেশ করেছি। যান—চ'লে যান, বৃথা বিরক্ত কর্‌বেন না। আপনার কাজ না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে।

মীনকেতু। ব্যাটার কথা শুনেছ ? কার ছেলে তুই ?

দাশরথি। ব্যাটা বল্‌লে যখন, তখন আপনারই ছেলে।

মীনকেতু। কি নাম তোর শূয়ার ?

দাশরথি। শূয়ারের আবার নাম হয় নাকি ? বুড়ো হ'য়ে চুল পাকিয়ে ফেল্‌লেন, আর এইটুকু বুদ্ধি হ'ল না ? কি কাজকর্ম্ম করা হয় ? মাইনে-টাইনে দেয়, না লাউ-কুমড়ো দিয়ে খাটিয়ে নেয় ? বলি, ঘরে স্ত্রী আছে—স্ত্রী ? ভাত খেতে দেয় না আর কিছু ?

মীনকেতু। অ্যাঁ !

দাশরথি। ভেটকী-লোচন হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন যে ! কি বল্‌তে এসেছেন বলুন। দেরী হ'লে আমার পরিবার রাগ কর্‌বে।

মীনকেতু। কি বলতে এসেছিলুম, তা ত ঠিক মনে পড়্‌ছে না। ভেবে বল্‌তে হবে।

দাশরথি। তাহ'লে আপনি ভাবুন, আমি এখন আসি।

মীনকেতু। আসি বল্‌লেই হ'ল ?

দাশরথি। হ'ল না ত কি ?

মীনকেতু। এইমাত্র আমাদের মন্দির থেকে কে বেরিয়ে এল ?

দাশরথি। আমি তার কি জানি মশায় ?

মীনকেতু। জানিস না ? আমি যে দেখলুম, ঠাকুরের শূন্য আসনে তুই পা ঝুলিয়ে ব'সে আছিস।

দাশরথি। মাথা খারাপ নাকি ? আমি এলুম শ্বশুর-বাড়ী থেকে।

মীনকেতু। শ্বশুর-বাড়ী থেকে ! আমি যে স্পষ্ট দেখলুম, মালতীর সন্দেশের ভোগ তুই মুখে পূরে দিলি ?

দাশরথি। দূর বুড়ো। আমি সন্দেশ কখনও চামড়ার চোখে দেখি নি।

মীনকেতু। তবে তোর মুখে ও কি লেগে আছে রে শূয়ার ?

দাশরথি। শূয়ার শূয়ার ক'রো না ; ওতে ভয়ানক লাগে। (জিভ দিয়া ঠোঁট চাটিয়া লইল)

মীনকেতু। তুমি লোকটা কে ?

দাশরথি। আমি তোমার বাবার বাবা।

মীনকেতু। এ বর্ণ তুমি কোথায় পেলে ? মানুষের ত এ রকম বর্ণ হয় না।

দাশরথি। মানুষ বলছ কেন ? তুমিই ত বললে আমি শূয়ার।

মীনকেতু। তোমার গায়ে এ কিসের গন্ধ ?

দাশরথি। ঘামের গন্ধ।

মীনকেতু। কেন তোমার স্পর্শে মন্দিরের দ্বার আপনি খুলে যায় ? কেন তোমার মাথার উপর গাছের ফুল ঝরে পড়ে ? তোমার পায়ে মঞ্জীর নেই, তবু কেন প্রতি পদক্ষেপে মঞ্জীর বেজে ওঠে ? বল—তুমি কে ? তুমিই কি পিতৃসত্য পালনের জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস বরণ করেছিলে ? তুমিই কি দুর্ম্মদ রাবণকে সবংশে ধ্বংস করেছিলে ? তোমারি নাম নিয়ে কি রামায়ণ মহাকাব্য রচিত হয়েছে ?

দাশরথি। আমি যদি সে হই, কি করবে তুমি ?

মীনকেতু। লাঠির ঘায়ে মাথা গুঁড়ো করব।

দাশরথি। কেন ?

মীনকেতু। ত্রিশ বছর এত ভক্তি ক'রে যারা রঘুনাথের পূজো করেছে, কেন তাদের ঘরে এত অশান্তি ? কেন তাদের রাজা অকালে মরে ? কেন তাদের রাণী আজ ঘরছাড়া ? কেন তাদের মন্দির থেকে বিগ্রহ চুরি হ'য়ে যায় ?

দাশরথি। চুরি হয়েছে ? তবে যে শুনলুম পালিয়ে গেছে ?

মীনকেতু। পালাবেই বা কেন ?

দাশরথি। সাধুরা ত বলছে, না খেতে পেয়ে পালিয়ে গেছে। রাণী তীর্থে গেছে, আর ঠাকুরের ভোগও উঠে গেছে। এক সাধুকে জিজ্ঞেস করলুম,—কি করলে আবার ঠাকুর ফিরে আসবে ? বললে—বিদূষক ঠাকুর যদি পুজো করে, তবেই ফিরবে।

মীনকেতু। আমি পুজো করব ঠাকুর-দেবতাকে ? ঠাকুর-দেবতার নিকুচি করেছে। আমার ঠাকুর আমার দেশবাসী ধনী, নির্ধন, উচ্চ, নীচ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র—সব। অন্য ঠাকুর আমি চিনি না।

দাশরথি। তবে ঠাকুর ঠাকুর ক'রে মরছ কেন ?

মীনকেতু। আমার জন্যে নয় রে, আমার জন্যে নয়। আমার রাণী-মা এসে শূন্য মন্দির দেখলে বুক ফেটে ম'রে যাবে। তুই ব্যাটাই নিজে ভোগ মারবার জন্যে ঠাকুরকে চুরি করেছিস। কোথায় ফেলে দিয়েছিস বল্।

দাশরথি। আমি চুরি করেছি বুড়ো ? তবে তোমরা রুইদাসকে [illegible]ছ কেন ?

মীনকেতু। সব বুজরুকি। তুই ব্যাটা ঠাকুর চুরি করেছিস,

রুইদাসকে বাঁধিয়ে দিয়েছিস, আমাকে পর্য্যন্ত চুরি করেছিস। আমি তোর মাথার খুলি ওড়াব। (যষ্টি উত্তোলন)

রামানন্দের প্রবেশ।

রামানন্দ। এই এই, কেন মার্‌ছ ছেলেটাকে ?

মীনকেতু। মার বাবাজি, ব্যাটা চোর, ঠাকুর চুরি করেছে, কুকুর চুরি করেছে, আমাকে পর্য্যন্ত চুরি করেছে।

রামানন্দ। তোমাকে চুরি করেছে কি বল্‌ছ হে? এই ত তুমি দাঁড়িয়ে আছ।

মীনকেতু। আছি? আমি যে স্পষ্ট দেখলুম, ও ব্যাটা আমাকে চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছে বৈকুণ্ঠের পথে, আর মুখে ঠাকুরের নাম গুঁজে দিচ্ছে। করব না আমি ঠাকুরের নাম, যাব না আমি বৈকুণ্ঠে। আমার বৈকুণ্ঠ আমার দেশের মাটি, আমার ঠাকুর আমার দেশের মানুষ। ওই শুন্‌ছ, ব্যাটা কি বল্‌ছে শুন্‌ছ বাবাজি? বলে,—"তোকে যদি আমি চুরি না করেছি ত আমি বাপের ব্যাটা নই।" দাঁড়া, আমি তোর মাথাটা চুর ক'রে ফেল্‌ব, তবে আমার নাম মীনকেতু।

[লাঠি বাগাইয়া প্রস্থান।

দাশরথি। পাগলাটার কাণ্ড দেখেছেন? ভাগ্যিস আপনার পেছনে ফিরেছিলুম, নইলে ঠিক আমার মাথা ভাঙ্গত।

রামানন্দ। কি করেছ তুমি?

দাশরথি। কিচ্ছু করি নি মশায়। ঠাকুরের ভোগের থালা থেকে একখানা সন্দেশ তুলে মুখে দিয়ে ছিলুম, অমনি লাঠি নিয়ে কুকুরতাড়া। ছোটলোক বামুন কি না, বেশী ভাল কোত্থেকে হবে?

রামানন্দ। কেন তুমি ব্রাহ্মণের নিন্দা ক'চ্ছ বালক?

দাশরথি। প্রশংসার কিছু নেই ব'লে। রামানন্দের নাম শুনেছেন, —গুরু রামানন্দ ?

রামানন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি করেছে রামানন্দ ?

দাশরথি। বাবার মুখে শুনেছি, ঠাকুরের রামদাস ব'লে এক শিষ্য ছিল। একদিন জলঝড়ের মধ্যে ভিক্ষে করতে বেশী দূর যেতে পারে নি ব'লে এক ভক্তিমতী মহিলার হাত থেকে ত্রিশ কুনকে চাল নি:য় আসে। ঠাকুর সেদিন ভোগ নিলে না। গুরু ভাবলে শিষ্যের দোষ, অমনি তাকে শাপ দিলে,—যাও, মুচির ঘরে গিয়ে জন্মাও।

রামানন্দ। অপরাধ করলে শাস্তি ভোগ করবে না ?

দাশরথি। বাবার কাছে শুনেছি, অপরাধ করেছিল গুরু নিজে।

রামানন্দ। কি অপরাধ ?

দাশরথি। সত্যি মিথ্যে জানি নে মশায়। বাবা বল্‌লে,—গুরুর সব ভাল ছিল, শুধু এক দোষ ছিল, পাপীকে ঘৃণা করত। সেদিন এক গণিকা একরাশ ফুল এনে দিয়েছিল, গুরু তা ফেলে দিলে।

রামানন্দ। তুমি সত্য বলেছ বালক, তুমি সত্য বলেছ। কিন্তু সেখানে ত আর কেউ ছিল না। তোমার পিতা কি ক'রে জানলেন ?

দাশরথি। ওরা সব সেদ্ধ পুরুষ কিনা, সব জানে।

রামানন্দ। তাহ'লে রামদাস কোথায় জন্মেছে, তাও তিনি জানেন। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল বালক।

দাশরথি। না ম'রে ত তার কাছে যেতে পারবেন না।

রামানন্দ। কেন ?

দাশরথি। কারণ তিনি এখন স্বর্গে। ম'রেও যে তার কাছে যেতে পারবেন, তা মনে হ'চ্ছে না।

রামানন্দ। ওঃ—এ জীবনে আর দেখা হ'ল না।

দাশরথি। ঘাবড়াবেন না। বাবার কাছে শুনেছি, গুরু তাকে যে লাথি মেরেছিল, এ জন্মেও তার পিঠে সেই লাথির দাগ আছে। যান —খুঁজে দেখুন গে। নিজের নামাবলী দিয়ে সে লাথির দাগ যদি মুছে দিতে পারেন, তবেই যা হারিয়েছেন, তা ফিরে পাবেন।

রামানন্দ। আমি পার্‌ব, নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে বের কর্‌তে পার্‌ব। যদি দিন পাই, তোমাকে আমি ভুল্‌ব না বালক। জয় রঘুনাথ, জয় রঘুনাথ,—

[প্রস্থান।

দাশরথি। ওই গো, দেবী আস্‌ছে। আহা, মেয়েটার পথ বিপথের জ্ঞান নেই। ওরে পথের কাঁকর, স'রে যা; কাঁটা যদি থাক্‌িস—উড়ে যা, রুইদাসের বউ আসছে—পায়ে যেন কেউ আঘাত দিসনে।

দেবীর প্রবেশ।

দেবী। আঃ, সবাই চ'লে গেল, আমি যে চল্‌তে পাচ্ছি না। দাদা, একটুখানি দাঁড়াও, আমিও যাব; দেখ্‌ব কেমন সে মহামাত্য। কোন্‌দিকে পথ, রাজবাড়ীর পথ কোন্‌দিকে, কেউ কি বল্‌তে পার? আমি যে সব ভুলে গেছি।

দাশরথি। হ্যাঁ গা, তুমি যাচ্ছ কোথায়?

দেবী। রাজবাড়ী যাব ভাই।

দাশরথি। রাজবাড়ী! সে যে অনেক দূর।

দেবী। তা হ'ক, আমাকে যেতেই হবে।

দাশরথি। কেন বল দেখি? সে ত ভাল জায়গা নয়। সেখানে গেলে মানীর মান থাকে না। আমি হেন মানুষ, ঠাকুরের ভোগ থেকে একখানা সন্দেশ মুখে দিয়েছিলুম; এক বুড়ো আমায় লাঠি নিয়ে তাড়া ক'রে এল।

দেবী। পরের জিনিষ চুরি ক'রে নিলে মার খেতে হয় বই কি ?

দাশরথি। এর নাম চুরি হ'ল ? যাও যাও, ভারী তুমি বোঝ। বুঝলে আর এগায় হাত কাপড়ে কাছা থাকে না ?

দেবী। তুমি আমায় পথটা ব'লে দাও।

দাশরথি। নেই বলে গা, হট্ যাও।

দেবী। বল দাদা, বল ; তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

দাশরথি। ছুঁয়ে দিলে ত ? যাঃ, জাতটা গেল। এখন ঘরের বউ ঘরে যাও।

দেবী। কোথায় ঘর ? কার ঘর ? আমার স্বামীকে তারা কারাগারে আটকে রেখেছে। অষ্টপ্রহর চাবুক মারছে। হয়ত তাকে মেরেই ফেলেছে। তা যদি হয়, রাজবাড়ীতে আমি আগুন ধরিয়ে দেব। আর যদি সে বেঁচে থাকে, তাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে আস্‌ব। দেখি কার কত শক্তি যে আমার হাত থেকে আমার স্বামীকে ছিনিয়ে নেয়।

দাশরথি। কে তোমার সোয়ামী বল ত।

দেবী। তাকে চেন না ? ওই যে বাদামতলায় ব'সে জুতো সেলাই করে।

দাশরথি। রুইদাস ? ও হরি, তার জন্যে তুমি ভাব্‌ছ কেন ? সবাই ত বলে, তাকে কেউ মার্‌তে পারে না। তার রঘুনাথই তাকে রক্ষে কর্‌বে।

দেবী। এ তুমি কি বল্‌ছ বালক ?

দাশরথি। আমার কথা নয় গো, এ সব ওই বিদূষক ঠাকুরের কথা। আমি নিজের কাণে শুনেছি, মহামাত্যকে সে বল্‌ছিল—

দেবী। কি বল্‌ছিলেন তিনি ?

দাশরথি। বল্‌ছিল,—রাম নাম যার ধ্যান-জ্ঞান, তোমার অস্ত্র তার কিছুই কর্‌তে পারে না। একবার তার নাম করলে ধনুকধারী দাশরথি অমনি এসে তোমার মাথাটা উড়িয়ে দেবে।

দেবী। তুমি জান না ভাই, তুমি জান না, কারাগারে তাকে ওরা রামনাম উচ্চারণ কর্‌তেও দিচ্ছে না।

দাশরথি। তার বউকে ত কেউ বাধা দেয় নি। তার হ'য়ে তুমি গিয়ে ব'সে ঠাকুরপুজো কর। ঘরে ঠাকুর আছে ত?

দেবী। ছিল, আজ আর নেই।

দাশরথি। কি হ'ল? বেচে দিয়েছ?

দেবী। সে কি বেচে দেবার জিনিষ? নগরকোটাল তাকে জোর ক'রে ছিনিয়ে এনেছে।

দাশরথি। দুর আবেগের বেটি, কারও ঠাকুর কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে? গিয়ে দেখ, ঠাকুর ঠিক জায়গায় বসে ক্ষিধের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ ক'চ্ছে।

দেবী। না না, আমি যে স্পষ্ট দেখলুম, ভবানন্দ তাকে তুলে নিয়ে গেল। আমি গরীব, তার ভোগ দিতে পারি নি, তাই সে এক মুহূর্ত্তের জন্য এসেই চ'লে গেল। মন্ত্র জানি না, পুজো জানি না; ঘরে চাল নেই, বাগানে ভদ্রলোকেরা ফুল তুলতে দেয় না, তাই সে রইল না।

দাশরথি। আমি যে দেখে এলুম তোমার ঠাকুর তোমার ঘরেই আছে।

দেবী। অ্যাঁ! তুমি দেখে এলে? এ কি সত্যি?

দাশরথি। সত্যি দেখলুম গো। ক্ষিধের জ্বালায় তার মুখখানা আমসী হ'য়ে গেছে। যাও যাও, শীগগির গিয়ে ভোগ দাও।

দেবী। তাই যাব, তাই যাব। কিন্তু—

দাশরথি। আবার কিন্তু কি? ভাল ক'রে ঠাকুরের ভোগ দাও গে। তোমার স্বামীর কোন ক্ষেতি হবে না। বিদূষক ঠাকুরের কথা কি মিথ্যে হয়?

দেবী। তাঁর কথা আমি শুনি নি। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হ'চ্ছে, তোমার কথা বেদবাক্য, কেউ তা অমান্য করতে পারে না। তুমি কে ভাই?

দাশরথি। ভাই যখন বল্‌লে, তুমি আমার দিদি। তোমার সোয়ামী বোনাই। ভাল ক'রে ভোগ দাও গে দিদি, আমি যাচ্ছি।

দেবী। কিন্তু আমার ঘরে যে কিছুই নেই।

দাশরথি। এই নাও, তোমার আঁচলে এই কড়ি বেঁধে দিলুম। আর তোমার দুঃখু থাকবে না।

দেবী। আচ্ছা, তবে ফিরেই যাই। সত্যিই ত, রাখতে হয় তিনিই রাখবেন, মারতে হয় তিনিই মারবেন।

দাশরথি। ঠিক।

দেবী।— **গীত।**

মরণ যদি আনে প্রভু অমৃত-আলোক,
তবে তাই হোক, তবে তাই হোক।
জীবন তুমি, মরণ তুমি, হে করুণাময়,
সবার মাঝে পাই যেন গো তোমার পরিচয়;
আমার ভাল মন্দ আমার
তোমার পায়ে দিই উপহার,
তোমার মাঝে লীন হ'য়ে যাক্ আমার দুঃখ শোক।

[প্রস্থান।

দাশরথি। ওই আর এক মহাপুরুষ আসছে। এস দাদা, এস।

চন্দ্রসেনের প্রবেশ

চন্দ্রসেন। কে এখানে ?

দাশরথি। আজ্ঞে আমি দাশু।

চন্দ্রসেন। দাশু কে ?

দাশরথি। রাজবাড়ীর চাকর। কতদিন আপনার গাঁজা সেজে দিয়েছি, এর মধ্যে ভুলে গেলেন ? চলুন, আমি আপনাকেই নিয়ে যেতে এসেছি।

চন্দ্রসেন। কেন ? কেন ? রাণী কি এসেছে ?

দাশরথি। রাণী আস্‌বে কি মশাই ? রাণীর ত হ'য়ে গেছে।

চন্দ্রসেন। কি হ'য়ে গেছে ?

দাশরথি। একেবারে দফা গয়া।

চন্দ্রসেন। কি রকম ?

দাশরথি। আপনি ত বৃন্দাবন থেকে আস্‌ছেন ?

চন্দ্রসেন। বৃন্দাবন থেকে আস্‌ব কেন ? আমি আসছি অযোধ্যা থেকে।

দাশরথি। তাই নাকি ? তাহ'লে বৃন্দাবনে গুরু সেজে কে গেছল ? গুরু প্রেমানন্দ পরমহংস ? ইয়া লম্বা দাড়ি, কপালে গঙ্গামৃত্তিকার হাঁড়িকাঠ, মুখে রামনাম, পেটে জিলিপী। সে তাহ'লে আপনি নন ?

চন্দ্রসেন। এসব কি কথা ? আমি ত এসব জানিই না।

দাশরথি। ঘাবড়াচ্ছেন কেন মশায় ? আমি আপনাদেরই দলের লোক, মহামাত্যের পিসতুত সম্বন্ধী।

চন্দ্রসেন। বটে, বটে। তা তুমি আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

দাশরথি। মহামাত্য কাল রাজা হবে মশাই, আপনার জন্যে সৈন্যাধ্যক্ষের আসন তৈরী।

চন্দ্রসেন। তাই নাকি ?

দাশরথি। শীগ্‌গির আসুন, দেরী হ'লে ভবানন্দ ব'সে পড়্‌বে।

চন্দ্রসেন। ভবানন্দকে আমি যমালয়ে পাঠাব। (তরবারি নিষ্কাসন)

দাশরথি। তা ত পাঠাতেই হবে। লোকটা বলে কিনা—চন্দ্রসেন ত একটা জানোয়ার।

চন্দ্রসেন। কি ? জানোয়ার আমি না সে ?

দাশরথি। কিন্তু মশাই, আপনার ওই আঙুলটা বাঁধা কেন ?

চন্দ্রসেন। ও কিছু নয়। ফোঁড়া হয়েছে কিনা ?

দাশরথি। রাণীকে মার্‌লে আর একজন, আর আঙুল কাট্‌ল আপনার ?

চন্দ্রসেন। বল্‌ছি ফোঁড়া, তবু বল্‌বে কাটা ?

দাশরথি তাহ'লে এখন উপায় ? আঙুল-কাটা সেনাপতি ত ওরা রাখবে না।

চন্দ্রসেন। তবু সেই এক কথা ? আমি তোকে খুন করব। (তরবারি নিষ্কাসন)

দাশরথি। তোমাকে খুন কর্‌তে ওই অর্জ্জুন আসছে।

চন্দ্রসেন। অর্জ্জুন ? সেই মুচির ব্যাটা ? আমি ওর দফা রফা কর্‌ব।

দাশরথি। তাই কর, আমি ডেকে দিচ্ছি। (আঙুলে জড়ানো ন্যাকড়া টানিয়া লইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ)

চন্দ্রসেন। তবে রে শূয়ার, আমি তোর মাথা উড়িয়ে দেব।

দাশরথি। কাঁচকলা করবে। যাচ্ছি আমি রাজবাড়ী। কাটা আঙুল যখন দেখেছি, তখন খুনীকেও চিনেছি।

[প্রস্থান।

চন্দ্রসেন। যা ব্যাটা, যা; রাণী যখন মরেছে, তখন আর ভয়টা কাকে? একবার সৈন্যাধ্যক্ষ হ'য়ে নিই, প্রথমেই অর্জ্জুনের মাথা নেব, তবে আমার নাম চন্দ্রসেন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেবদত্ত। কি ব'লে গেল ছেলেটা? দিদি পরলোকে? ওঃ— নিয়তি, নিষ্ঠুর নিয়তি। কেন তুমি দত্তক পুত্র নিতে আয়োজন করলে দিদি? এমন ভাই থাকতে যে দত্তক নিতে চায়, তার মরা ছাড়া কি গতি আছে বল? যাক্, চন্দ্রসেন তাহ'লে গুরুগিরি ঠিকই করেছে। সব তাঁরই লীলাখেলা। জন্মেছি গরীবের ঘরে, পাঠশালায় ঘোড়ার পাতা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ক'রে ঘোড়ার ঘাস কাটতে হাত পাকাচ্ছিলুম; অকস্মাৎ রূপের জোরে দিদি হ'ল রাণী আর আমি হলুম মহামান্য রাজশ্যালক! অদৃষ্টে আরও দুর্গতি ছিল, তাই আজ বাধ্য হ'য়ে আমাকেই রাজা হ'তে হ'ল। সব তাঁরই লীলা।

ঘনশ্যামের প্রবেশ।

ঘনশ্যাম। তা ত বটেই। তুমি বাধ্য হ'য়েই রাজ্যভার গ্রহণ ক'চ্ছ বই ত নয়। তবে এও মনে রেখো বাবাজি, এই ঘনশ্যাম মিশ্র সোনার বিল্বপত্র দিয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়ন না করলে রাজারও যক্ষ্মারোগ হ'ত না, রাণীরও বৈরাগ্য জন্মাত না।

দেবদত্ত। আর আপনার সুযোগ্য পুত্র চন্দ্রসেন এত বড় ভার গ্রহণ না করলে বৃন্দাবনের যমুনাপুলিনে দিদিও দেহরক্ষা করত না। আপনার ঋণ আমি ইহজীবনে শোধ দিতে পারব না।

ঘনশ্যাম। কিসের ঋণ বাবাজি? তুমি আর চন্দ্রসেন কি আলাদা? বাড়বাড়ন্ত হ'ক তোমার। আমাদের শুধু দেখেই সুখ। আমার ব্রাহ্মণী ত তোমার কল্যাণে সাধু-সন্ন্যাসীকে কত টাকা যে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। বলে, দেবদত্ত রাজা হ'লে আমার ভাবনা কি? এই সেদিনও এক সাধুর কাছ থেকে এক হাজার টাকা দিয়ে একটা মৃত্যুঞ্জয় কবচ কিনেছে। এই নাও বাবাজি। আজ পরলে কালই তুমি রাজা হবে। (কবচ দিল)

দেবদত্ত। কই, আপনার নাতী ত রাজা হয় নি।

ঘনশ্যাম। নাতী রাজা হবে কেন?

দেবদত্ত। কবচটা যে অনেকদিন তার গলায় ছিল।

ঘনশ্যাম। এ তুমি বলছ কি?

দেবদত্ত। সব তাঁর ইচ্ছা।

ঘনশ্যাম। টাকাটা তাহ'লে দিতে আদেশ কর।

দেবদত্ত। তার জন্যে ভাবনা কি? সবই ত আপনাদের। আমি কে? যা নিতে হয় নেবেন, যা দিতে হয় দেবেন। রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করুন। আমি রাজা হ'লে আপনিই হবেন মহামাত্য, আর চন্দ্রসেন হবে সৈন্যাধ্যক্ষ।

ঘনশ্যাম। এ কি তুমি সত্যি বলছ?

দেবদত্ত। আপনি ত জানেন, সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে, তবু আপনারই মত দেবদত্ত মিথ্যা কখনও বলবে না। আমার আর কে আছে বলুন? স্ত্রীকে ত দেখতে পাচ্ছেন,—বহুপুণ্যে এমন ভয়ঙ্কর পত্নী পাওয়া যায়।

একটা ছেলে নেই যে আমার পর রাজা হবে। আমার মরার পর এ রাজ্য আপনার বংশধরেরাই ভোগ করবে।

ঘনশ্যাম। তুমি বল কি বাবাজি ?

দেবদত্ত। জ্যোতিষীরা একবাক্যে বলেছে, আমি আর সাড়ে তিন বছর বাঁচব।

ঘনশ্যাম। ষাট্ ষাট্, ও কি কথা ? আমি আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি, তুমি— আরও ক্ষীণজীবী হও।

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। মহামাত্য,—

ঘনশ্যাম। আর মাত্য কেন ? এবার থেকে মহারাজ বল্‌বে। আগামী অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতেই রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হবে। কি বল ? পারবে না আয়োজন করতে ?

ভবানন্দ। আপনার পায়ের জোর থাকলে নিশ্চয়ই পারব।

দেবদত্ত। কি ক'রে এলে তুমি ভবানন্দ ? রুইদাসের ঘর পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়েছ ত ?

ভবানন্দ। কই আর দিতে পারলুম ?

ঘনশ্যাম। তুমি কোন কাজের নও। আমি হ'লে—

ভবানন্দ। থাক্ ; আপনার যা ক্ষমতা, তা বোঝা গেছে। রুইদাসের কোন ভাই নেই, তবু সে আপনার হাত থেকে ঠাকুর কেড়ে নিয়ে গেল। কই, আমার হাত থেকে ত কেড়ে নিতে পারলে না।

ঘনশ্যাম। ঠাকুর এনেছ তুমি ? দাও দাও।

ভবানন্দ। আপনার হাতে দিই, আর রুইদাসের ভাই এসে কেড়ে নিয়ে যাক্।

ঘনশ্যাম। বাজে কথা ব'লো না ভবানন্দ, আমার রাগের শরীর।

দেবদত্ত। রুইদাসের ঘরে তাহ'লে আগুন ধরিয়ে দাও নি ?

ভবানন্দ। দিয়েছিলুম মহামাত্য। কি বল্‌ব ? সেই মুহূর্তে মুষল ধারে বৃষ্টি নেমে এল।

দেবদত্ত। কি বল্‌ছ তুমি পাগল ? চারদিকে কাঠফাটা রোদ, অনাবৃষ্টিতে রাজ্যশুদ্ধ জ্বলে গেল, আর বৃষ্টি নেমে এল শুধু ওই চামারের ঘরে !

ভবানন্দ। তাই দেখলুম মহামাত্য ! বারবার চেষ্টা ক'রেও আমি একটা খড়ও দগ্ধ কর্‌তে পারি নি।

ঘনশ্যাম। কতটা গঞ্জিকা সেবন করেছ ?

ভবানন্দ। যতটা সেবন ক'রে আপনি রুইদাসের ভাইয়ের হা'তে মার খেয়ে এসেছেন।

দেবদত্ত। তুমি যে এত বীরপুরুষ, আমি তা জানতুম্‌ না। নগর-কোটাল তুমি, তুমি উপস্থিত থাক্‌তে রুইদাসের সঙ্গে অমন একটা মেয়ের বিবাহ হ'য়ে গেল, তোমার অস্ত্রবল থাকতে হীন চামারের দল দিনে দিনে মাথা তুলে উঠছে, আজ আবার রুইদাসের কুঁড়েঘর পোড়াতে শোচনীয় ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে এলে ? ছি-ছি-ছি, তুমি মানুষ না পশু ? মেয়েটার মুখ দেখে দয়া হয়েছিল বুঝি ?

ভবানন্দ। তাকে দয়া করার কথা আপনার ; আমার নয়। আমি পশু হ'তে পারি, কিন্তু পরনারীকে দয়া কর্‌তে কখনও শিখি নি।

ঘনশ্যাম। তোমার স্পর্দ্ধা ত কম নয়। মহারাজকে তুমি ব্যঙ্গ কর্‌ছ ?

ভবানন্দ। মহারাজের ভাবনা মহারাজই কর্‌বেন। তুমি নিজেকে সামলাও ঠাকুর। রুইদাসের ভাইয়েরা দল বেঁধে আস্‌ছে।

ঘনশ্যাম। কে আস্‌ছে ?

ভবানন্দ। চামারপল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে অর্জ্জুন আস্‌ছে মহামাত্য।

দেবদত্ত। হাতে গাণ্ডীব আছে ত ?

ভবানন্দ। গাণ্ডীব নয় মহামাত্য, আছে সঙ্ঘশক্তি।

দেবদত্ত। সে আবার কি জিনিষ ?

ভবানন্দ। এ জিনিষ চোখে দেখা যায় না, কিন্তু এর শক্তি নাকি কোন অস্ত্রের চেয়ে কম নয়।

দেবদত্ত। তোমাকে তবে বেতন দেওয়া হয় কি জন্যে ? দুর্ব্বল নিরস্ত্র চামারের সঙ্ঘশক্তি যদি অস্ত্রের ঘায়ে চূর্ণ কর্‌তে না পার, তাহ'লে কোটালগিরি ছেড়ে চৌকিদারী নাও। সামান্য একটা কুঁড়েঘর পোড়াতে পার্‌লে না তুমি, আবার একটা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে নিয়ে এসেছ ? এর পর হয়ত বল্‌বে পাথরের ঠাকুর তোমার চোখের সামনে দিয়ে বীরদর্পে পালিয়ে গেছে !

ভবানন্দ। না মহামাত্য, ঠাকুর পালাতে পারে নি, আমি তাকে সযত্নে বুকে ক'রে নিয়ে এসেছি। এই নিন।

(দেবদত্তের দিকে পুতুল আগাইয়া দিল, সকলে সবিস্ময়ে দেখিল,
সে রঘুনাথের বিগ্রহ নয়, একটি পাথরের কুকুর)

সকলে। এ কি !

ঘনশ্যাম। ঠাকুরের বদলে কুকুর !

দেবদত্ত। ভবানন্দ !

ভবানন্দ। আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না মহামাত্য। আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি রুইদাসের ঘর থেকে নিজের হাতে বিগ্রহ তুলে এনেছি। এক মুহূর্ত্ত কোথাও নামাই নি। আমি জানি ও বিগ্রহের মহিমা। আমি জানি, রাজপ্রাসাদে ও বিগ্রহ না থাকলে রাজশক্তি

নিষ্ফল। বুকের নিধি বুকে ক'রেই আমি এনেছিলুম। জানি না কখন কি মন্ত্রবলে ঠাকুর কুকুর হ'য়ে গেল।

ঘনশ্যাম। তুমি মিথ্যাবাদী।

দেবদত্ত। আমি তোমায় কশাঘাত করব।

ভবানন্দ। তাই করুন মহামাত্য। যার হাতে ঠাকুর কুকুর হ'য়ে যায়, কশাঘাতই তার প্রাপ্য। আবার যাব আমি, দেখ্‌ব কি আছে এ রহস্যের অন্তরালে।

দেবদত্ত। দেখবে পরে। আগে ওই চামারগুলোকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে এস, অর্জ্জুনের মাথাটা কেটে নিয়ে এস।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। মাথাটা আমিই নিয়ে এসেছি, সাধ্য থাকে নামিয়ে দাও, আর আমিও তোমায় দেখিয়ে যাই যে, বেশী নির্য্যাতন করলে কেঁচোও সাপ হ'য়ে দংশন করে।

ঘনশ্যাম। ব্যাটার বড্ড বাড় বেড়েছে। মহারাজকে চোখ রাঙিয়ে কথা কও ব্যাটা?

অর্জ্জুন। চুপ্‌, বেরিয়ে যাও বল্‌ছি।

ঘনশ্যাম। ব্যাটাকে খড়মপেটা করব কিনা তাই ভাবছি।

অর্জ্জুন। তুমি যাবে কি না?

ঘনশ্যাম। নিশ্চয়ই যাব। তবে ভয়ে নয়, রাগে।

[প্রস্থান।

দেবদত্ত। কত লোক নিয়ে এসেছিস তুই?

অর্জ্জুন। দু'হাজার। কোলের ছেলেটাও বাদ যায় নি।

দেবদত্ত। কি চাই তোদের?

অর্জ্জুন। কোথায় রুইদাস?

ভবানন্দ। কারাগারে।

অর্জ্জুন। বল; কাশীর চর্ম্মকার-পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতার এই জিজ্ঞাসা—কোথায় আমাদের রুইদাস? কি করেছ তুমি তার? পথে ঘাটে সবাই যা বল্‌ছে, সে কি সত্য? তোমরা তাকে হত্যা করেছ? তাই যদি হয়, আমরা তোমাদের এই প্রাসাদে জীবন্ত সমাধি দেব।

দেবদত্ত। ভবানন্দ, দাঁড়িয়ে দেখছ কি? হত্যা কর।

ভবানন্দ। ক'জনকে হত্যা কর্‌বেন মহামাত্য? এরা একজন মর্‌বে, আর একজন এসে গলা বাড়িয়ে দেবে। জনশক্তিকে হত্যা করা যায় না মহামাত্য। তার চেয়ে আপনি আদেশ দিন, রুইদাসকে এনে আমি এদের হাতে সমর্পণ করি।

দেবদত্ত। না, না।

অর্জ্জুন। তাহ'লে ভেঙ্গে ফেল্‌ব আমরা কারাগার। মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব তোমার পাপদেহ। মনে করেছ, তুমি রাজা হবে, আর আমরা সুশীল সুবোধ প্রজার মত তোমার পদলেহন কর্‌ব। নিজের ভগ্নীকে হত্যা করবার জন্য যে ঘাতক লেলিয়ে দিতে পারে, সে আমাদের মাথাগুলো নিয়েও ছিনিমিনি খেলবে। আমরা তোমাকে রাজা হ'তে দেব না।

দেবদত্ত। না দাও, মর্‌বে। ও কে? একটা মুচির মেয়ে মুক্ত তরবারি নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌ল যে!

অর্জ্জুন। ওরে, তোরা আয়, বন্য'র মত এগিয়ে আয়। আমরা আমাদের রাণীর চাবুক পিঠ পেতে সইব, তা ব'লে বিদেশীর চোখরাঙানি সইব না।

(নেপথ্যে কোলাহল—রুইদাসকে চাই, অপমানের প্রতিশোধ
চাই। রুইদাস, রুইদাস,—)

মার্ত্তণ্ডসহ বন্দী রুইদাসের প্রবেশ।

রুইদাস। আমি এসেছি ভাই, আমি এসেছি। ওরে, তোরা ফিরে যা। কেউ আমার মাথা কেটে নেয় নি। অর্জ্জুন, ওদের নিয়ে তুমি চ'লে যাও অর্জ্জুন। ছি-ছি-ছি, এরা মানী লোক, এদের চোখ-রাঙাতে আমরা কি পারি ভাই?

অর্জ্জুন। তোমার গায়ে এ কিসের দাগ? এ যে অসংখ্য কশাঘাতের চিহ্ন! বল, কে মেরেছে তোমায়?

মার্ত্তণ্ড। আমি মেরেছি।

ভবানন্দ। পালাও হতভাগ্য, পালাও।

মার্ত্তণ্ড। কেন পালাব? ছোটলোকের ভয়ে রাজ্য ছেড়ে পালাতে হবে নাকি?

অর্জ্জুন। শোন্, শোন্ রাজবাড়ীর কুকুর,—

দেবদত্ত। চুপ্। রুইদাস, ঠাকুর কোথায়?

রুইদাস। জানি না।

অর্জ্জুন। আমি জানি।

দেবদত্ত। কে লুকিয়ে রেখেছে রাজবাড়ীর ঠাকুর?

অর্জ্জুন। আমার ভগ্নী দেবী। লুকিয়ে রাখে নি, ভক্তির ডোরে বেঁধে রেখেছে।

ভবানন্দ। তাই হবে মহামাত্য। আমি ত আমি, দশ হাজার সৈন্যেরও সাধ্য নেই দেবীর হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে আনে। যা দেখলুম, এ আর কখনও দেখি নি। চোরাবালির উপর আপনি রাজত্ব কচ্ছেন মহামাত্য। যদি ভাল চান, রুইদাসকে মুক্তি দিন, এদের বন্ধু ব'লে গ্রহণ করুন। নইলে আজ আপনারও শেষ, আপনার রাজত্বেরও সমাধি।

[প্রস্থান।

দেবদত্ত। রুইদাস,—

রুইদাস। আজ্ঞে,—

দেবদত্ত। আমি তোমাকে এক সর্ত্তে মুক্তি দেব।

অর্জ্জুন। কি সর্ত্ত?

দেবদত্ত। তোমার সেই রাজদ্রোহিণী স্ত্রীকে তোমার স্থান পূর্ণ করতে হবে।

রুইদাস। এমন মুক্তি আমি চাই না।

মার্ত্তণ্ড। তাহ'লে তোকে যমালয়ে পাঠাব।

রুইদাস। কে কাকে মার্‌তে পারে দাদা? আমার রঘুনাথ এই ত্রিসংসারের প্রভু; তার ইচ্ছা হ'লে আমি বাঁচব, তারই ইচ্ছা হ'লে আমি মর্‌ব। তোমরা কে? কতটুকু তোমরা? কি তোমাদের শক্তি? অহঙ্কারে অন্ধ হ'য়ে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না যে, তোমরা আমাদেরই মত একজনেরই হুকুমে সংসারের স্রোতে ভেসে ভেসে চলেছ। কে ছোট, কে বড়? সবাই তার হাতের খেলার পুতুল।

অর্জ্জুন। রুইদাস, এ কি জ্যোতি তোমার মুখে!

দেবদত্ত। দেবীকে চাই।

অর্জ্জুন। দেবদত্ত!

রুইদাস। যা বলেছ, আর কখনও এ কথা মুখে এনো না মহামাত্য। তাহ'লে মানুষ হয়ত স'য়ে যাবে, কিন্তু দেবতারা সইবে না।

অর্জ্জুন। দেবতারাও যদি সয়, এই দানব সইবে না।

দেবদত্ত। তাহ'লে তোরা দু'জনেই যমালয়ে যা।

(দেবদত্ত ও মার্ত্তণ্ড মুক্ত তরবারি দ্বারা অর্জ্জুন ও
রুইদাসকে আঘাত করিবার
উপক্রম করিল)

সহসা তরবারিহস্তে মুচির মেয়ের বেশে
কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। নামাও তরবারি। তরবারি নামাও বল্‌ছি।

সকলে। মহারাণি !!!

কালিন্দী। আমি মরি নি গুণধর। তোমার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল ক'রে আমি জীবিত অবস্থায় রাজধানীতে ফিরে এসেছি। বহুক্ষণ ধ'রে দেখছি তোমার ন্যায়নিষ্ঠ বিচার। তোমার হাতে রাজ্যভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে না আমি তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলুম? দধিদুগ্ধে ভরা শস্য-শ্যামল মলয় সমীর-স্নিগ্ধ যে সোনার রাজ্য আমি তোমার হাতে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলুম, কোথায় গেল আমার সে স্বপ্নের পুরী?

অর্জ্জুন। জবাব দাও'

মার্ত্তণ্ড। তুমি চুপ কর ব্যাটা চামার।

কালিন্দী। চুপ্; আর বেশী প্রগল্‌ভতা করলে তোমার মাথাটাই আমি নামিয়ে দেব।

রুইদাস। না না না। যে প্রাণ দিতে পারেন না, সে প্রাণ এত সহজে নেবেন না রাণিমা। নিতে হয় আমার মাথা নিন। এরা জানে না এরা কি ক'চ্ছে।

কালিন্দী। বাঁধন খুলে দাও।

দেবদত্ত। তুমি জান না দিদি, এ লোকটা চোর। এর শিরশ্ছেদ হওয়াই উচিত।

কালিন্দী। তোমার মত চোর ত এ রাজ্যে কেউ নেই। ওর যদি শিরশ্ছেদ হয়, তোমার কি হওয়া উচিত?

দেবদত্ত। এ তুমি কি রহস্য ক'চ্ছ দিদি?

অর্জ্জুন। রহস্য! তোমার কোন্ পাপের সঙ্গীকে সাধু সাজিয়ে মহারাণীকে হত্যা করতে পাঠিয়েছিলে?

ঘনশ্যামের প্রবেশ।

ঘনশ্যাম। এসব কি কথা—অ্যাঁ?

দেবদত্ত। তাইত, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

কালিন্দী। স্বপ্ন নয় গুণধর, সত্য।

ঘনশ্যাম। এ কি! আমার রাণীমা এসেছ? এস মা, এস, এতদিন তোমারই আশায় আমরা পথ চেয়ে ব'সে আছি। দেখ, কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে মা। দুঃখে আমার বুকটা কেন এখনও ফেটে গেল না, তাই বুঝতে পাচ্ছি না। মন্দিরের ভেতর থেকে রঘুনাথকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে এই ব্যাটা অস্পৃশ্য চামার। (খড়ম তুলিয়া রুইদাসের দিকে অগ্রসর হইল)

অর্জ্জুন। খবরদার। (খড়ম কাড়িয়া ফেলিয়া দিল)

মার্ত্তণ্ড। আদেশ দিন রাণিমা, যে পাষণ্ড আমাদের রঘুনাথকে চুরি করেছে—

কালিন্দী। চুরি করে নি; রঘুনাথ স্বেচ্ছায় এ পাপের পুরী ত্যাগ ক'রে তাঁর যোগ্য স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। যার অনাচারে প্রজারা কণ্ঠাগতপ্রাণ, নারীর সম্ভ্রম বিপন্ন, মানুষে মানুষে পাষাণ-প্রাচীরের ব্যবধান, যার জন্য তিন পুরুষের রঘুনাথ আজ গৃহত্যাগী, তাকে আমি ক্ষমা করব না। হ'ক সে ভাই, সে আমার রাজ্যের পরম শত্রু। তার সব অপরাধ ক্ষমা করলেও এই নিরপরাধ শিশু ভোলানাথের উপর যে অকথ্য নির্য্যাতন করেছে, তাকে আমি আদর্শ শাস্তি দেব।

রুইদাস। দোহাই রাণিমা, আমার জন্যে মানী লোকের মানহানি

করবেন না। আমাদের সবাই ত বাঁধে, সবাই ত মারে ; ও আমাদের গায়ে লাগে না।

ঘনশ্যাম। লাগবে কেন ? ছোটলোক হ'চ্ছে—

কালিন্দী। আপনি চুপ করুন ঠাকুর।

রুইদাস। আমি সব ভুলে গেছি রাণিমা। আমি ছোটলোক—

কালিন্দী। কে বলে তুমি ছোটলোক ? ছোটলোক এরা—এই কারাধ্যক্ষ, এই মহামাত্য, আর এই পুরোহিত। আমি তীর্থে তীর্থে গুরু অন্বেষণ করেছি। সর্ব্বত্রই এই কথা শুনেছি, আমার গুরু তীর্থে নেই, আছে আমার ঘরের পাশে। কতদিন তোমায় দেখেছি, কখনও চিনতে পারি নি। আজ আমার চোখ খুলে দিয়েছে একটা পথের ছেলে। আমি স্পষ্ট দেখছি, এ রাজ্যে একমাত্র তুমিই ব্রাহ্মণ।

রুইদাস। ছি-ছি-ছি, এ আপনি কি বলছেন ?

কালিন্দী। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, নিজের রূপে প্রতিভাত হও। সংসারের রাশি রাশি আবিলতায় অপবিত্র দেহ, পঙ্কিল মন আমার, আমায় পবিত্র কর। (পদধারণ)

রুইদাস। রাণিমা, রাণিমা, আমায় অপরাধী করবেন না। ছাড় মা, পা ছাড়। ও মা, আমি যে মুচি। এ কি করলে ঠাকুর ? লোকে শুনলে বলবে কি ?

দেবদত্ত। দিদি !

ঘনশ্যাম ও মার্ত্তণ্ড। রাণিমা !

কালিন্দী। দাও গুরু, আমায় দীক্ষা দাও।

ঘনশ্যাম। রাম রাম রাম।

রুইদাস। এ বড় খারাপ জায়গা। আমি এখানে থাকব না। আমি পালাই, আমি পালাই। পা ছাড় মা, পা ছাড়। রঘুনাথ, রঘুনাথ,—

[প্রস্থান।

কালিন্দী। এই ত মন্ত্র,—রঘুনাথ, রঘুনাথ! অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

দেবদত্ত। দেখছ কি ঠাকুর? প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়ে বল, রাণীর মস্তিকবিকৃতি হয়েছে। নইলে ব্রাহ্মণকন্যা ব্রাহ্মণের বধূ হ'য়ে হীন চর্ম্মকারকে গুরুত্বে বরণ করে? এই বিকৃতমস্তিষ্ক নারীকে আমরা সিংহাসনে বস্‌তে দেব না।

কালিন্দী। মার্ত্তণ্ড, তুমিই বুঝি এই মহাপুরুষের গায়ে অষ্টপ্রহর কশাঘাত করেছ? অর্জ্জুন, এই পশুটাকে জীবন্ত দগ্ধ কর।

মার্ত্তণ্ড। আমার কি অপরাধ রাণিমা? আপনি যাবার সময় ব'লে গিয়েছিলেন, বিনা প্রতিবাদে আপনার ভাইয়ের আদেশ পালন কর্‌তে। এক হাতে আমি চোখের জল মুছেছি, আর এক হাতে রুইদাসকে কশাঘাত করেছি। অপরাধ যদি হ'য়ে থাকে, সে আপনার, আমার নয়।

কালিন্দী। যাও, বেঁচে গেলে। বন্দী কর তোমাদের মহামাত্যকে।

দেবদত্ত। দিদি!

মার্ত্তণ্ড। রাখুন মশায় আত্মীয়তা। আপনার স্থান বাহিরে নয়, কারাগারে। (দেবদত্তকে বন্দী করিল)

কালিন্দী। কারাগারে নিয়ে যাও। কাল প্রভাতে বধ্যভূমিতে প্রজাদের চোখের সম্মুখে ওর শিরশ্ছেদ হবে।

ঘনশ্যাম। এ তুমি কি বল্‌ছ মা? এ যে তোমার ভাই।

কালিন্দী। আমার ভাই আমার প্রজারা। তাদের উপর যে নির্য্যাতন করেছে, সে আমার শত্রু।

অর্জ্জুন। করুণাময়ি মা, ছোটলোকের প্রণাম গ্রহণ কর। আমার সঙ্গীদের আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। মার্‌তে হয় তুমি আমাদের মার;

কিন্তু আর কারও হাতে আমাদের তুলে দিয়ে তুমি আর তীর্থভ্রমণে যেও না।

[প্রস্থান।

দেবদত্ত। দিদি ,—

কালিন্দী। চুপ্, কে তোর দিদি? আততায়ী পাঠিয়ে যাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলে, তাকে দিদি ব'লে ডাকতে লজ্জা করে না তোমার

দেবদত্ত। আমি পুরুষ,, লজ্জা আমার না থাকতে পারে; কিন্তু তুমি নারী, ব্রাহ্মণকন্যা, তোমার লজ্জা হ'ল না একটা মুচিকে বরণ করতে?

মার্ত্তণ্ড। আপনার মত বামুনের চেয়ে ওই মুচির দাম অনেক বেশী।

দেবদত্ত। তুমিও তাহ'লে দীক্ষা নাও বিশ্বাসঘাতক।

মার্ত্তণ্ড। বিশ্বাসঘাতক আপনি।

কালিন্দী। যাও, নিয়ে যাও। কাল প্রভাতেই হবে ওর মৃত্যু।

দেবদত্ত। নিজের মৃত্যুর কথা ভাব নারি। চতুর্দ্দশ পুরুষকে তুমি আজ নরকে নামিয়েছ, তোমার মৃত্যু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও রোধ করতে পারবে না।

[শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া প্রস্থান।

মার্ত্তণ্ড। পালিয়ে কোথায় যাবে দস্যু? পাতালের তলায় লুকিয়ে থাকলেও তোমার নিস্তার নেই।

[প্রস্থান।

ঘনশ্যাম। হ্যাঁ মা, এ কি তুমি সত্যি বলছ? ওই চামার হারামজাদাকে—

কালিন্দী। বেরিয়ে যান। আপনাকে আর আমার পৌরোহিত্য করতে হবে না।

ঘনশ্যাম। এ তোমার অভিমানের কথা। তুমি অভিমান কর্‌লেই ত আমি তোমাকে ত্যাগ কর্‌তে পারি না। মহারাজের কাছে শপথ করেছি—

কালিন্দী। আপনি যেমন ভণ্ড, তেমনি মিথ্যাবাদী। আপনার ছেলে চন্দ্রসেনকে পাঠিয়ে দিন গে যান। এ আমার অনুরোধ নয়, আদেশ।

[প্রস্থান।

ঘনশ্যাম। দাঁড়াও, এখনি ঢাকে কাঠি দিচ্ছি। তোমার মাথাটা যদি আমি চিবিয়ে না খাই ত আমার নাম ঘনশ্যাম নয়।

গীতকণ্ঠে উদাসীর প্রবেশ।

উদাসী।—　　　　　　গীত ঃ

কত মাথা খেলি এবার নিজের মাথা খা,
সময় হ'ল নিকট, এখন যমালয়ে যা।
কেন দিলি পৈতে গলায়, কর্‌লি কি সৎকর্ম্ম ?
জীবন থেকে বাদ দিয়েছিস সত্য দয়া ধর্ম্ম ;
পরের মাথায় দিয়ে বাড়ি
জমালি যা টাকার কাঁড়ি,
ভুল্‌তে এ চোখ মেলে দুচোখ তারি পানে চা।

ঘনশ্যাম　মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে এসেছ শূয়ার ? খড়মপেটা কর্‌ব।

[উদাসীকে তাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হানাবাড়ী—দ্বিতলকক্ষ।

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেবদত্ত। চমৎকার অভিনয় করেছে মার্ত্তণ্ড। নইলে এতক্ষণে আমাদের দু'জনেরই মাথা যেত। কারাগারের বন্দীদের মুক্ত করতে গেছে, পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। রাণী মরবে, তার মরা ছাড়া অন্য পথ নেই। তার হাতে রাজ্যরশ্মি থাকলে অস্পৃশ্য মুচির দল এসে ক্ষমতার উচ্চাসনে ব'সে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের চাবুকের ঘায়ে শাসন করবে। মন্ত্রী হবে রুইদাস, সেনাপতি হবে অর্জ্জুন, আর দেবী হবে রাণীর গুরুমা। এই আচারভ্রষ্টা নারীর হাতে রাজ্যভার আমি থাকতে কিছুতেই দেব না। এর জন্য আমায় যে কোন মূল্য দিতে হয়, দেব। কে?

মার্ত্তণ্ডের প্রবেশ।

মার্ত্তণ্ড। আমি, মহামাত্য।

দেবদত্ত। কারাগার খুলে দিয়েছ?

মার্ত্তণ্ড। হ্যাঁ মহামাত্য। চোর গুণ্ডা খুনী বদমায়েসের দল ছাড়া পেয়ে সবাই মধুবনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

দেবদত্ত। এরাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ সৈনিক। সবার হাতে হাতে অস্ত্র তুলে দাও। কত সৈন্য আমার সঙ্গে যোগ দেবে মনে কর?

মার্ত্তণ্ড। অন্ততঃ সাত হাজার। ঘনশ্যাম মিশ্র চেষ্টা করলে

প্রজাদেরও অধিকাংশ ক্ষেপিয়ে তুলতে পারবে। মুচির ছেলেকে গুরুত্বে বরণ করায় বামুন-ক্ষত্রিয়েরা কেউ মহারাণীর উপর সন্তুষ্ট নয়।

দেবদত্ত। রাণী কোথায় ?

মার্ত্তণ্ড। বরুণায় স্নান করতে গেছেন।

দেবদত্ত। উত্তম ; তাঁর ফিরে আসবার আগেই অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হবে।

মার্ত্তণ্ড। কিন্তু আপনি আর এখানে অপেক্ষা করবেন না। মহারাণী আপনার মাথার জন্য পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

দেবদত্ত। তবে আর কি ? তুমিই মাথাটা কেটে নিয়ে যাও।

মার্ত্তণ্ড। আমি ত মহামাত্য নই, সামান্য কারাধ্যক্ষ ; উপকারীর অপকার কেমন ক'রে করতে হয়, আমি জানি না। স্ত্রী পুত্র নিয়ে আমার উপবাসে দিন কাটছিল, আপনিই দয়া ক'রে এনে চাকরি দিয়েছিলেন।

দেবদত্ত। চাকরিটা ত আমার নয়, মহারাণীর। এতদিন আমার তাঁবেদারি করেছ, এবাব থেকে তাঁর তাঁবেদারি কর গে।

মার্ত্তণ্ড। রাণীর তাঁবেদারি করব আমি ! যে নারী ব্রাহ্মণ-সন্তান হ'য়ে মুচিকে গুরুত্বে বরণ করে, তার পদলেহন আমি করব না।

দেবদত্ত। রাণীকে যদি বন্দী করতে পারি, জল্লাদের কাজটা তোমাকে দিয়েই করাব।

মার্ত্তণ্ড। কবে সে শুভদিন আসবে ? এ নারী সমাজের শত্রু, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের কলঙ্ক, মৃত্যু ছাড়া এর আর কোন পথ নেই।

দেবদত্ত। শুধু এর নয়, এর গুরু সেই রুইদাসকেও আমি যমালয়ে পাঠাব।

মার্ত্তণ্ড। গুরু ফুরু সব মিছে কথা। আসল কথা—রাণী তার রূপ দেখে ভুলেছে।

দেবদত্ত। খবরদার বাচাল। পুনরায় এ কথা উচ্চারণ করলে তোমার জিভটাই উপড়ে ফেল্‌ব। মনে রেখো, সে সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান।

মার্ত্তণ্ড। সে ত আপনাকে দেখেই বুঝতে পাচ্ছি।

দেবদত্ত। বাচালতা ক'রো না। যা বল্‌ছি শোন। রুইদাস আমাদের বংশমর্য্যাদা ধূলিসাৎ করেছে, তার বুকে বজ্রাঘাত কর। তার সেই বউটাকে—

মার্ত্তণ্ড। আপনার চাই।

দেবদত্ত। পারবে তাকে ভুলিয়ে মধুবনে নিয়ে যেতে ?

মার্ত্তণ্ড। না মহামাত্য। স্বামীকে কর্‌ব ঘৃণা, আর বউকে কর্‌ব চুরি, এমন বিদ্যা আমার জানা নেই। রুইদাসকে জ্যান্ত কবর দিতে বলেন, তা আমি পার্‌ব, তা ব'লে তার বউয়ের হাত ধর্‌তে পার্‌ব না।

[প্রস্থান।

দেবদত্ত। দেবীকে চাই—যেমন ক'রে হ'ক, তাকে নিশ্চয়ই আমার চাই।

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মবুদ্ধির প্রবেশ।

ধর্ম্মবুদ্ধি।— গীত।

সারাজীবন চাইলি শুধু, কিছুই কারে দিলি না,
যা পেলি সব কুড়িয়ে নিলি, হিতোপদেশ নিলি না।
তোর কাছে কি সবাই ঋণী বিশ্বজগৎময় ?
পাঠশালে কি পড়িস নি ছাই, নিলেই দিতে হয় ?
বিশ্বগ্রাসী এই পিপাসা
সকল সুখের কর্ম্মনাশা,
জীবন ভরে কাচ কুড়ালি, আসল জিনিষ পেলি না।

দেবদত্ত। কে? কে কথা কইছে? মীনকেতু? গলা টিপে শেষ করব। মহারাণী? মাথা উড়িয়ে দেব। রুইদাস? মাথায় আমি বজ্রাঘাত করব।

ধর্ম্মবুদ্ধি। বজ্র ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাবে; আর যাই কর বন্ধু, আগুন নিয়ে খেলা ক'রো না।

[প্রস্থান।

দেবদত্ত। আগুন! চামারের মেয়ে আগুন! দূর দূর।

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। এই যে মহামাত্য। এ কি হ'ল মশায়? বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে দেখলুম, আমাকে ধরবার জন্যে শাস্ত্রীরা বাড়ী ঘেরাও ক'রে রেখেছে। এখন আমি করি কি বলুন।

দেবদত্ত। ঘোমটা দিয়ে ঘরে যাও।

চন্দ্রসেন। ধ'রে ফেলে যদি?

দেবদত্ত। ধরা দেবে।

চন্দ্রসেন। ধরা দেব? তারপর রাণী যখন মাথাটা কেটে ফেল্‌বে, তখন?

দেবদত্ত। তখন মর্‌বে।

চন্দ্রসেন। মর্‌ব কি মশায়?

দেবদত্ত। তোমার মত কাপুরুষের মরাই ভাল।

চন্দ্রসেন। আপনিও ত কাপুরুষ, তবে আপনি মরেন নি কেন?

দেবদত্ত। কি?

চন্দ্রসেন। আমি মর্‌ব, আর আপনি বেঁচে থেকে দুধ ঘি খাবেন, সেটি হবে না। মরতে হয়, আপনাকে নিয়েই মর্‌ব। এখন টাকা বার করুন।

দেবদত্ত। টাকা! তোমার মাথাটা যে এখনও কাঁধ থেকে নামিয়ে দিই নি, এই তোমার পরম সৌভাগ্য। তোমার অকর্ম্মণ্যতার জন্যই আজ আমি সব হারিয়ে ব'সে আছি। আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে—তোমার পিঠে দশবার পদাঘাত করি।

চন্দ্রসেন। দশবার কেন, বিশবার করুন। তা ব'লে টাকা দেবেন না কেন?

দেবদত্ত। যা দিয়েছি তা ফেরৎ দাও, নইলে আমি তোমায় গলা টিপে মারব। এই সাম'ন্য কাজ তুমি ক'রে আসতে পারলে না, আবার টাকা চাইতে এসেছ?

চন্দ্রসেন। আপনি বোধহয় শাস্ত্র পড়েন নি? শাস্ত্রে বলেছে—তুমি শুধু চেষ্টা করবে, চেষ্টা ক'রেও যদি না হয়, তোমার বাবার কি? দিন, টাকা দিন, আমায় আবার পালাতে হবে কিনা।

দেবদত্ত। টাকা তোমায় দিতে পারি যদি আর একটা কাজ করতে পার।

চন্দ্রসেন। সেকথা ভাল। কাজ করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তবে ধ'রে কারবার আর করব না, নগদ টাকা চাই।

দেবদত্ত। তাই পাবে। দেবীকে আমার চাই।

চন্দ্রসেন। দেবীটা কে?

দেবদত্ত। রুইদাসের স্ত্রী।

চন্দ্রসেন। মুচি রুইদাস ত? মহারাণী যার রূপ দেখে মজেছে?

দেবদত্ত। কে বলেছে এ কথা?

চন্দ্রসেন। না বল্‌ছে কে? হাটে বাজারে রাস্তায় ঘাটে সবারই মুখে ওই এক কথা,—মহারাণী মুচির প্রেমে আকণ্ঠ মজেছে।

দেবদত্ত। আমি তোমায় হত্যা করব।

চন্দ্রসেন। তাহ'লে দেবী আর আস্‌বে না, শোধও তোলা হবে না।

দেবদত্ত। নিয়ে এস সেই চামারণীকে। আজ রাত্রেই তাকে আমি মধুবনে দেখতে চাই। এই নাও পারিশ্রমিক। (গলা হইতে হার খুলিয়া দিল) যদি পার, আরও পুরস্কার দেব।

চন্দ্রসেন। পার্‌ব কি না ভগবানই জানেন। আমি শুধু চেষ্টা কর্‌ব। চেষ্টা ক'রেও যদি না পারি, সে দোষ আমার নয়, আপনার বরাতের।

[প্রস্থান।

দেবদত্ত। মূর্খ জগৎ বল্‌বে, এ রূপের মোহ। আমি জানি, এ শুধু প্রতিশোধ।

মালতীর প্রবেশ।

মালতী। কিসের প্রতিশোধ গা? কার উপর প্রতিশোধ নেবে? মহারাণীর উপর? অন্যায় ত তিনি করেন নি, করেছ তুমি।

দেবদত্ত। তুমি আবার কেন এলে?

মালতী। তোমায় নিয়ে যেতে এলুম। অনেক খুঁজে খুঁজে তোমায় এই ভূতের বাড়ীতে এসে দেখতে পেলুম। পুরুষ মানুষ তুমি, কেন এমনি ক'রে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ? চ'লে এস।

দেবদত্ত। কোথায়?

মালতী। হয় বাড়ী চল, না হয় রাজপ্রাসাদে চল।

দেবদত্ত। রাজপ্রাসাদে যাব? আমার মাথার দাম যে পাঁচ হাজার টাকা, তা কি তুমি জান?

মালতী। জানি।

দেবদত্ত। টাকাটা কি তুমিই নিতে চাও?

মালতী। তোমার মাথার বিনিময়ে টাকা! টাকা নিয়ে আমার মাথা তুমি বিক্রি করতে পার, তোমাব মাথা আমি বিক্রি করতে পারি না। চল, দু'জনে চোখের জলে দিদির পা ধুয়ে দেব। তাঁর দয়ার শরীর, নিশ্চয়ই তিনি তোমায় ক্ষমা করবেন।

দেবদত্ত। যদি না করেন?

মালতী। তাহ'লে আমি আগে মরব, তুমি মরবে তার পরে।

দেবদত্ত। তুমি মর, তাতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু আমি এখন মরতে পারব না।

মালতী। কেন পারবে না? বাঁচতে তোমার এখনও সাধ হয়? তোমার এই অধঃপতন দেখে আমার যে বুকে ছুরি বিঁধিয়ে মরতে ইচ্ছে হ'চ্ছে।

দেবদত্ত। ইচ্ছে পূরণ কর, কেউ বাধা দেবে না।

মালতী। মরতে পারি না শুধু তোমারই জন্য। আমি না থাকলে তুমি আরও অধঃপাতে যাবে। চল, যেতেই হবে তোমায়; কোন কথা আমি শুনব না। দিদির পায়ে ধ'রে ক্ষমা তোমায় চাইতে হবে, তারপর যা হয় হ'ক।

দেবদত্ত। ওই ব্রাহ্মণকুলকলঙ্কিনী আচারভ্রষ্টা নারীর পায়ে ধরব আমি! অপেক্ষা কর; তাকে আর তার অস্পৃশ্য গুরুটাকে আমি যমালয়ে পাঠাব।

মালতী। চেষ্টা ত একবার করেছ। তবু কি তুমি বুঝতে পার নি যে, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে? ছি-ছি-ছি, ভাবতেও মাথা নুয়ে আসে—তুচ্ছ একটা রাজ্যের লোভে তুমি তোমার ভগ্নীর হত্যার জন্য জাল পেতে ছিলে। তুমি ছাড়া কে আছে তাঁর? রাজা না হ'য়েও রাজ্যটা হয়ত তোমারই ভোগে আস্ত।

দেবদত্ত। না না, তুমি জান না, রাণী দত্তক পুত্র নেবার আয়োজন করেছিল; তাইত আমি তাকে তীর্থে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। রাজ্যটা আমার চাই।

মালতী। তোমার পিতা ক'টা রাজ্যের রাজা ছিলেন?

দেবদত্ত। পিতা দরিদ্র ছিলেন ব'লে আমিও তাই হব, এমন কোন কথা নেই।

মালতী। কাঙ্গালের ঘোড়া-রোগ হয়েছে। এখনও সাবধান না হ'লে অকালমৃত্যু তোমার কেউ রোধ করতে পারবে না। দোহাই তোমার, রাজ্যের মোহ ত্যাগ কর।

দেবদত্ত। ত্যাগ করব ব'লেই কি রুগ্ন রাজার ওষুধের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলুম?

মালতী। কি বল্‌লে? রাজাকে অকালমৃত্যু দিয়েছ তুমি! তাই সে সদাহাস্যময় মুখ মৃত্যুর পর অমন নীল হ'য়ে গিয়েছিল! ওগো, একথা শোনবার আগে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন? এ কি তুমি সত্যি বল্‌ছ? আমাদের উপর যে তাঁর মমতার অন্ত ছিল না। তুমি খুনী! মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়েছ তুমি! ঠাকুর পূজো ক'রে কি আমি এই ঠাকুর লাভ করেছি? কি আর বল্‌ব তোমাকে? আমি ছুটে এসেছিলুম তোমার প্রাণরক্ষা করতে। আর আমার সে সাধ নেই। তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে আমি প্রার্থনা ক'চ্ছি, আমি যেন বিধবা হই।

দেবদত্ত। আমিও প্রার্থনা ক'চ্ছি, আমি যেন স্ত্রীহীন হই।

[প্রস্থান।

মালতী। একটা বাজ পড়ে না এই খুনীর মাথার উপর? বজ্রধারি, তুমি কি ঘুমিয়ে আছ?

মার্ত্তণ্ডের প্রবেশ।

মার্ত্তণ্ড। মহামাত্য, কাজ শেষ।

মালতী। কি মার্ত্তণ্ড?

মার্ত্তণ্ড। এই যে, আপনি এখানে। কাঁপছেন কেন? কোন ভয় নেই। কার সাধ্য আমাদের গায়ে কাঁটার আঁচড় দেয়? দেখুন না আমরা কি ক'রি? অস্ত্রাগারে আর একখানা অস্ত্রও নেই।

মালতী। কেন?

মার্ত্তণ্ড। সব লুট।

মালতী। কে লুট কর্‌লে?

মার্ত্তণ্ড। আমরা।

মালতী। তোমরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছ? কি কর্‌বে তোমরা অস্ত্র দিয়ে?

মার্ত্তণ্ড। যুদ্ধ কর্‌ব। সৈন্য-সামন্ত প্রায় সবাই আমাদের পক্ষে।

মালতী। এ তুমি কি বল্‌ছ? মহারাণীকে যে সবাই ভক্তি করে।

মার্ত্তণ্ড। ভক্তি চ'টে গেছে। বামুনের মেয়ে মুচির সঙ্গে ঢলাঢলি করলে—

মালতী। মার্ত্তণ্ড!

মার্ত্তণ্ড। কিচ্ছু ভাববেন না আপনি। রাণী ত মর্‌বেই, তার উপর রুইদাসও বুক ফেটে ম'রে ব'সে আছে। তার বউকে চুরি—(স্বগত) তাইত রে বাবা, এ কাকে কি বল্‌লুম? এ যে ঘরের ঢেঁকী কুমীর—এ-হে-হে-হে।

মালতী। রুইদাসের বউকে চুরি করবে? কে? কার কথা বল্‌ছ?

মার্ত্তণ্ড। কারও কথা নয় ঠাকরুণ। সব মিথ্যে, যা বলেছি—ঠাট্টা

ক'রে বলেছি। একদম বাজে, বিলকুল মিথ্যে, আগাগোড়া পরিহাস! ওরে বাবা!

[প্রস্থান।

মালতী। একি! দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে গেল! না না, আমায় যেতেই হবে। আগে দিদিকে সংবাদ দেব? না দেবীর কাছে ছুটে যাব? যেতে আমায় হবেই। দোর খোল, দোর খোল বল্‌ছি! খুল্‌বে না? তবে ওই ভাঙ্গা জানালা দিয়ে আমি নীচে লাফিয়ে পড়্‌ব। জয় রঘুনাথ, জয় রঘুনাথ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কইদাসের কুটির।

দেবীর প্রবেশ।

দেবী। পালিয়ে এসেছ ঠাকুর? রাজভোগ খেতে গেলে না? গরীব মুচির ঘরেই ফিরে এলে? কিন্তু আজ যে আমার ঘরে কিছুই নেই রঘুনাথ। ক্ষিধের জ্বালায় তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, কি দেব তোমার মুখে? ছেলেটা পয়সা ব'লে এক টুক্‌রো পাথর আঁচলে বেঁধে দিয়ে তামাসা করলে। পাথর দিয়ে ত চাল কেনা যাবে না; তাই যন্ত্রপাতির থলের মধ্যে রেখে দিয়েছি যদি তার কাজে লাগে। সেও ত কই এল না। যাক্, একটা যন্ত্র বিক্রি ক'রে চাল কলা নিয়ে আসি, তারপর যা হয় হবে।

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। ওই ত তুমি ব'সে আছ ঠাকুর। এমনি ক'রেই জীবনে সহস্রবার মানুষকে তুমি বুঝিয়ে দাও যে, তুমি ভক্তির ডোরে বাধা, শক্তি দিয়ে তোমায় পাওয়া যায় না। আমরা দেখেও দেখি না, বুঝেও বুঝতে পারি না। থাক ভক্তবৎসল, মুচির ঘরেই তুমি অচল হ'য়ে ব'সে থাক। আর আমি তোমায় বিরক্ত করব না। যদি দূর থেকে তোমায় দেখে চোখ জুড়োতে চাই, মহাপাপী ব'লে মুখ ফিরিয়ে থেকো না।

দেবী। একি! আবার আপনি ঠাকুর নিতে এসেছেন?

ভবানন্দ। না দেবি, তোমাদের ঠাকুর তোমাদেরই আছে, তোমাদেরই থাকবে। কারও সাধ্য নেই যে তোমাদের ঘর থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। না বুঝে তোমাদের উপর অনেক অত্যাচার করেছি। তোমার এই নির্ব্বোধ ভাইকে ক্ষমা কর বোন। (নতজানু)

দেবী। ছি-ছি-ছি, ও কোটাল মশাই, উঠুন উঠুন, বামুনের ছেলে আপনি, মুচির মেয়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসলেন কেন? আমাদের অমঙ্গল হবে যে।

ভবানন্দ। তোমাদের অমঙ্গল করার শক্তি কারও নেই। স্বয়ং মঙ্গলময় তোমাদের সহায়।

দেবী। আমার স্বামী কোথায়, আমার স্বামী?

ভবানন্দ। তার স্বামী যিনি, তিনিই তাকে রক্ষা করবেন। তোমার কোন ভয় নেই।

দেবী। তবে যে আমাদের পাড়াময় রটে গেছে, মহামাত্য তাকে খুন করেছে? এ'কি সত্যি?

ভবানন্দ। না, এইমাত্র আমি দেখে এলুম—বিচারের জন্য তাকে

নিয়ে যাচ্ছে, আর তার হাজার হাজার জাতভাই রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে।

দেবী। আপনি তাকে দেখেছেন? কেমন আছে কোটাল মশাই? সে যে খিদে পেলে চায় না, তেষ্টা পেলে বোঝে না, তার তৈরী জুতো দিয়ে কত লোক তাকে মারে, সে করুণ চোখে চেয়ে থাকে। কখন আস্‌বে গো, কখন আস্‌বে? আমার যে এক পল কাটে না। আমি যাব, আমি যাব—না না, ঘরে উপোসী ঠাকুর, তার ভোগ দিতে হবে। কি ভোগ দেব?

ভবানন্দ। ঘরে বুঝি কিছু নেই? পাপী ব'লে যদি ঘৃণা না কর, আমার এই আংটিটা নাও, দোকানে বিক্রি ক'রে অনেক টাকা পাবে।

দেবী। আংটি আপনি রেখে দিন কোটাল মশাই। যদি পারেন, আমার একটা উপকার করুন। শুধু দু'দিনের জন্যে বল্লভ মাঝির দোকানে খুরপাইটা বাঁধা দিয়ে দুটো টাকা এনে দিন। তার দোকানে এ খুরপাই অনেকবার বাধা পড়েছে, দামদস্তুর কিছুই কর্‌তে হবে না।

ভবানন্দ। তাই দাও তবে।

(দেবী থলিয়া হইতে খুরপাই বাহির করিয়া আনিল, উভয়ে
সবিস্ময়ে দেখিল লোহার খুরপাই সোনা হইয়া গিয়াছে)

দেবী। একি! সোনার খুরপাই!

ভবানন্দ। তাইত,—

দেবী। কে আমার এ সর্ব্বনাশ কর্‌লে? তার তিনপুরুষের লোহার খুরপাই এমনি ক'রে অবেজো হ'য়ে গেল? আমি ঘরে ছিলুম না; নিশ্চয়ই কে লোহার খুরপাই চুরি ক'রে সোনার খুরপাই রেখে গেছে।

ভবানন্দ। না দেবি, তোমাদের মত বোকা চামারের বংশেও

আর নেই যে, সোনা রেখে লোহা নিয়ে যাবে। আর সব যন্ত্রগুলো বার কর দেখি

(দেবী থলিয়া উপুড় করিয়া ঢালিল, দেখা গেল সব যন্ত্রই সোনার হইয়া গিয়াছে)

দেবী। একি করলে ঠাকুর? আর যে ওর যন্ত্র কেনবার পয়সা নেই। কি ক'রে জাত-ব্যবসা চল্‌বে? তুমি ঘরে থাক্‌তে চোর এসে আমার এ সর্ব্বনাশ ক'রে গেল, তুমি তার হাতখানা চেপে ধরতে পারলে না?

ভবানন্দ। বোকা অনেক দেখেছি, কিন্তু তোমাদের মত এমন বোকা আর আমি দেখিনি। আনন্দে তোমার নাচবার কথা, আর তুমি হা-হুতাশ ক'চ্ছ? তাই কর বোন, তাই কর; বোকা না হ'লে বোধহয় তাকে পাওয়া যায় না। এ দৃশ্য আমি কাকে দেখাব? কাকে ডেকে বলব—এই আমাদের দেশের ছোটলোক।

দেবী। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন কোটাল মশাই? গরীবের ঘরে কোন চোর এসেছিল, তাকে খুঁজে বের করুন।

ভবানন্দ। চোরে কি তোমার চাবির গোছাটাও সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়ে গেছে?

দেবী। ওমা, তাইত; একি হ'ল? চাবির গোছা সোনা হ'য়ে গেল?

ভবানন্দ। এ পাথর কিসের দেবি?

দেবী। একটা ছেলে পয়সা ব'লে এ পাথর আমার আঁচলে বেঁধে দিয়েছিল। বল্‌লে, আর তোমার দুঃখ থাকবে না।

ভবানন্দ। বুঝেছি দেবি, বুঝেছি। এ যে-সে পাথর নয়, এর নাম পরশপাথর। এর স্পর্শে লোহা সোনা হ'য়ে যায়। রাজার ভাণ্ডারেও এ ঐশ্বর্য্য নেই।

দেবী। অ্যাঁ! আপনি বল্‌ছেন কি? এ সর্ব্বনেশে পাথরের এত বিষ! সব সোনা হ'য়ে যাবে? মাটি পাথর হাঁড়ীকুঁড়ি কিচ্ছু থাকবে না? আমার স্বামীও কি সোনার স্বামী হ'য়ে যাবে? হতভাগা ছেলে দিদি ব'লে আমার এতবড় সর্ব্বনাশ করলে? ওগো, আমার যে ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। আপনি নিয়ে যান কোটাল-মশাই, ও অলক্ষুণে পাথর আপনি নিয়ে যান।

ভবানন্দ। না দেবি, তোমাদের দুঃখ দূর কর্‌তে তিনিই তোমাদের এ সম্পদ্ দান করেছেন। আমি এ সম্পদ্ নিতে পার্‌ব না, নিলেও রাখতে পার্‌ব না। আমার হাতে ঠাকুর হয়েছে কুকুর, পরশপাথর হবে বিষ্ঠা। যা পেয়েছ যত্ন ক'রে রেখে দাও; একদিনে ধনী হ'য়ে যাবে।

দেবী। ধনীর সুখ ত দেখলুম দাদা। এ রাজ্যে রাণীমার মত দুঃখী কেউ নেই। চাইনে আমি সোনা গয়না, চাইনে আমি রাজ্য-পাট। আমি শুধু আমার কুঁড়েঘরে তার কোলে মাথা রেখে মর্‌তে চাই।

ভবানন্দ। পায়ের ধূলো নিয়ে তোমার অকল্যাণ করব না। মাটিতে মাথা রেখে একটা প্রণাম ক'রে যাচ্ছি,—তোমাকে নয়, আমার দেশের চিরশিশু এই ছোটলোক মেয়েদের। (মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম)

দেবী। কোটাল মশাই!

ভবানন্দ। তোমার ঠাকুর আমার স্পর্শে কুকুর হ'য়ে গেছে। তুমিই তাকে নাও দিদি। (দেবীর হাতে একটি পাকা ফল দিল) এ কি! পাকা ফল! ঠাকুর হ'ল কুকুর, কুকুর হ'ল ফল! সবই ত তুমি পার পাথরের দেবতা! তবে আর একটা কাজ কর। বামুনের ছেলে আমি, চণ্ডাল হয়েছি। চণ্ডালকে তুমি মানুষ কর ঠাকুর, মানুষ কর।

[প্রস্থান।

দেবী। নাও, ধর, খাও। গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়েছ তুমি, তার হাতের জল খেয়েছ; তুমি ত ছোটলোক। ছোটলোক ছোটলোকের ঘরে থাকবে, অত সোনাদানার খাঁই কেন? তোমায় সোনার খাট গড়িয়ে দেব? রেশমের মশারি খাটিয়ে দেব? কখ্খনো দেব না। আমার ঘরে যদি সোনাদানা আমদানি করবে ত এমনি তোমায় অনাহারে রাখব।

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। তুমি রুইদাসের বউ?

দেবী। হ্যাঁ; তুমি কে? হাঁপাচ্ছ কেন? কি বল্‌তে এসেছ?

চন্দ্রসেন। আমি রাজবাড়ী থেকে আসছি। বেশী কথার সময় নেই। তুমি শীগগির এস।

দেবী। কোথায় যাব?

চন্দ্রসেন। রাজবাড়ীর মশানে।

দেবী। মশানে!

চন্দ্রসেন। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তোমার স্বামী তোমায় দেখতে চাইছে।

দেবী। কোথায় আমার স্বামী?

চন্দ্রসেন। ওই যে বল্‌লুম, মশানে। মহামাত্য তার প্রাণদণ্ড দিয়েছে।

দেবী। প্রাণদণ্ড! বিনা অপরাধে!

চন্দ্রসেন। এতক্ষণে হ'য়েও গেল বুঝি। অর্জ্জুন আমায় পাঠিয়ে দিলে।

দেবী। দাদা পাঠিয়েছে!

চন্দ্রসেন। এই যে চিঠি। পড়।

দেবী। আমি চোখে ঝাপসা দেখছি, তুমি পড়। কি লিখেছে দাদা?

চন্দ্রসেন। লিখেছে,—"দেবি, ইনি আমাদের হিতৈষী। পত্রপাঠ এঁর সঙ্গে চ'লে এসো। আর এক প্রহর পরে রুইদাসের মৃত্যু হবে; তোমাকে সে দেখতে চায়।"

দেবী। তোমার নামে যে আত্মহারা, তাকে তুমি রক্ষা করলে না ঠাকুর? থাক তুমি পাষাণের দেবতা, আমিও আর ফিরব না। এই সোনাদানা রইল, এই রইল পাথর। ক্ষিধে পেলে ভাল ভাল সোনা খেয়ো। মুচি মরেছে, মুচিবউ ফুরিয়ে গেছে। না না, ঠাকুরকে ফেলে কোথায় যাব আমি? আমি যাব না, আমি যাব না।

চন্দ্রসেন। যাবে না কি রকম? স্বামীর আদেশ অমান্য করবে?

দেবী। তার স্বামী যে ঠাকুর, তার জন্যই স্বামীর আদেশ আমি অমান্য করব।

চন্দ্রসেন। আরে, তুমি বুঝ্‌ছ না কেন? তোমাকে দেখলে হয়ত তাকে ছেড়েও দিতে পারে।

দেবী। তাঁর ঠাকুর যদি তাঁকে রক্ষা করতে না পাবেন, আমি কে? আমি গেলে ঠাকুর উপবাসী থাকবেন। না না, তুমি যাও, আমি যাব না।

চন্দ্রসেন। যাব না বল্‌লেই হ'ল? চালাকি পেয়েছ। স্ত্রী হ'য়ে স্বামীকে রক্ষা করতে দুফোঁটা চোখের জলও ফেল্‌বে না?

দেবী। আমার স্বামীর জন্যে আমার চেয়ে তোমারই দেখছি দরদ বেশী। কে তুমি বল ত?

চন্দ্রসেন। আমি তোর গুরুর গুরু, তস্য গুরু। চ'লে আয়। (হস্তধারণ)

দেবী। হাত ছাড় পাষণ্ড। আমি মরব, তবু তোমার সঙ্গে যাবো না।

[হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান।

চন্দ্রসেন। কোথায় পালাবে ? (বংশিধ্বনি) একি বাবা ! সোনার খুরপাই ? সোনার যন্ত্রপাতি ? কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলুম ? চল বাবা খুরপাই, আগে তোমাকে পার করি, তারপর—(খুরপাই তুলিল) ওরে বাবা, এযে হাজার হাজার ভীমরুল ! উঃ, জ্ব'লে গেল, জ্ব'লে গেল !

[খুরপাই ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান।

নেপথ্যে রুইদাস। দেবি, দেবি,—

রুইদাসের প্রবেশ।

রুইদাস। আমি এসেছি দেবি, আমি এসেছি। কই, দেবী ত ঘরে নেই। ঘর খোলা রেখে কোথায় বেরিয়ে গেল ? এইত ঠাকুর, এইত আমার রঘুনাথ। মুখে ভোগের দাগ লেগে রয়েছে। দেবী তাহ'লে কাছেই আছে। একি ! ঠাকুরের পায়ের তলায় এসব কি ? সোনার যন্ত্রপাতি ! এ ত আমারই যন্ত্র দেখছি। কে আমার লোহার যন্ত্র সোনা দিয়ে মুড়ে দিলে ? দেবি, দেবি,—

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কি হ'ল ? চীৎকার ক'চ্ছ কেন ?

রুইদাস। দেখ দেখি, তোমার বোন ঘর খোলা রেখে বেরিয়ে গেছে, আর কোন্ ভেল্কিবাজ এসে আমার সব যন্ত্রপাতি খারাপ ক'রে দিয়ে গেছে। এ সব দিয়ে আমি জুতো বানাব কি ক'রে ? হায় হায়, জুতো না বানালে যে ঠাকুর উপোসী থাক্‌বে।

অর্জ্জুন। কি আশ্চর্য্য, এ যে সোনা দেখছি।

রুইদাস। তা ত আমিও দেখছি। কিন্তু এ সর্ব্বনাশ কর্‌লে কে ?

এত পরীক্ষা ক'রেও কি তোমার সাধ মিটল না ঠাকুর? আমার যন্ত্র ফিরিয়ে দাও, ওগো আমার যন্ত্র ফিরিয়ে দাও।

অর্জ্জুন। এ কিসের পাথর? (পাথর তুলিয়া দেখিল)

রুইদাস। সর্ব্বনাশ, তোমার লোহার আংটি সোনা হ'য়ে গেল যে!

অর্জ্জুন। ধন্য তুমি রুইদাস। ঠাকুর তোমার ভক্তির পুরস্কার দিয়েছেন। আর তোমায় জুতো সেলাই করতে হবে না, আর পরের মার খেতে হবে না। ঠাকুর তোমায় অখণ্ড অবসর দিয়েছেন। পৃথিবীর কোন সম্রাট যা পায়নি, সে ঐশ্বর্য্য তুমি পেয়েছ। যত ইচ্ছা দান কর, সোনার মন্দির তৈরী ক'রে ঠাকুরকে রত্নসিংহাসনে বসিয়ে পুজো কর। এর নাম পরশপাথর।

রুইদাস। কি পাথর বল্‌লে?

অর্জ্জুন। পরশপাথর। এর স্পর্শে লোহা সোনা হ'য়ে যায়।

রুইদাস। অ্যাঁ! ও অর্জ্জুন, তুমি বল্‌ছ কি? আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে। আমার কুঁড়েঘর থাকবে না? ঠাকুরের আসন সোনার সিংহাসন হবে? কেউ আর আমায় মুচি বল্‌বে না? বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে? কেউ বল্‌বে হুজুর, কেউ বল্‌বে মহারাজ? দাশু আর জুতো সেলাই করতে আস্‌বে না, বামুনরা আর পায়ের ধূলো দেবে না? এসব দেবীর কাজ। দেবীই এই পাথর কারও কাছ থেকে ভিক্ষে ক'রে এনেছে।

অর্জ্জুন। তুমি একটি বদ্ধ পাগল। এ জিনিষ কি ভিক্ষে ক'রে পাওয়া যায়? এই নাও, পাথরখানা বেশ ক'রে যত্ন ক'রে রেখে দাও।

রুইদাস। হ্যাঁ-হ্যাঁ, যত্ন ক'রে রেখে দেব। তা ত রাখবই, তা ত রাখতেই হবে; এমন জায়গায় রাখব যেন কেউ না দেখতে পায়। বউ ভিক্ষে ক'রে এনেছে, সোজা কথা? চাল নয়, ডাল নয়, ফুল নয়, বাতাসা নয়, একেবারে পরশ—পরশ—কি বল্‌লে?

অর্জ্জুন। পরশপাথর।

রুইদাস। হ্যাঁ হ্যাঁ,—পরশপাথর। তুমি ব'সো, আমি রেখে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে মালতী ডাকিল,—"দেবি, দেবি, রুইদাস,—")

অর্জ্জুন। কে আর্ত্তস্বরে ডাক্‌ছে?

(মালতী পুনরায় ডাকিল,—"দেবি",—)

রুইদাসের প্রবেশ।

রুইদাস। কে আস্‌ছে হে? গায়ে মুখে রক্তমাখা, দু'পা আসছে, আর একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। দেখ ত ভাই, দেখ ত।

অর্জ্জুন। দেখ্‌ছি। পরশপাথর কোথায় রেখে এলে?

রুইদাস। একেবারে পুকুরের তলায়। আর কেউ দেখতে পাবে না। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

অর্জ্জুন। একি বল্‌ছ তুমি পাগল? এমন রত্ন কেউ হাতে পেয়ে ফেলে দেয়?

রুইদাস। যে চালাক সে দেয় না, যে বোকা, সে দেয়।

অর্জ্জুন। এত দুঃখ পেয়েও তোমার শিক্ষা হ'ল না? দেবী শুনলে বল্‌বে কি?

রুইদাস। বলবে,—তার সোয়ামী গরীব হ'লেও লোভী নয়।

অর্জ্জুন। কি করব আমি তোমায়, তাই বুঝতে পাচ্ছি না।

রুইদাস। হাত জোড় কর, আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বল,—"তুমিই আমার সোনা, তুমিই আমার মাণিক, তুমিই আমার পরশপাথর। ধন-দৌলত দিয়ে আমায় ভুলিও না ঠাকুর। আমি কিছুই চাই না, শুধু তোমাকে চাই, শুধু তোমাকে চাই।"

অর্জ্জুন। এত লোক মরে, তোমার কি মরণ হয় না?

রুইদাস। তুমিই বরং মেরে রেখে যাও।

মালতীর প্রবেশ।

মালতী। দেবি, দেবি, দেবী কোথায়?

রুইদাস। দেবী ত ঘরে নাই মা।

মালতী। ঘরে নেই? কোথায় গেছে সে?

রুইদাস। তা ত জানি না।

মালতী। ওঃ—এত ক'রেও শেষ রক্ষা হ'ল না? ছুটে যাও রুইদাস, মহারাণীর কাছে ছুটে যাও। সৈন্যসামন্ত নগর ছেয়ে ফেলুক। তোমার দেবী চুরি হ'য়ে গেছে।

রুইদাস ও অর্জ্জুন। চুরি হ'য়ে গেছে!

অর্জ্জুন। আপনি কে?

মালতী। বল্‌তে লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ছে। আমি মহামাত্যের স্ত্রী।

অর্জ্জুন। দেবীকে চুরি করেছে কে?

মালতী। মহামাত্য।

অর্জ্জুন। চুরি আমরা করতে জানি না, কিন্তু দুষ্টের মাথা ভাঙ্গতে জানি। বিনা দোষে এদের উপর অনেক অত্যাচার করেছে তোমার স্বামী। তাতেও তার সাধ মেটে নি। যে ছোটলোকের ছায়া মাড়ালে তার পাপ হয়, তার বউকে চুরি করতে তার নিষ্ঠায় বাধে নি। আর কেউ হ'লে মহামাত্যের স্ত্রীকে বেঁধে রেখে ক্ষতিপূরণ কর্‌ত। আমরা যে ছোটলোক—অতটা পারব না ঠাকরুণ, তার'লে তোমার ফাটা মাথাটা চৌচির কর্‌তেও আমার বাধবে না। (যষ্টি উত্তোলন)

রুইদাস। অর্জ্জুন,—(যষ্টি ধারণ) ছি অর্জ্জুন, উপকারীর অপকার

ক'রো না। দোষী মহামাত্য, তার বউ আমাদের মা। প্রণাম কর প্রণাম কর। (প্রণাম)

মালতী। রুইদাস,—

রুইদাস। আমি তোমায় চিনি মা। ছেলের ঘরে এসেছ যদি, একটুখানি ব'সো, কপাল ফেটে রক্ত পড়্ছে—কপালটা বেঁধে দিই।

মালতী। না না, আমায় যেতে হবে। দেবীকে উদ্ধার কর্‌তেই হবে। তুমি এখনি রাজবাড়ী যাও, দেরী ক'রো না। কই তোমার জাগ্রত ঠাকুর? এই যে। মনের বাসনা পূর্ণ কর ঠাকুর, স্বামীর আরও অধঃপতন দেখবার আগে আমার যেন মৃত্যু হয়।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। তুমি নিতান্ত মূর্খ।

রুইদাস। কথাটা কি আজ বুঝলে?

অর্জ্জুন। আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে তোমারই মাথা ভাঙ্গি।

রুইদাস। আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে, তোমার হাত ধ'রে নাচি। আসছে, ঠাকুর আসছে, আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দুঃখের যখন সীমা থাকে না, তখন সে আসে। জয় রঘুনাথ, জয় রঘুনাথ,—

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। শোন পাথরের ঠাকুর, দেবীকে যদি না পাই, ফিরে এসে তোমার মাথাটা আমি ফুটি-ফাটা করব। মনে রেখো, আমার নাম অর্জ্জুন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

মীনকেতু।

মীনকেতু। খুব পালিয়ে এসেছি। এ কি যাদুকর বাবা? আমি মানুষ চরিয়ে খাই, আমাকে চুরি ক'রে নিয়ে পালানো? মাথা ভাঙ্গতে গেলুম, দেখি ব্যাটার মাথাই নেই। আবার বলে রামের পূজো কর। 'গুষ্টীর মাথা করব।

কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। এই যে ঠাকুর।

মীনকেতু। কে? ও—রাণীমা। আমি ভাবলুম, সে ব্যাটা আবার এল নাকি? দরোজা জানালা বন্ধ ক'রে দাও মা, কোন্ ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়বে আর আমাকে কান ধ'রে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

কালিন্দী। কে নিয়ে যাবে?

মীনকেতু। সেই ছেলেটা। নাম বল্লে দাশু।

কালিন্দী। কোন্ দাশু?

মীনকেতু। যার বাপের নাম অযোধ্যানাথ ধনুকধারী।

কালিন্দী। কি আশ্চর্য্য, আমি যে তাকে বৃন্দাবনে দেখে এলুম।

মীনকেতু। এই রে, তোমার দিকেও হাত বাড়িয়েছে? তবে ত তোমাকেও উড়িয়ে নেবে। যেও না মা, তুমি যেও না। প্রজারা অনেক দিন পরে তাদের মাকে ফিরে পেয়েছে। বড় দুঃখী ওরা, ওদের অনাথ ক'রে তুমি স্বর্গেও যেও না।

কালিন্দী। থাকতে আর দিলে না ঠাকুর রাজপথে গিয়ে শুনে আসুন রাণীর কলঙ্ককাহিনী সবার মুখে মুখে।

মীনকেতু। কিসের কলঙ্ক মা ?

কালিন্দী। বামুনের মেয়ে আমি, মুচির ছেলেকে গুরু ব'লে গ্রহণ করেছি ; এ কি আমার যে সে অপরাধ ? কোন ব্রাহ্মণ নাকি আর আমার বাড়ীতে ঠাকুরপূজো করবে না।

মীনকেতু। ব'য়ে গেল। তুমি বরং ব'লে দাও, কোন ব্রাহ্মণ যেন নিজের বাড়ীতেও আর ঠাকুরপূজো না করে।

কালিন্দী। তা কি আমি পারি ?

মীনকেতু। না পারলে সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে চ'লে যাবে। ও ছেলেটাকে রাজ্যের ত্রিসীমানায় আসতে দিও না।

কালিন্দী। রহস্যের সময় এ নয় ঠাকুর। আমার অনুরোধ, আপনিই আজ থেকে আমার ঠাকুরপূজো করুন।

মীনকেতু। তুমি কি ক্ষেপেছ ? আমি করব ঠাকুর কুকুরের পূজো ? আমার মধ্যে কি আর বামুনের কিছু আছে ? যার তার ঘরে খেয়ে জাত-ধর্ম্ম সব রসাতলে দিয়েছি।

কালিন্দী। কিন্তু আমি জানি, আপনার মত ব্রাহ্মণ এ রাজ্যে খুব কমই আছে।

মীনকেতু। মিছে কথা মা। মন্ত্রতন্ত্র আমি কোন কালেই শিখি নি।

কালিন্দী। মন্ত্র লাগবে না। আপনি শুধু হাতে ধ'রে ভোগ নিবেদন ক'রে দিন। ঠাকুর নেই, কিন্তু তাঁর ঘট আছে। ওই ঘটেই আপনি ফুল ফেলে দিন।

মীনকেতু। আর অমনি সে ছেলেটা এসে সিংহাসন জুড়ে বসুক। রাজ্যপাট রসাতলে যাক, প্রজারা না খেয়ে মরুক, আর তোমার ভাই

এসে তোমায় বিষ খাইয়ে আবার মনের সুখে রাজত্ব করুক। তা হবে না, তুমি তাকে ডাকতে হয় ডাক, তোমার গুরু রুইদাস যতবার ইচ্ছা তোমার কানে মন্ত্র দিক। কোনটাতেই আমি বাধা দেব না। তাব'লে আমি তার পুজো কর্‌ব, এত ভাগ্য তার হয় নি।

কালিন্দী। ঠাকুর, আমি তবে কি কর্‌ব ব'লে দিন।

মীনকেতু। বল্‌ছি ত দরোজা-জানলা বন্ধ ক'রে দাও। ওই রে, কার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ঘনশ্যামের প্রবেশ।

ঘনশ্যাম। কল্যাণ হ'ক।

মীনকেতু। বাইরে সেই ছেলেটাকে দেখলে?

ঘনশ্যাম। কোন্ ছেলেটা?

মীনকেতু। ওই দা—না বাবা, নাম করব না। একটা কালো কুচকুচে ছেলে। কথা বলে, কিন্তু মাথা নেই। হাঁটে কিন্তু পা নেই। মারে কিন্তু হাত নেই।

ঘনশ্যাম। জন্মেছে, কিন্তু বাপ-মা নেই। হেঃ-হেঃ-হেঃ।

মীনকেতু। দেখেছ তুমি?

ঘনশ্যাম। দেখেছি; দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে তোমাকে তু তু ক'রে ডাকছে।

মীনকেতু। ওরে, তোরা তোরণদ্বার বন্ধ ক'রে দে, বন্ধ ক'রে দে।

[প্রস্থান।

ঘনশ্যাম। কেন আমায় ডেকেছ রাণিমা?

কালিন্দী। আপনার ছেলে কোথায়? চন্দ্রসেন? কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছেন?

ঘনশ্যাম। লুকিয়ে রাখব কেন ?

কালিন্দী। আপনি জানেন না ? কোন্ তীর্থে তাকে পাঠিয়েছিলেন আপনারা ?—আপনি আর মহামাত্য দেবদত্ত ?

ঘনশ্যাম। এ তুমি বল্‌ছ কি ? সে ত বহুদিন তার মাতুলালয়ে আছে। আমিও ত তাকে অনেকদিন দেখি নি।

কালিন্দী। দেখেন নি ? তিনদিন আগে ভবানন্দ তাকে রাজপথে দেখেছে।

ঘনশ্যাম। ভবানন্দ মিথ্যাবাদী।

কালিন্দী। আর আপনার বড় সত্যবাদী। আমি কোন কথা শুনব না ঠাকুর। তাকে আমি আজই দেখতে চাই।

ঘনশ্যাম। অসম্ভব।

কালিন্দী। অসম্ভব হ'লে তার পরিবর্ত্তে আপনাকেই মাথা দিতে হবে।

ঘনশ্যাম। দিতে হয় দেব। তবে তুমি নিজের মাথাটাও সামলে রেখো।

কালিন্দী। কি ?

ঘনশ্যাম। চোখরাঙিও না মা-লক্ষ্মি। ও চোখরাঙানিকে ঘনশ্যাম আর ভয় ক'রে না। যা করেছ তুমি, তাতে ব্রাহ্মণসমাজের মুখ পুড়েছে, প্রজাদের মাথা হেঁট হয়েছে। রাজত্বে আর কাজ নেই। যদি বাঁচতে চাও, রাজ্যের বাইরে গিয়ে যা খুশী কর, আমরা দেখতে যাব না। আমি বরং সবাইকে অনুরোধ করব, যাতে যাবার সময় ওরা তোমায় কুলোর বাতাস না দেয়।

কালিন্দী। ব্রাহ্মণ !

ঘনশ্যাম। তুমি এগিয়ে যাও, আমি বরং সেই মুচি ব্যাটাকেও তোমার পিছু পিছু পাঠিয়ে দিচ্ছি। (প্রস্থানোদ্যোগ)

কালিন্দী। দাড়ান, আমার নামে নগরময় এ কুৎসা রটনা করেছে কে?

ঘনশ্যাম। আমি তা কি ক'রে বলব মা-লক্ষ্মি? লোকে যেমন দেখে, তেমনি বলে। এত সব ব্রাহ্মণপণ্ডিত থাকতে তুমি যদি একটা চামারকে গুরুত্বে বরণ কর, লোকে বলবে বই কি মা?

কালিন্দী। ব্রাহ্মণপণ্ডিত! কে ব্রাহ্মণপণ্ডিত? আপনি? দেশে যদি দুটো চণ্ডাল থাকে, তার একটা আপনি আর একটা আপনার ছেলে। আর যদি দুজন ব্রাহ্মণ থাকে, তার একজন বিদূষক মীনকেতু, আর একজন ভক্তবীর রুইদাস।

ঘনশ্যাম। তা ত বলবেই, তা ত বলবেই। যার সঙ্গে যার মজে মন—

কালিন্দী। থামুন।

ঘনশ্যাম। হেঃ-হেঃ-হেঃ, মায়ের আমার সবই ভাল,—খারাপ কেবল ওই রাগটা আর অনুরাগটা।

[প্রস্থান।

কালিন্দী। কে আছ এখানে? এই ব্রহ্মচণ্ডালকে বন্দী কর।

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। রাণিমা, শত্রুসৈন্য নগর আক্রমণ করেছে।

কালিন্দী। শত্রুসৈন্য! কোথা থেকে শত্রুসৈন্য এল?

ভবানন্দ। আপনারই সৈন্য রাণিমা, তারা অধিকাংশই আপনার ভাইয়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা কেউ আপনার পক্ষে নেই। যারা ছোটজাত, তারাই শুধু প'ড়ে আছে। কিন্তু তাদের হাতে তুলে দেবার মত অস্ত্র নেই। অস্ত্রাগারের চাবি যার হাতে ছিল, সে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিপক্ষে যোগ দিয়েছে।

কালিন্দী। তুমিও ত ব্রাহ্মণ-সন্তান। তুমি গেলে না ভবানন্দ?

ভবানন্দ। মা,—

কালিন্দী। দেবদত্ত না তোমার বন্ধু? দুই বন্ধু একসঙ্গে রাজত্বের স্বপ্ন দেখেছিলে, একসঙ্গে রাজ্যটাকে শোষণ করেছ। আজ সে মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেছে, তুমি যাবে না ঘৃতাহুতি দিতে?

ভবানন্দ। না।

কালিন্দী। এখানে থেকে কি করবে নির্ব্বোধ? অস্ত্রাগারে অস্ত্র নেই, সৈন্যদলে সৈন্যের অভাব, রাজকোষ অর্থ নেই। সৈনিকেরা এক বছর বেতন পায় নি। যারা আমার পক্ষে যুদ্ধ করতে চায়, তাদের উপবাসী রেখে আমি রণক্ষেত্রে পাঠাতে পারব না। যাও ভবানন্দ, রাজ্যের সব সম্পদ্ নিঃশেষে হরণ ক'রে যে যজ্ঞ তোমরা আরম্ভ করেছিলে, তাই গিয়ে সম্পূর্ণ কর।

ভবানন্দ। সৈন্যদের বেতন আমি মিটিয়ে দিয়েছি রাণিমা।

কালিন্দী। কি ক'রে মিটিয়ে দিলে?

ভবানন্দ। তিন বছর ধ'রে অসদুপায়ে যত অর্থ আমি সঞ্চয় করেছি, সব রাজভাণ্ডারে এনে ঢেলে দিয়েছি। সৈন্যেরা হাসিমুখে যুদ্ধের জন্য কোমর বেঁধেছে। কিন্তু অস্ত্র, অস্ত্র কোথায়?

কালিন্দী। অস্ত্র নেই। সব সে নিয়ে গেছে। যাও ভবানন্দ, তোমার দাসত্বের ঋণ শোধ হয়েছে। প্রাণ নিয়ে পালিও যাও। স্বর্গের আলোক একবার যখন দেখেছ, তখন আর নরকের পঙ্কে নেমো না।

ভবানন্দ। আমি যাব না।

কালিন্দী। নিষ্ফল চেষ্টা ক'রে কেন মরবে পাগল?

ভবানন্দ। অমর হ'য়ে ত আসি নি। মরতে যখন হবেই, এ-ই তার সুবর্ণ-সুযোগ।

কালিন্দী। তবে মর, আমি আর কি করব ?

ভবানন্দ। আপনি আসুন রাণিমা, আপনাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে আমরা যার যা আছে, তাই নিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হব।

কালিন্দী। আমার জন্যে ভেবো না ভবানন্দ। আমার যা হয় হবে, তুমি যদি পার, আমার গুরু আর গুরু-পত্নীকে রক্ষা কর। আমি জানি, দেবদত্ত রাজ্য হাতে পেলে প্রথমেই হত্যা করবে ভক্তবীর রুইদাসকে, তারপর তার স্ত্রীকে—

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। রাণিমা, দেবী কোথায়, দেবী ?

কালিন্দী। কেন ? কেন ? কি হয়েছে তার ?

ভবানন্দ। আমি যে তাকে ঘরে দেখে এলুম।

অর্জ্জুন। নেই, নেই, তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

কালিন্দী ও ভবানন্দ। কে ?

অর্জ্জুন। নিশ্চয়ই মহামাত্যের অনুচর।

ভবানন্দ। তুমি ঠিক বলেছ অর্জ্জুন। তোমার ভগ্নীর উপর বরাবর তার লুব্ধদৃষ্টি ছিল। তাকে জোর ক'রে নিয়ে আসবার জন্য আমাকেও আদেশ দিয়েছিল। ওঃ—তখন যদি তার মাথাটা আমি কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতুম !

কালিন্দী। আমি কি স্বপ্ন দেখছি ? আমার ভাই করলে আমারই গুরুপত্নী হরণ ! ভবানন্দ, অর্জ্জুন, তোমরা রাজ্য নাও, ঐশ্বর্য্য নাও, সর্ব্বস্ব নাও। সেই দুর্ভাগা নারীকে রক্ষা কর ; আর যদি পার, দেবদত্তের মাথাটা কেটে এনে আমায় উপহার দাও।

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় মহামাত্য দেবদত্তের জয়।)

অর্জ্জুন। একি !

কালিন্দী। দেবদত্ত নগর আক্রমণ করেছে, সৈন্যসামন্ত অধিকাংশ তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় কেউ আর এই আচারভ্রষ্টা কলঙ্কিনী রাণীর পক্ষে জয়ধ্বনি দেবে না। রাজকোষ দেবদত্তের পেছনে চ'লে গেছে। অস্ত্রাগারে একখানাও অস্ত্র নেই।

অর্জ্জুন। অস্ত্র আমাদের আছে রাণিমা, সব এনে দিচ্ছি। মহামাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব ব'লে বহু অস্ত্র আমরা সংগ্রহ করেছিলুম, আজ তা রাজশক্তির কাজে নিয়োজিত হ'ক।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

কালিন্দী। কোথায় যাচ্ছ নির্ব্বোধ ? কাজ নেই অস্ত্রে। তুমি তোমার ভগ্নীর সন্ধানে যাও।

অর্জ্জুন। রাজ্যের হাজার হাজার ভগ্নীর ভাগ্য যেখানে বিপন্ন, সেখানে একটা ভগ্নীর কথা ভেবে আর কি করব মা ? আমি জানি দেবী প্রাণ দেবে, তবু ধর্ম্ম দেবে না।

কালিন্দী। ভগ্নীর মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তুমি আমাকে রক্ষা করতে চাও ?

অর্জ্জুন। তুমি যে মা। মা থেকেই ত বোন।

[প্রস্থান।

ভবানন্দ। আমি যাচ্ছি মা। এ যুদ্ধের পরিণাম কি, আমি জানি। যাবার সময় একটা প্রণাম ক'রে যাচ্ছি। আশীর্ব্বাদ কর মা, কোন প্রলোভনে আর যেন আমি না টলি।

কালিন্দী। প্রণাম ক'চ্ছ ভবানন্দ ? আমার যে জাত গেছে।

ভবানন্দ। জাত তোমার যায় নি মা ; গেছে তাদের, যারা দেবতাকে অস্পৃশ্য ব'লে দূর ক'রে দিয়েছে। যত বিপদই আসুক, তুমি

তোমার গুরুকে ত্যাগ ক'রো না। রুইদাস মানুষ নয়, শাপভ্রষ্ট দেবতা, আর তার স্ত্রী নামেও দেবী, কাজেও দেবী।

[প্রস্থান।

কালিন্দী। রাখতে হয় রাখ, মারতে হয় মার। হে রঘুনাথ, তোমার নামে তরী ভাসিয়েছি, কোথায় নিয়ে যাবে তুমিই জান।

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মবুদ্ধির প্রবেশ।

ধর্ম্মবুদ্ধি।—　　　　　　গীত।

ভরা ভাদর আসুক নেমে গর্জ্জে উঠুক বাজ,
যাক্ নিভে যাক্ সূর্য্য শশী, তুমি কর তোমার কাজ।
ফণীর ফণা লুটাবে পায়,
বাঘের থাবা ফুটবে না গায়,
গল্‌বে এ মেঘ বৃষ্টিধারায়, এল রে রাজ-অধিরাজ।

[প্রস্থান।

কালিন্দী। এস রাজাধিরাজ, এস নবদূর্ব্বাদল শ্যাম, মৃত্যু কাছে এগিয়ে আসছে, দেখা দাও ঠাকুর, দেখা দাও।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মধুবন।

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেবদত্ত। সৈন্যগণ, জাগো; আজই আমরা রাজপ্রাসাদ অধিকার করব। আজ হ'তে কাশীর একচ্ছত্র অধিপতি দেবদত্ত। কে আমায় বাধা দেবে? রাণী? বলি দেব। রাজসৈন্যগণ? প্রায় নির্ম্মূল করেছি। ভবানন্দ? অর্জ্জুন? তারা শৃঙ্খলিত। জয়যাত্রার আগে তাদের মাথা দুটো কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে যাব। মার্ত্তণ্ড,—

মার্ত্তণ্ডের প্রবেশ।

মার্ত্তণ্ড। মহামাত্য, দেবী পালিয়েছে।

দেবদত্ত। পালিয়েছে! হানাবাড়ীতে কি প্রহরী ছিল না?

মার্ত্তণ্ড। ছিল, কিন্তু তারা সবাই ম'রে প'ড়ে আছে।

দেবদত্ত। তুমিও গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দাও। আঃ—হাতের মুঠো খুলে শিকার পালিয়ে গেল! সৈন্যগণ প্রস্তুত?

মার্ত্তণ্ড। হ্যাঁ। তারা জয়যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছে।

দেবদত্ত। বন্দী অর্জ্জুন আর ভবানন্দকে নিয়ে এস।

মার্ত্তণ্ড। আজ্ঞে, তারা নেই।

দেবদত্ত। তারাও নেই!

মার্ত্তণ্ড। জানি না কে তাদের বাঁধন খুলে দিয়েছে।

দেবদত্ত। দ্বাররক্ষীরা কোথায় ছিল?

মার্ত্তণ্ড। তাদের কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না।

দেবদত্ত। দেখতে পাবে কি ক'রে? তুমিই তাদের সরিয়ে দিয়েছ। রাণীর কাছে কত টাকা ঘুষ খেয়েছ? দু' হাজার না পাঁচ হাজার?

মার্ত্তণ্ড। ঘুষ খেতে আমি জানি না মহামাত্য।

দেবদত্ত। তবে কে রক্ষীদের সরিয়ে দিলে? কে খুলে দিলে বন্দীদের হাতের শৃঙ্খল? মধুবনে কি ভূত এসেছিল?

মার্ত্তণ্ড। ভূত নয় মহামাত্য। শেষরাত্রে এক নারীকে মধুবনে প্রবেশ করতে দেখেছিলুম।

দেবদত্ত। দেখেছিলে ত বন্দী কর নি কেন?

মার্ত্তণ্ড। তাকে বন্দী করলে হয়ত আমার কাঁধে মাথা থাক্‌ত না।

দেবদত্ত। কেন? রাণী এসে'ছিল বুঝি?

মার্ত্তণ্ড। রাণী নয়, আপনাব স্ত্রী।

দেবদত্ত। আমার স্ত্রী? মালতী? সে এখনও বেঁচে আছে? তবে যে শুনলুম, বাজপথে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে।

মার্ত্তণ্ড। বোধহয় সে মিছে কথা।

দেবদত্ত। তুমি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। তোমার হাতে বন্দীদের সমর্পণ ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে তাদের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখছি, আর তুমি একটা নারীকে দেখে অনায়াসে তোমার কর্ত্তব্য ভুলে গেলে? মুখখানা বড় ভাল লেগেছিল বুঝি?

মার্ত্তণ্ড। ছি ছি, এসব কি বল্‌ছেন আপনি?

দেবদত্ত। কি বল্‌ছি? বুকে পাথরচাপা দিয়ে তোমায় পাতালকক্ষে আবদ্ধ ক'রে রাখলেও এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। ভেবেছিলুম নির্ব্বিঘ্নে প্রাসাদ অধিকার করব। তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্যই তা সম্ভব হবে না। ভবানন্দের কথা জানি না, কিন্তু অর্জ্জুন যখন একবার ছাড়া পেয়েছে, তখন ঘরের কোণে নিশ্চেষ্ট ব'সে থাকবে না।

নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় মহারাণী কালিন্দী দেবীর জয়।"
"জয় মহামাত্য দেবদত্তের জয়।"

মার্ত্তণ্ড। এ কি!

দেবদত্ত। তোমার কৃতকর্ম্মের ফল।

মার্ত্তণ্ড। আপনি ভাববেন না মহামাত্য। পিপীলিকার পাখা গজিয়েছে মরবার জন্য।

[প্রস্থান।

দেবদত্ত। যাই, হতভাগ্যদের রণসাধ মিটিয়ে দিয়ে আসি। কে?

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। আমি মহামাত্য।

দেবদত্ত। আমার সম্মুখে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে তোমার সাহস হ'ল?

ভবানন্দ। আমি ত কারও বউ চুরি নি যে মাথা নীচু করব।

দেবদত্ত। আমি তোমার জিহ্বা উৎপাটন করব বিশ্বাসঘাতক।

ভবানন্দ। আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলা তোমার পক্ষেই শোভা পায়। মহারাণীর অখণ্ড বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তুমি তাঁর রাজ্যটাকে গ্রাস করতে বসেছ, তাঁর গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র করতে পর্য্যন্ত তোমার বিবেকে বাধে নি, আমাকে বিশ্বাসঘাতক তুমিই ত বল্‌বে। আমি কোচর ভ'রে ফল কুড়িয়েছি, কিন্তু গাছটা উপড়ে ফেলি নি, ডালপালাও ভাঙ্গি নি। আর ফল যা কুড়িয়ে ছিলুম, সবই মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছি।

দেবদত্ত। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তুমি। মনে করেছ রাণীর অনুগ্রহে তুমি প্রধান সেনাপতি হবে। রাণী যে যমালয়ের পথে, সে কথা বুঝি ভাব নি?

ভবানন্দ। ভেবেছি বই কি? তোমার মত ভাই যার, মৃত্যু শিয়রে

রেখেই ত তার জীবনযাত্রা! তাঁকে বাঁচাতে পার্‌ব না জানি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে মর্‌তেও ত পার্‌ব।

দেবদত্ত। তবে মর, মৃত্যুই তোমায় স্মরণ করেছে। (উভয়ের যুদ্ধ ; ভবানন্দের পতন) সাধ মিটেছে বন্ধু? ইষ্টনাম স্মরণ কর। (ভবানন্দের পিঠে তরবারি বিঁধাইয়া দিল)

ভবানন্দ। আ—আ—আঃ। অনেক অপরাধ করেছি মা তোমার কাছে। দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রে গেলুম। রক্ত নাও হে প্রতিবিধিৎসু রুদ্রদেবতা, দেশের মাটিতে রক্তের আলপনা এঁকে দিয়ে গেলুম। হে দেবতা, রোষাগ্নি সংবরণ কর, শান্ত হও। জয় রঘুনাথ, জয় রঘুনাথ,—

[প্রস্থান।

দেবদত্ত। আমার জয়যাত্রার পথে যে মাথা তুলে দাঁড়াবে, তাকে এমনি ক'রেই আমি চূর্ণ কর্‌ব। (প্রস্থানোদ্যোগ)

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। দেবী কোথায়?

দেবদত্ত। কে দেবী?

অর্জ্জুন। আমার বোন।

দেবদত্ত। ছোটলোকের বোনের খবর ছোটলোকেই রাখে।

অর্জ্জুন। তাকে চুরি ক'রে এনেছে কোন্ ভদ্রলোক?

দেবদত্ত। সে তোদের কোন জাতভাই।

অর্জ্জুন। তুইই তাহ'লে সে জাতভাই।

দেবদত্ত। কি বল্‌লি?

অর্জ্জুন। কোন্ মুচি তোর জন্মদাতা? কোন্ বাঘিনী তোর জননী?

রাণীমার ভাই ত তুই ন'স্। সে স্বর্গের দেবী, আর তুই নরকের কৃমিরও অধম।

মার্ত্তণ্ডের প্রবেশ।

মার্ত্তণ্ড। মাথাটা উড়িয়ে দেব ছোটলোক।

অর্জ্জুন। এস মহাভৃঙ্গরাজ, রুইদাসের মাথা ত হুলের ঘায়ে উড়িয়ে দিয়েছ, এবার আমার মাথাটা ওড়াবে এস।

দেবদত্ত। তোর ছোটলোকের মাথা নিয়ে তুই নরকে যা।

দেবদত্ত ও মার্ত্তণ্ড একসঙ্গে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিল ; অর্জ্জুন উভয়ের সঙ্গে একা যুদ্ধ করিতে লাগিল, যুদ্ধ করিতে ক'রিতে সকলের প্রস্থান)

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি,—"জয় মহামাত্য দেবদত্তের জয়)

দেবীর প্রবেশ।

দেবী। অধর্ম্মের জয় হ'ল ? হাজার চোখ মেলে তুমি চেয়ে আছ ঠাকুর, তবু তোমার সৃষ্টির মধ্যে ধর্ম্মের পরাজয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ? এবার এই পাষণ্ড বীরদর্পে প্রাসাদে প্রবেশ করবে, রাণীমাকে খুন করবে, বিদূষক ঠাকুরকে দেশছাড়া করবে, আর আমার স্বামীকে হয়ত সারাজীবন কারাগারে আবদ্ধ ক'রে রাখবে। আবার তেমনি ক'রে চাবুক মারবে, ক্ষুধায় অন্ন দেবে না, পিপাসায় জল দেবে না, ঠাকুরের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনতে দেবে না। না-না, এ আমি হ'তে দেব না। আমি এই পাষণ্ডকে যমালয়ে পাঠাব। (প্রস্থানোদ্যোগ)

রামানন্দের প্রবেশ।

রামানন্দ। ফিরে এস মা, ফিরে এস। আমি যে তোমাকে লোকালয়ের পথ দেখিয়ে দিলুম। এ নির্জ্জন অরণ্যে কেন এসে প্রবেশ

করলে মা ? বুড়ো মানুষ আমি, তোমার সঙ্গে কি ছুটতে পারি ? চ'লে এস, চ'লে এস। অদূরে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শুনছি। আবার যদি ধরা পড়, কে তোমায় রক্ষা করছে ?

দেবী। একবার আপনার হাত দিয়ে যিনি রক্ষা করেছেন, সেই রঘুনাথই রক্ষা করবেন।

রামানন্দ। কি বল্‌লি বেটি, কি বল্‌লি ? আমার চেয়ে বেশী বিশ্বাস তোর ? দেখি দেখি, মুখখানা দেখি। তাইত, তুমি সেই মুচির মেয়ে নও ?

দেবী। হ্যাঁ বাবা।

রামানন্দ। তোমার ঘরেই ত আমার ঠাকুর আশ্রয় নিয়েছেন। ঠাকুর আছে মা ? পালিয়ে যায় নি ত ?

দেবী। না।

রামানন্দ। শক্ত ক'রে বেঁধে রেখো। ও বড় চঞ্চল ঠাকুর। পাণ থেকে চুন খস্‌লেই পালিয়ে যাবে। খুব সাবধান। খবরদার আমার মত ছোটলোক ব'লে যেন কাউকে ঘৃণা ক'রো না।

দেবী। কাকে ঘৃণা করব বাবা ? আমরা যে সবার চেয়ে ছোটলোক।

রামানন্দ। ওরে, না রে, তোরা যদি ছোটলোক, তবে ভদ্রলোক কে ? ছোটলোক আমি, এই ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক রামানন্দ স্বামী। আমার পদচিহ্ন দেহে এঁকে নিয়ে ত্রিশ বছর একটা নিষ্পাপ যুবক কোন্ বস্তীতে অখ্যাত জীবন বহন ক'চ্ছে

দেবী। আপনি যান ঠাকুর। এখানে কেন এসেছেন ? এ ভাল জায়গা নয়। যান যান।

রামানন্দ। যাত্রার শেষ নেই। কত লোক দেখলুম, তার চিহ্নও

দেখতে পেলুম না। তুমি বলতে পার, তোমাদের মুচির ঘরে সে কোথায় জন্মেছে ?

দেবী। কে ?

রামানন্দ। যার পিঠে গুরুর পদচিহ্ন ?

দেবী। কেন ? কেন ? তাকে আপনি খুঁজছেন কেন ? আমার বুক থেকে কি তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন ? না, না, আমি দেব না, আমি বরং পাথরের ঠাকুর দেব, তবু এ রক্তমাংসের ঠাকুরকে দেব না।

রামানন্দ। তুমি তাকে দেখেছ ?

দেবী। দেখ্‌ছি, অষ্টপ্রহর দেখ্‌ছি, আমার চোখের তারায় সে ব'সে আছে। ওগো, সে আমার স্বামী।

রামানন্দ। তোমার স্বামী ! রুইদাস ! তারই পিঠে সহজাত পদচিহ্ন !

দেবী। জান্‌ত তার মা বাপ, আর জেনেছি আমি। তার মা স্বপ্ন দেখেছিল, এ গুরুর পায়ের দাগ। পাছে জানাজানি হয়, তাই ছোটবেলা থেকেই পিঠ তার ঢাকাই থাকে। বাসী বিয়ের দিন স্নান করার সময় আমি দেখেছি।

রামানন্দ। ভাগ্যবতী তুমি মা। তোমার স্বামী শাপভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ-সন্তান। যে তাকে পদাঘাত করেছিল আর অভিশাপ দিয়েছিল, আমিই তার সে ব্রহ্মচণ্ডাল গুরু রামানন্দ স্বামী।

দেবী। আপনি রামানন্দ স্বামী ! এত ভাগ্য আমাদের, আপনি আমাদের গুরু ! কিন্তু আর আপনি এখানে দাঁড়াবেন না। কে যেন আসছে।

রামানন্দ। তুমি ! তুমি কি কর্‌বে ? বেরিয়ে এস মা, বেরিয়ে এস।

দেবী। না, আমি এই কামান্ধ পশুকে একবার মুখোমুখি দেখ্ব। দেখি, আমার ঠাকুর আমায় রক্ষা করেন কি না। যান যান, আপনি যান।

রামানন্দ। ঠাকুর নিশ্চয়ই তোমায় রক্ষা করবেন। কোন ভয় নেই মা। জয় রঘুনাথ! (প্রস্থানোদ্যোগ, দেবী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল)

[রামানন্দের প্রস্থান

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেবদত্ত। ওঠ দেবি, বর নাও।

দেবী। (উঠিয়া) কে?

দেবদত্ত। আমি দেবদত্ত, বাঘ-ভালুক নই, মানুষ।

দেবী। কে আমাকে এখানে আনিয়েছে?

দেবদত্ত। আমি।

দেবী। কেন?

দেবদত্ত। তোমার রূপসুধা পান করবার জন্য।

দেবী। চুপ্ কামান্ধ পশু।

দেবদত্ত। তুমি ছোটলোকের মেয়ে, ছোটলোকের বউ, তোমার ছায়া মাড়ালে আমার স্নান করবার কথা। তবু তোমাকে আমি অনুগ্রহ করব। তোমার স্বামী আমাদের জাত মেরেছে, আমি তোমায় জাতে তুল্ব।

দেবী। এগিও না—এগিও না বল্ছি, পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। আমি ছোটলোক হ'তে পারি, কিন্তু আমার মধ্যে যে নারী ব'সে আছে, সে ছোটলোক নয়। সীতা-সাবিত্রী-শৈব্যার সমগোত্রীয় সে নারী। তাকে স্পর্শ ক'রো না, দূর থেকে প্রণাম কর পশু, প্রণাম কর, নইলে

বজ্র নেমে আস্‌বে, প্লাবন ছুটে আস্‌বে, তার বেগ সহ্য করার শক্তি তোমার মত কুকুর-ছাগলের নেই।

দেবদত্ত। খবরদার চামারণি।

দেবী। চামারণীকে এত ঘৃণা, তার রূপকে ঘৃণা কর না? কিন্তু এ রূপ ত তোমার জন্য নয় পশু। যে ছোটলোকের পায়ে রূপযৌবন সব ঢেলে দিয়েছি, সে এ[illegible] চোখ তুলেও তাকায় না; তবু এ নৈবেদ্য আমি সারাজীবন সেই ছোটলোকের জন্যেই সাজিয়ে রাখ্‌ব, যদি কখনও এক কণা তার পুজোয় লাগে। তোমার মত [illegible]লোকেরা আমার পায়ের ধুলো জিভ দিয়ে চাটতে পারে, আমার দেবতার ভোগে মুখ দিতে পারে না।

দেবদত্ত। পরীক্ষাটাই হ'ক তবে। (দেবীর দিকে অগ্রসর হইল)

মালতী আসিয়া দেবীকে আড়াল
করিয়া দাঁড়াইল।

মালতী। না না না, এগিও না বল্‌ছি, অষ্টবজ্র ভেঙে মাথায় পড়বে।

দেবদত্ত। মালতি! তুমি তাহ'লে মর নি? বন্দীদের মুক্ত করেছিলে তুমি!

মালতী। যা করেছি তোমার ভালর জন্যেই করেছি। দেহের যতটুকু রক্ত আমি পথে পথে ঢেলে এসেছি। অবসন্ন দেহটাকে শুধু তোমারই জন্যে টেনে এনেছি। কথা রাখ, খুনখারাপি অনেক করেছ। কিন্তু এ পাপ তুমি ক'রো না। তোমার দুটি পায়ে প'ড়ি। (পা জড়াইয়া ধরিল)

দেবী। এমন বউ পেয়েও পরনারীর সাধ? অনেক জানোয়ার দেখেছি, কিন্তু তোমার মত জানোয়ার আর আমি দেখি নি।

দেবদত্ত। ছাড়্ ছাড়্, চ'লে গেল।

মালতী। যাক্।

দেবদত্ত। কালনাগিনি, তুইই আমার জীবনের শনি। মরেও তুই ফিরে এলি? পুকুরে কি জল ছিল না? বিপণিতে কি বিষ ছিল না? দূর হ'—দূর হ' আমার সম্মুখ থেকে। (পুনঃ পুনঃ পদাঘাত)

মালতী। মার, আরও মার; যাবার [illegible] তোমার প[illegible] নিয়ে গেলুম, এই আমার [illegible] পাথেয়। দিদির কাছে ক্ষমা চেয়ে [illegible]দাসকে আর নির্য্যাতন ক'রো না। ম'চ্ছি তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু পরলোকে তোমাকে যে কাছে পাব না, এই দুঃখ সইতে পাচ্ছি না। অনেক পাপ করেছ তুমি, মৃত্যুর পর তুমি নরকে যাবে। যদি আমি কায়মনোবাক্যে সতী হ'য়ে থাকি, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ ক'রো ঠাকুর,—আমিও যেন নরকেই যাই।

দেবদত্ত। মালতি!

মালতী। ওই ওরা ডাকছে—সীতা শৈব্যা ধরা দময়ন্তী—না না, আমি তোমাদের কাছে যাব না, আমি নরকে গিয়ে অপেক্ষা করব। আঃ—রঘুনাথ, জয় রঘুনাথ।

[স্খলিত-পদে প্রস্থান, পশ্চাদনুসরণ করিয়া দেবদত্তের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রুইদাসের গৃহ।

(গৃহকোণে বিগ্রহ ছিল)

রুইদাসের প্রবেশ।

রুইদাস। ওরা তঁ[illegible] কথা বলে নি। আমি চিনেছি তোমায়, তুমি রাজবাড়ীর ঠাকুর, অনাচার দেখে পালিয়ে এসেছ। চল ঠাকুর, নিজের ঘরে চল। আর কেউ তোমায় অনাদর করবে না। কেন মলিন মুখে চেয়ে রইলে ঠাকুর? তোমাকে ফিরিয়ে দিতে আমারই কি ভাল লাগছে? তুমি ছেড়ে এসেছ ব'লে রাজপুরীটা শ্মশান হ'য়ে গেল! আর কেন দয়াময়, অভিমান ত্যাগ কর। ওঠ রঘুনাথ, নিজে কেঁদে আমায় কাঁদিও না। দেবী আছে কি নেই। কে করবে তোমার পূজো? আমি মুখ্যু মানুষ, শুধু ভালবাসতে জানি, পূজো কবতে জানি না।

রামানন্দের প্রবেশ।

রামানন্দ। রুইদাস!

(রুইদাস পিছন ফিরিয়া চাহিল, চারিটি চক্ষু অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।)

রুইদাস। (কিছুক্ষণ পরে) আপনি—আপনি কে?

রামানন্দ। আমি গুরু রামানন্দ।

রুইদাস। গুরু—রামানন্দ! কি আশ্চর্য্য, এ নাম যে আমি স্বপ্নে প্রায়ই শুনতে পাই। কবে কোথায় আপনাকে দেখেছি?

রামানন্দ। আর আমি কখনও তোমার কাছে আসি নি বাবা। এই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

রুইদাস। না না, তা কি ক'রে হবে? আপনাকে যে আমি চিনি। আমার মনে হ'চ্ছে, অসংখ্যবার আপনাকে আমি দেখেছি। দেখি দেখি, আপনার ডান পা খানা দেখি। এইত পায়ের সেই পোড়া দাগ! এ যে আমার চেনা। রঘুনাথকে যখনই ডাকি, তখনই এই পা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আর পিঠটা ব্যথায় টনটন ক'রে ওঠে।

রামানন্দ। উঠবে, উঠবে, ও ত আম[illegible]না। এই পা[illegible] এক নিষ্পাপ যুবককে আমি পদাঘাত করেছিলুম; সঙ্গে সঙ্গে পা-টা যেন পুড়ে গেল, তবু অহমিকা গেল না। সে যুবকের নাম কি জান? রামদাস।

রুইদাস। রামদাস? এও ত আমার কতবার শোনা নাম! রামদাস —রামদাস। সে এক আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী ছিল না? আমি যে তাকে এখনও দেখতে পাচ্ছি। প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে ভিক্ষার্থী রামদাস পথ চল্‌তে পাচ্ছে না। ঠাকুরের ভোগের বেলা ব'য়ে যায়। রামদাস আকুল হ'য়ে ঠাকুরকে ডাকে।

রামানন্দ। এক কুশীদজীবীর স্ত্রী দয়াপরবশ হ'য়ে তাকে ত্রিশ কুনকে চাল ভিক্ষে দিলে, সেই চালের ভাত ঠাকুরকে নিবেদন করা হ'ল।

রুইদাস। কিন্তু ঠাকুর ভোগ নিলেন না। ঠিক ঠিক, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, গুরু তাকে অভিশাপের ছলে বর দিলেন,—"মুচির ঘরে জন্ম নাও, ত্রিশ বছর পূর্ণ হ'লে রঘুনাথ তোমায় দর্শন দেবেন।"

রামানন্দ। গুরুর কথাটা মনে আছে? আর গুরু যে তোমার পিঠে পদাঘাত করেছিলেন সেটা মনে নাই?

রুইদাস। আছে আছে, গুরুর সে পায়ের দাগ আমি এ জন্মেও পিঠে ছাপ মেরে নিয়ে এসেছি। এ দাগ ধুলে যায় না, ঘস্‌লে ওঠে না। এই দেখুন। মা বলেছে, এ আমার গুরুর পায়ের দাগ। (পিঠের আবরণ খুলিয়া দেখাইল)

রামানন্দ। কি আশ্চর্য্য! সুস্পষ্ট সেই পদচিহ্ন! একটা জন্ম শেষ হ'য়ে গেল, তবু পদচিহ্ন উঠ্‌ল না? বাবা, আমার মত গুরু হাজার হাজার জন্মেছে, কিন্তু তোমার মত শিষ্য আর বোধহয় কেউ জন্মায় নি। (নামাবলী দিয়া পিঠ মুছাইয়া দিল)

রুইদাস। কে তুমি দেবতা? তোমার পরশে একি মায়া! আমার রক্তে এ কি আনন্দের [illegible] ব'য়ে যাচ্ছে! মনে হ'চ্ছে, আমি আমার ঠাকুরের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দীপ্তি ব'লেছিল, ঠাকুর আমাব কাছে আস্‌বে ব'লে যাত্রা করেছে; এক সাধু পথ আগলে দাড়িয়ে আছে ব'লে কাছে আসতে পাচ্ছে না। হ্যাঁ গা, তুমিই কি সে সাধু?

বামানন্দ। হ্যাঁ বাবা, আমি তোমার সেই গুরু।

রুইদাস। গুরুদেব, আজ আমার ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। কোথায় আমার ঠাকুর? ঠাকুর কই?

রামানন্দ। অবিলম্বেই তুমি তাঁর দর্শন পাবে। এ যদি মিথ্যা হয়, আমার সারা জীবনের সাধনা নিষ্ফল, ভক্তের ভগবান নাম তাহ'লে কবির কল্পনা! ওঠ তুমি নবীন ভারতের দীপ্ত সূর্য্য, তোমার ভাস্বর কিরণে সমগ্র দেশ আলোকিত কব। আমার মত যারা মানুষ হ'য়ে মানুষকে ঘৃণা করে, তাদের কানেকানে দিয়ে যাও এই মন্ত্র,—'মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি রাম ভজে।'

রুইদাস। গুরুদেব!

রামানন্দ। আঘাত আসছে বাবা, ভয় পেও না। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার দেহ লৌহকঠিন হ'ক। নিজেকে ছোট ব'লে মনে ক'রো না। আমি মুক্তকণ্ঠে ব'লে যাচ্ছি, দেশে যদি আজ একজন ব্রাহ্মণ থাকে, সে ব্রাহ্মণ তুমি। [প্রস্থান।

রুইদাস। আমি কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিলুম? কিন্তু আমার পিঠে এ শান্তির প্রলেপ দিয়ে গেল কে? এত আলো কোথা থেকে

আসছে? কোথা থেকে এমন বাঁধনহারা আনন্দের বান ছুটে এল? আকাশ বাতাস তরু লতা সবাই সমস্বরে গান ধরেছে। ঠাকুর, এ কি তোমারই আগমনী গান!

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে,
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।

[illegible] প্রবেশ।

দেবী। ওগো তুমি এখানে! তুমি বেঁচে আছ! (রুইদাসকে জড়াইয়া ধরিল) এ কি, তোমার গায়ে এ কিসের সৌরভ! তোমার চোখে এ কিসের আলো!

রুইদাস। নূপুরধ্বনি শুনতে পাচ্ছ?

দেবী। এ তুমি বল্‌ছ কি? কার নূপুরধ্বনি?

রুইদাস। আমার দয়াল ঠাকুরের। সে আস্‌ছে, সে আস্‌ছে।

দেবী। আস্‌বে বই কি? নিশ্চয়ই আস্‌বে। কিন্তু এদিকে যে সর্ব্বনাশ হ'ল। রাজপ্রাসাদ শত্রুর কবলে। কেউ বাঁচবে না। আমি শুনে এলুম, দেবদত্ত মহারাণীকে আজই হত্যা কর্‌বে।

রুইদাস। কেন? কেন? ভাই হ'য়ে ভগ্নীকে হত্যা কর্‌বে! এতই কি তার অপরাধ!

দেবী। অপরাধ নয়? বামুনের মেয়ে মুচিকে গুরু ব'লে বরণ করেছে; দেশের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা তার মৃত্যু চায়।

রুইদাস। কিন্তু আমি ত রাণীমাকে মন্ত্র দিই নি।

দেবী। তুমি না দিলেও তিনি তোমার কথা থেকেই মন্ত্র বের ক'রে নিয়েছেন। সমস্ত রাজ্য তাঁর উপর ক্ষেপে গেছে। রাজ্য ত গেছেই, প্রাণটাও যাবে। আমি দাদার জন্যে তত ভাবছি না যত ভাবছি রাণীমার জন্যে।

দাশরথি। শোনবার কি সময় আছে? মীনকেতু বুড়ো আমায় ডাকছে। আমি চল্লুম। চ'লে আয়, চ'লে আয়। [প্রস্থান।

রঘুনাথ, রঘুনাথ, কোথায় তুমি দয়াল ঠাকুর? [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মীনকেতুর হাত ধরিয়া কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। দেখ ঠাকুর, দেখ, শত্রুসৈন্য প্রাসাদ অধিকার করেছে। নির্ব্বিচারে সবাইকে হত্যা করবে। আমি মরব, আমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরা মরবে, আমার গুরু সেই শিশু ভোলানাথকে এরা রেহাই দেবে না। কোথায় গেল তাঁর স্ত্রী? কেউ তার সন্ধান পেলে না। এর পরেও কি তুমি চুপ ক'রে থাকতে চাও?

মীনকেতু। চুপ ক'রে আছি কে বল্লে? তরবারি নিয়ে যুদ্ধ কবতে ত গিয়েছিলুম। ভুল ক'রে নিজের লোকের গায়েই তরবারি চালিয়ে দিলুম। ভবানন্দ আমার দু'জন লোক দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে।

কালিন্দী। কোথায় ভবানন্দ? কোথায় অর্জ্জুন, কেউ কি আর নেই?

মীনকেতু। আর একবার তরবারিখানা দাও দেখি।

কালিন্দী। তরবারি নয়। এই ফুল নাও ঠাকুর। ঠাকুরের ঘটে একটিবার অঞ্জলি দিয়ে তাঁকে আহ্বান কর। তারপর তাঁর রাজ্য তিনি, রাখতে হয় রাখবেন; আর আমি কিছুই বলব না।

মীনকেতু। আরে দূর মেয়েটা। আমি অঞ্জলি দিলে সে আসবে কেন? বরং কাছে এলেও চ'লে যাবে।

কালিন্দী। না না, আমি আবার স্বপ্ন দেখেছি, তুমি অঞ্জলি দিলেই

সে আস্‌বে। প্রাসাদ জ্বল্‌ছে, শত্রুসৈন্য জয়ধ্বনি দিচ্ছে, চারিদিকে পুর-নারীদের আর্ত্তনাদ। আর কেউ নেই ঠাকুর। তিনি ছাড়া আর কেউ আমাদের রক্ষা কর্‌তে পারবে না। দাও অঞ্জলি, অঞ্জলি দাও।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। এই যে [illegible] মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

[illegible] প্রস্তুত আমি হ'য়ে আছি। আমার স্বামীকে তুমি অকাল-মৃত্যু দিয়েছ। আমাকে মার্‌বে সে আর বেশী কথা কি? তোমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে ষোল বছর যতখানি স্নেহ তোমাকে আমি দিয়েছি, কোন সন্তান মায়ের কাছে অতখানি স্নেহ পায় না। চমৎকার প্রতিদান দিয়েছ তার।

দেবদত্ত। কথা বাড়িও না বল্‌ছি। আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বল্‌ছে।

মীনকেতু। তা ত জ্বল্‌বেই। রাজা হ'তে চলেছ, গরম হবে না?

ঘনশ্যামের প্রবেশ।

ঘনশ্যাম। তুমি চুপ কর মীনকেতু।

মীনকেতু। তুমি তরপাচ্ছ কেন বেয়াই? যে-ই রাজা হ'ক, তুমি যে পুরুত, সে পুরুতই থাকবে; মন্ত্রীও হবে না, সেনাপতিও হবে না।

ঘনশ্যাম। বাচালতা ক'রো না বল্‌ছি। মাথাটা নামিয়ে দেব।

মীনকেতু। আমি তার আগেই ঘটে ফুল ফেলে দেব, আর সে এসে তোমাদের দু' ঠ্যাং ধ'রে পড়্‌পড়্‌ ক'রে চিরে ফেল্‌বে।

কালিন্দী। দেবদত্ত, আমাকে তুমি হত্যা করতে হয় কর; কিন্তু আমার গুরু—

দেবদত্ত। কোথায় তোমার সে অস্পৃশ্য গুরু?

কালিন্দী। অস্পৃশ্য তিনি নন, অস্পৃশ্য তোমরা, তুমি আর এই ব্রহ্মচণ্ডাল।

ঘনশ্যাম। চোরের বড় গলা।

অর্জ্জুন সহ মার্ত্তণ্ডের প্রবেশ।

...তোমাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি ঠাকুর। তোমার গুণধর

অর্জ্জুন। ...

মত মানুষনামধারী জানোয়ারের নেই।

মার্ত্তণ্ড। অর্জ্জুন!

দেবদত্ত। কোথায় তোমার ভগ্নী?

অর্জ্জুন। এ প্রশ্ন আমাদেরও। বল্ জানোয়ারের দল, বল্, কোথায় আমার ভগ্নী?

দেবদত্ত। মার্ত্তণ্ড, রাণীকে বন্দী কর।

মীনকেতু। এগুস্ নি ছোঁড়া, ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি। দেখছিস্ আমার হাতে ফুল। এক্ষুনি তার নাম ক'রে অঞ্জলি দেব, আর তোদের মাথাগুলো ফেটে চৌচির হ'য়ে যাবে।

ঘনশ্যাম। ফুল নিয়ে যুদ্ধ করবে! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

মীনকেতু। দাঁত বার ক'রো না বেয়াই। এ দিন থাকবে না, এ মেঘে বর্ষণ হবে না। রামায়ণ পড়িস্ নি তোরা? রামায়ণ পড়িস্ নি? অত বড় রাবণ-বংশটা যার চোখের আগুনে ছাই হ'য়ে গেছে, তোদের মত দু'দশটা কুকুর-ছাগল তার নখের টিপুনিতে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

মার্ত্তণ্ড। ডাক তুমি সে ধনুকধারীকে, তবু যে নারী বামুনের বংশে এমনি ক'রে কালি ঢেলে দিয়েছে, তাকে আমরা ক্ষমা করব না।

কালিন্দী। বন্দী করবে আমাকে! কর বন্দী বিশ্বাসঘাতক; দেখি অষ্টবজ্র ভেঙ্গে পড়ে কি না।

মীনকেতু। আয়, আয় তোরা রাক্ষসের দল!

আয়। আমিও ডেকে আনি সেই রাক্ষসনিসূদন

দেবীর প্রবেশ।

দেবী। ঠাকুর, কোথায় তুমি দয়াল ঠাকুর, আমার সুর ধ'রে ছুটে এসেছি। দেখা দাও ঠাকুর, দেখা দাও।

মীনকেতু ব্যতীত সকলে। দেবী!

(দেবদত্ত দেবীর দিকে অগ্রসর হইল, অর্জ্জুন তরবারি হস্তে মাঝখানে দাঁড়াইল, মার্ত্তণ্ড বাঁধা দিতে গেল, ঘনশ্যাম অর্জ্জুনকে পাদুকা প্রহার করিতে গেল)

মীনকেতু। ও রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় দাশরথি শ্রীরামচন্দ্রের জয়। জয় দাশরথি শ্রীরামচন্দ্রের জয়।)

দেবদত্ত। একি! একি! লক্ষ লক্ষ কপিসৈন্য এসে প্রাসাদ বেষ্টন করেছে। প্রাসাদশীর্ষে কপিসৈন্য, বৃক্ষচূড়ায় কপিসৈন্য, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অসংখ্য কপিসৈন্য শরক্ষেপ ক'চ্ছে! মার্ত্তণ্ড, মার্ত্তণ্ড,—

মার্ত্তণ্ড। জ্ব'লে গেল, সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল!

ঘনশ্যাম। পালিয়ে চল, পালিয়ে চল। (পলায়নোদ্যোগ)

মুক্ত তরবারিহস্তে ভবানন্দ ও উদাসীর প্রবেশ।

অর্জ্জুন, ভবানন্দ ও উদাসী। পথ নাই।

কালিন্দী। হত্যা কর, নির্ম্মম হত্যা।

(উদাসী ঘনশ্যামকে গলায় কাপড় দিয়া, অর্জ্জুন দেবদত্তকে বন্দী করিয়া ও ভবানন্দ মার্ত্তণ্ডকে ধরিয়া লইয়া গেল)

ও মার্ত্তণ্ড। জ্ব'লে গেল, জ্ব'লে গেল। [প্রস্থান।

…তম্, স্বাগতম্, স্বাগতম্। (অঞ্জলি দান)

…করিয়া রুইদাসের প্রবেশ।

রুইদাস। তুমিই ঠাকুর? তুমিই …
বুকের কাছে এগিয়ে এসেছ। অন্ধ আমি, তোমায় চিন্‌তে পারি নি।
নিজগুণে অধমের অপরাধ ক্ষমা কর ঠাকুর।

দেবী। ওগো, তোমার গলায় এ কিসের স্বর্ণসূত্র?

রুইদাস। তাইত, আমি মুচি, আমার গলায় এ যজ্ঞসূত্র কে দিলে?

দাশরথি। আমি দিয়েছি রুইদাস। শাপভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, আজ তোমার দুর্গতির অবসান। যারা তোমাকে নীচ ব'লে ঘৃণা করেছে, তারা শুনুক,—এ রাজ্যে যদি দু'জন ব্রাহ্মণ থাকে, সে তুমি আর মীনকেতু। বর নাও রুইদাস।

রুইদাস। তোমাকে যে পেয়েছে, তার আর কিসের অভাব ঠাকুর? বর যদি দেবে, এই বর দাও, যেন আমার গুরু পাপমুক্ত হন, আর যুদ্ধে যারা মরেছে, তারা যেন পুনর্জীবিত হয়।

দাশরথি। তথাস্তু।

সকলে। ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।

(সকলের প্রণাম, দাশরথির অন্তর্দ্ধান)

॥ যবনিকা ॥